হাসান আল বান্না মিশর

# মুজাহিদের আযান

## ইমাম শহীদ হাসানুল বান্না (রঃ) (মিসর)

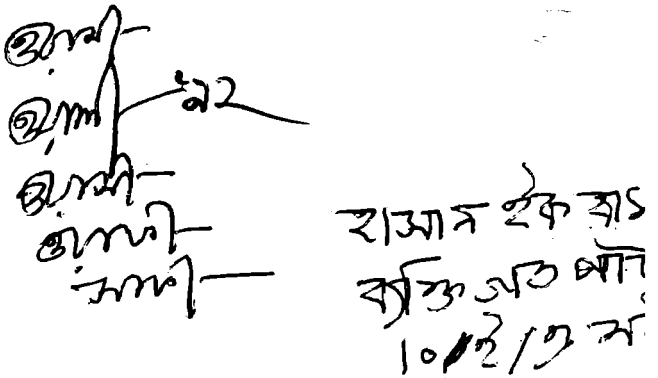

ভাষান্তরঃ

এম, তাহেরুল হক (ভারত)

(এম, এম; এম, এফ, বি, এ;)

সিন্দাবাদ প্রকাশনী

www.pathagar.com

প্রকাশকঃ এডভোকেট আব্দুস সালাম
সিন্দাবাদ প্রকাশনী
বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ২৪ ৫৮ ৭৬

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর-১৯৯১ ইং
রবিউল আওয়াল-১৪১২ হিঃ
মূল্যঃ [redacted] ৬০.০০
[redacted]

কম্পোজঃ ক্রিসেন্ট কম্পিউটার সার্ভিসেস

মুদ্রণেঃ ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড,
(ওয়ারলেস রেলগেট সংলগ্ন)
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৪১ ৬০ ৫৩

"MUJAHIDER AZAN" Written by- Shaheed Hasanul Banna. Translated by: M. Taherul Haque. Published by : Sindabad Prokasoni. Baitul Mukarram Dhaka-1000.

www.pathagar.com

## প্রকাশকের কথা

মহামনীষি মুরশীদে-আম ইমাম শহীদ হাসানুল বান্না (রঃ) এক ক্ষন-জন্মা পুরুষ। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়ীত সারা বিশ্বের সকলের নিকট তার পরিচয় করিয়ে দেয়ার অপেক্ষা রাখেনা। যে মহাপুরুষের বক্তৃতা ও লিখুনিতে মিশরে ইসলামী পূণরজাগরণের বান ডেকেছিল এবং নড়ে উঠেছিল ফিরাউনের বংশধর দাবীদার জামাল নাসেরের তক্তেতাউস। গাদ্দার নাসের মিশরের ইসলামী আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করে শহীদ করেছিল ঈমাম হাসানুল বান্নাকে এবং শহীদ সাইয়েদ কুতুব সহ হাজার হাজার এখওয়ান কর্মীকে। যে মুয়াজ্জিনের আযানে সেদিন মিশরবাসী জেগেছিল, ফিরে পেয়েছিল তাদের অতীত ঐতিহ্য, সৌর্য-বির্য্য এবং শহীদ হয়েছিল আল্লাহর পথে। সেই বীর মুজাহীদ শহীদ হাসানুল বান্নারই লেখা "মুজাহিদের আযান" বইটি বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনগণের হাতে তুলে দেয়ার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। মূদ্রণ ও পরিবেশনাগত কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয় এর দ্বারা দ্বীনের কোন খেদমত হলে তা যেন আমাদের আখেরাতের পাথেয় হয়, একামনা করি।

আঃ সালাম

www.pathagar.com

# প্রাসঙ্গিক কথা

মহাকালের স্রষ্টা সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য দিয়েছেন এক চিরন্তন শাশ্বত বিধান–ইসলাম। সেই ইসলামকে জীবনের সকল বিভাগে পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আধুনিক বিশ্বে যে হাতে গোনা কয়েকজন বিশ্ব বিশ্রুত মণীষী, গবেষক ও সংগঠকের নাম উল্লেখ করা যায় মিসরের হাসানুল বান্না তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মিসর কেন্দ্রীক বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমুন বা মুসলিম ব্রাদারহুড এর প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ভাবধারা মন্থন করে তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য যে তত্ত্ব, তথ্য ও কর্মধারা তাঁর সাথীদের জন্য রেখে গেছেন তা আজ বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার সাথে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন তাঁরা তখন এবং আজও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনীক কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর বিপ্লবী চেতনা ও কর্মধারার সাথে বাঙালী পাঠককে পরিচিত করাতে বাংলা ভাষায় তাঁর বই পত্রের প্রকাশনার প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশের কোন কোন প্রকাশক আংশিকভাবে এ অভাব পূরণে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর রচনার কোন কোন অংশও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। কলিকাতার এইচ, পি, টি, সি, এজাতীয় প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছে। লেখকের উল্লেখযোগ্য বই 'মুজাহিদ কি আযান'র ভাষান্তর আজ প্রকাশিত হচ্ছে। মূলতঃ বইটি ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে লিখিত, ইসলামের অসংখ্য মৌলিক দিক নির্দেশনা রয়েছে এর বিভিন্ন অংশে। পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে বলে আশা করি। পাঠকবৃন্দ এ থেকে সামান্য উপকৃত হলে আমরা শ্রম সার্থক মনে করবো।

**এম, তাহেরুল হক**
৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
কলিকাতা

www.pathagar.com

# সূচীপত্র

## পথের সম্বল


অনুভূতি ১
নিষ্ঠা ৬
কর্ম ৬
জিহাদ ৮
ত্যাগ ৯
আনুগত্য ১০
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ১১
একাগ্রতা ১২
ভ্রাতৃত্ব ১২
পারস্পরিক বিশ্বাস ১৩
আদর্শ গৃহ-পরিবেশ ২১


## জিহাদের গুরুত্ব


প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জিহাদ ফরয ২৬
জিহাদ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত ২৭
জিহাদ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস ৩১


## জিহাদের বিধান


মুসলিম আইনবিদ্‌দের দৃষ্টিতে ৩৯
মুসলমান কেন যুদ্ধ করে? ৪৩
ইসলামী জিহাদের মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকাশ ৪৫
একটি বিভ্রান্তি ৪৬


www.pathagar.com

শেষ কথা ৪৭

**আধুনিক পদ্ধতিতে আমাদের দাও'য়াত**

বস্তু ও প্রাণের সঙ্গে ৫১

**জাতীয়তাবাদের আলোকে**

জাতীয়তাবাদ, আরববাদ, বস্তুবাদ এবং এগুলোর স্থান ৫৩
আত্মার জাগরণ, ঈমান, উন্নতশির এবং আশা ৫৯
মুসলিম ব্যক্তি, ঘর ও মুসলিম জাতি ৬৩
কাবাও, গীর্জাও ৬৬
আমাদের সাধারণ পদ্ধতিঃ চিন্তা ও সংগঠন ৬৯

**আমাদের আন্দোলন**

স্পষ্ট কথা ৭২
সহজ সরল ৭২
ত্যাগের মনোভাব ৭২
আল্লাহর অনুগ্রহ ৭৩
চার প্রকার মানুষ ৭৩
বিশ্বাসীগণ ৭৩
উৎসর্গ ৭৫
উদ্দেশ্য ৭৬
দুই ঈমান ৭৬
আবেদন ও আন্দোলন ৭৭
প্রচারকর্মী ৭৭
উপায়-উপকরণ ৭৭
আমাদের ইসলাম ৭৮
অন্যান্য প্রচার সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়ণ ৭৯
দেশাত্মবোধ ৭৯

www.pathagar.com

দেশপ্রেম ৭৯
দেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদা ৮০
দেশ রক্ষার সামগ্রিক চেষ্টা ৮০
ধর্মীয় রাজনীতি ৮০
গৃহ বিবাদ ৮১
আমাদের দেশ প্রেমের সীমা ৮১
আমাদের দেশ প্রেমের উদ্দেশ্য ৮২
একতা ৮২
জাতি পূজা ৮৩
প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা ৮৩
জাতি সেবা ৮৩
সংগঠন ৮৩
অজ্ঞতার নবীনকরণ ৮৪
অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার ৮৪
দু'টি মৌলকথা ৮৪
আরব বৈশিষ্ট্য ৮৫
বিশ্বাসের সম্বন্ধ ৮৫

## ফেকাহ্ বিষয়ক মত পার্থক্য

বিচ্ছিন্নতা নয় একতা ৮৭
মতবিরোধ অস্বাভাবিক নয় ৮৭
গৌণ বিষয়ে ঐক্যমত নাও হতে পারে ৮৮
মতান্তরে অক্ষমতা ৮৮
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৯০
সমাধান (ব্যক্তিত্ব) ৯১
সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত ৯১
আশার আলো নবজাগরণের সূচনা ৯২

www.pathagar.com

## আমাদের আবেদন


উপক্রমণিকা ৯৬

মানদন্ড ৯৬

হে সমাজ

৯৬

কোরআনে জীবন লক্ষ্য ৯৭

মুসলমানের অভিভাবকত্ব ত্যাগের জন্য ৯৮

সঠিক পথে কে? ৯৮

লক্ষ্য যার মূল কর্ম যার শাখা ৯৯

আমাদের লক্ষ্যের উৎস ৯৯

প্রাসঙ্গিক কথা ১০০

অর্থ কোথা থেকে আসে ১০০

রাজনীতি ও আমরা ১০১

আমাদের সমাজের ভিত্তি ১০১

মান-সম্মানের চূড়ান্ত সীমা ১০৩

শক্তির সর্বাধিক উৎস ১০৪

বিশ্ব সম্পর্ক ১০৪

আজকের স্বপ্ন আগামী দিনের বাস্তব ১০৫

মুসলমানের দায়িত্ব ১০৫

মানবতার দাবী ১০৬

শক্তির দ্বারা সত্যের সুরক্ষা ১০৬

রাত্রে সাধক দিনে মুজাহিদ ১০৭

সংশোধন ও গঠনমূলক কাজ ১০৮

সচেতন হবার সময় এসেছে ১০৯

এর উৎস কোথায়? ১১১

দুই শক্তির মাঝে ১১৩

উন্মুক্ত পথ ১১৪

অনুসরণ আবশ্যক ১১৫

বিকৃতি হতে সাবধান ১১৬


www.pathagar.com

নীতির সংশোধন হওয়া প্রয়োজন ১১৭
জাতির সংস্কার চাই ১১৭
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো ১১৮
শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ১১৮
ভ্রাতৃত্বভাব থেকে সুফল গ্রহণ করো ১১৯
বাস্তব দৃষ্টান্ত ১২০
মানবতার যে ভ্রাতৃত্ব কাম্য ১২১
ইসলামী দেশের সীমা ১২৩
লম্বা রাস্তা ১২৩
বিজ্ঞানের আবিষ্কার ১২৪
ইতিহাসের সাক্ষ্য ১২৪
অন্য পথ আছে কি? ১২৫
প্রথমে কর্তব্য সম্পাদন ১২৫
এক নবাগত জাতির কথা ১২৬
নেতৃত্ব ১২৭
সংঘর্ষ ১২৮
ঈমান ১২৯
সাফল্য ১৩০

**জ্যোতির পথে**

পূর্ব কথা ১৩১
পত্র ১৩১
নেতার দায়িত্ব ১৩২
কয়েকটি প্রাথমিক কথা ১৩২
উভয় পথে ১৩৩
ইসলামী ব্যবস্থাপনার কল্যাণ ১৩৩
পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থতা ১৩৫

www.pathagar.com

ইসলাম প্রগতিশীল জাতির সাফল্যের চাবি ১৩৭
ইসলাম ও দৃঢ়তা ১৩৭
ইসলাম ও জাতির গৌরব ১৩৯
ইসলাম ও সামরিক প্রস্তুতি ১৪১
স্বাস্থ্য বিষয়ে ইসলাম ১৪৫
চরিত্র বিষয়ে ইসলাম ১৪৬
ইসলাম ও অর্থনীতি ১৪৮
ইসলামের সাধারণ পদ্ধতি ১৪৯
সংখ্যালঘুর অধিকার সহযোগীতা প্রদান ১৫০
ইসলাম সম্পর্কের অবনতি চায় না ১৫২
প্রগতির ধারণাঃ প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে ১৫৩
দ্বীন ব্যক্তির নাম নয় ১৫৪
দৃঢ় পদক্ষেপ ১৫৬
সংশোধনের কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ ১৫৭

**পঞ্চম সম্মেলন**

ইখওয়ানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ও আবেনের বৈশিষ্ট্য ১৬৬
ইখওয়ানের আন্দোলনঃ চারটি স্বপ্ন ১৬৭
ইসলাম সম্পর্কে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের দৃঢ়তা ১৬৯
ইখওয়ানের চিন্তা সংস্কারমূলক চিন্তা ১৭৪
ইখওয়ানী আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ১৭৫
সবার মনোযোগ চাই ১৭৮
মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! ১৭৯
ভ্রাতৃবৃন্দ! ১৭৯
কর্মমূখী হও ১৭৯
প্রিয় ভাই সব! ১৮৫
উদ্দেশ্য ও উপকরণ ১৮৬
ইখওয়ান, শক্তি ও বিদ্রোহ ১৮৬
ইখওয়ান ও প্রশাসন ১৮৭

www.pathagar.com

# পথের সম্বল

সুহৃদ ভাতৃবৃন্দ! আমাদের আন্দোলনে শরীক হতে হলে দশটি কথা ঐকান্তিকভাবে স্মরণ রাখতে হবে। তা হলোঃ- অনুভূতি, নিষ্ঠা, কর্ম, জিহাদ, কুরবানী, আনুগত্য, দৃঢ়তা, একাগ্রতা, ভাতৃত্ব, পারস্পরিক আস্থা।

***প্রিয় ভাই সব!***

**অনুভূতি**— অনুভূতি বলতে আমরা পূর্ণ ইসলামী চিন্তা বুঝে থাকি। ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা যে মৌলনীতি বিশ্বাস করি সে বিষয়ে তোমাদের পূর্ণ মতৈক্য রাখতে হবে। সেগুলি হলোঃ

১) ইসলাম একটি সত্য বিশ্বাস ও এবাদত হওয়ার সংগে সংগে একটি সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থাপনাও যার পরীসীমা থেকে জীবনের কোন একটি অংশও বহির্ভূত নয়। সুতরাং তা রাষ্ট্র ও প্রশাসনের দায়িত্ব বহন করে এবং দেশের পুনর্গঠন ও জাতি গঠনের চেষ্টাও করে। তা একদিকে প্রেম-প্রীতি ও মায়া-মমতার শিক্ষা দেয় অপর দিকে শাসন-শক্তি ও ন্যায়ের দন্ডবিধান হাতে তুলে নেয়। একদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়, অন্য দিকে বিচার আসনেও শোভা পায়। একদিকে জীবিকার্জন ও সম্পদ উপার্জনের উপায়ও উদ্‌ভাবন করে অন্য দিকে ধন-সম্পদের ভান্ডার গড়ে তোলে। তা একটি দাওয়াত ও চিন্তা-ধারা, একটি জিহাদ ও সৈনিকও।

২। ইসলামের নিয়ম-নীতি জানার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে নিছক কোরআন ও রাসূল (সঃ) এর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এরপর কোরআন বোঝার জন্য প্রত্যেককে আরবী ভাষার ব্যবকরণ ও তার মূলনীতিসমূহ উপলব্ধি করতে হবে। আয়াতের মর্ম বোঝার জন্য কোন রকম কুটযুক্তি বা বিকৃত মর্ম গ্রহণ করার অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে রাসূলের হাদীস বোঝার জন্য নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞদের বর্ণনার আশ্রয় নিতে হবে।

৩। আল্লাহর যে সকল ভাগ্যবান বান্দার ঈমান সঠিক, নিঃস্বার্থ ইবাদত্ ও সাধ্য সাধনা নিছক দ্বীনের জন্য নিবেদিত আল্লাহ তাদের বক্ষকে আলোকিত করেন। ফলে তাদের ব্যক্তিত্বে প্রচুর মাধুর্য হয় কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের কাশফ, ইলহাম ও স্বপ্ন কোনটিই শরীয়তী বিধানের জন্য দলীল হতে পারে না। এগুলো যদি দ্বীনের বিধান ও শরীয়তের মৌলনীতির বিরোধী না হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

www.pathagar.com

৪। **তাবীয**–মাদুলি ব্যবহার করা, তন্ত্র–মন্ত্রের পিছনে ঘোরা, গলায় কড়ি ঝোলান, মাটিতে আল্পনা আঁকা অথবা তারা দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করা, অদৃশ্যের খবর জানার দাবী করা প্রভৃতি বিষয় গুলো খুবই খারাপ ও নিকৃষ্ট, এর বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ফরয। তবে কোরআনের কোন আয়াত বা হাদীস ভিত্তিক কোন তাবীযের কথা স্বতন্ত্র।

৫) যে সব কথায় শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট আদেশ নেই এবং যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মতামতের অবকাশ কিংবা যা সাধারণ কল্যাণের জন্য হয় সেবিষয়ে আমীর বা সহকারী আমীরের নির্দেশ মানতে হবে। শর্ত হলো, সে নির্দেশ শরীয়তের মূলনীতির বিরোধী হবে না। অবশ্য অবস্থা, অভ্যাস, রীতির প্রেক্ষিতে তা পরিবর্তন হতে পারে–ইবাদতের ক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্ব অর্থ ও উদ্দেশ্য নয়, বরং শরীয়তের ক্ষেত্রে যে রকম আদেশ রয়েছে, হুবহু সেভাবে তা কার্যকরী করতে হবে। এ ছাড়া বাকী সকল বিষয়ে বিজ্ঞতা, বাস্তবতা ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতটাই মূল গুরুত্ব দাবি রাখে।

৬) কেবল রাসূল (সঃ)–এর ব্যক্তিত্বটা এমন যাঁর প্রতিটি কথার অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। এ ভিন্ন অন্য লোকের বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা রয়েছে, তাদের যে সব কথা গ্রহণ যোগ্য মনে হবে গ্রহণ করা যাবে আর যা প্রত্যাখ্যান যোগ্য বলে বিবেচিত হবে প্রত্যাখ্যাত হবে। আমাদের অতীত মনীষীদের যে সকল কথা কোরআন সুন্নাহর অনুকুল হবে তা আমরা গ্রহণ করবো, বিপরীত হলে আমরা তো কেবল কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণই করবো। অবশ্য তাঁদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো কথা বলবো না। আমরা তাঁদের নিয়ত ও নিয়মের উপর ছেড়ে দেবো, তাঁরা তাঁদের কর্মফল ভোগ করবেন।

৭) যদি কোনো মুসলমানের এমন যোগ্যতা থাকে যে সে শরীয়তের গৌণ নির্দেশাবলী ও যুক্তি–প্রমাণের বিষয়ে চিন্তা–গবেষণা করতে সক্ষম হয় তবে তার জন্য উত্তম হচ্ছে সে অতীত ইমামদের একজনকে অনুসরণ করবে। এরপর সে দলীলাদির বিশ্লেষণ করবে। দলীলাদির ভিত্তিতে কোনো সঠিক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেলে তার প্রতি মনোযোগ দেয়া যেতে পারে। তিনি যদি জ্ঞান–গরীমায় পন্ডিত হন কিন্তু বিবেক–বিচক্ষণাতা সম্পন্ন না হন তাহলে তাঁর তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

৮) শরীয়তের গৌণ বিধি–নিষেধ (মসলা–মসায়েল) নিয়ে কোনো রকম বিচ্ছিন্নমত পোষণ করা যাবে না। কেবলমাত্র এই কারণে পরস্পরের সঙ্গে বৈরী ও শত্রুভাবাপন্ন হওয়া চলবে না। প্রত্যেক গবেষকের (মুজতাহিদের) জন্য

www.pathagar.com

যখন একটি করে সওয়াব অবধারিত তখন পারস্পরিক সম্প্রীতি, নিষ্ঠা ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রেম-প্রীতির সম্বন্ধ গড়ার সাথে সাথে নিরেট জ্ঞানগত গবেষণা করা ও বিতর্কমূলক বিষয়ে পরস্পরে সহযোগিতা করার বিষয়ে দোষ কোথায়? আর এই বিষয়টি নিয়ে অহেতুক সংকীর্ণতা ও কাদা ছোড়া-ছুড়ির পর্যায় যেন না যায়।

৯) বাস্তব জীবনের সংগে যে বিষয়ের (মসলার) কোন রকম সম্পর্ক নেই তার পিছনে চিন্তাশক্তি ব্যয় করা অর্থহীন। এ বিষয়ে শরীয়তেও নিষেধ রয়েছে। সেই সকল কাল্পনিক আহকাম যা আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি তার সকল শাখা-প্রশাখায়ও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। কোরআনের যে সমস্ত আয়াত সাধারণ জ্ঞানের সীমা বহির্ভূত, তার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম আলোচনা এর পর্যায়ভুক্ত নয়, আর রয়েছে সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের পারস্পরিক মর্যাদা ও তাদের মধ্যকার মত-বিরোধ, সে সবও এর আওতাভূক্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাহাবাদের মর্যাদার অধিকারী, তাঁরা নিজ নিজ নিয়র্তের ফল পাবেন। কারণ, ব্যাখ্যার প্রশস্ত জগতে প্রতেকেই নিজ নিজ মত অনুযায়ী চলেছেন ও সে' মত তারা জবাবদিহি করবেন।

১০। আল্লাহকে একক জানা, তার সমস্ত গুণাবলীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং তাকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার প্রাণবিন্দু। কোরআনের অস্পষ্ট আয়াত সমূহে এবং যে সকল হাদীসে আল্লাহ' তায়ালার গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে তা আমরা মানতে বাধ্য তার উপর আমাদের পুর্ণ আস্থা আছে। এ বিষয়ে উপমা[১] (তাশবীহ) বা অবকাশ[২] (তা' তীল)-এর আমরা ঘোর বিরোধী। এ বিষয়ে আলেম সমাজের মতানৈক্যেও আমরা আগ্রহী নই, বরং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের নীতি আমাদের জন্য যথেষ্ট।

"গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ বলেন, আমরা তা বিশ্বাস করি, কেননা এসব আমাদের প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ।"

১১) যে সকল সংস্কার (বেদআত) নিছক লোকদের ইচ্ছা ও স্বার্থ-চিন্তার ফলে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করেছে, শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই, সে সবই গোমরাহী। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করা, সেগুলোর সমুলে উৎপাটন করা আমাদের জন্য ফরয। এ সমস্ত সংস্কার বাড়াবাড়ির ফলে না কাট-ছাঁটের ফলে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করেছে তা দেখার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এ বিষয়ে

টীকাঃ ১। উপমা বা তাসবীহ ব'লে আল্লাহকে সৃষ্টির গুণে গুণান্বিত করা।
২। অবকাশ হলো, আল্লাহকে সম্পূর্ণ গুণমুক্ত কল্পনা করা। -(অনুবাদক)

www.pathagar.com

আমরা যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবো, তা পরম বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার উপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং আমাদের কোন পদক্ষেপ যেন ঐগুলোর চেয়ে বেশী ক্ষতিকর না হয় তা লক্ষ্যনীয় হবে।

১২। সুফীদের পথ ও তাসাউফ, রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে প্রমাণিত নয় এমন ইবাদতের অনুশীলন এবং দ্বীনি উদ্দেশ্যে যে সকল সংস্কার সংযোজিত হয়েছে তা তো ফিকাহ-শাস্ত্রকারদের বিতর্কমূলক বিষয়। এ সকল বিষয়ে সকলের মতামতের স্বাধীনতা রয়েছে। দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে ঐ সমস্ত বিষয়ে পরস্পরে মত বিনিময় করা এবং সঠিক পথের অনুসন্ধান করায় কোন ক্ষতি নেই।

১৩) সজ্জনদের (সালেহীনদের) প্রতি ভালবাসা রাখা, সর্বদা তাঁদের সম্মান করা, তাঁদের ভাল গুণগুলো গ্রহণ করা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। অবশ্য সজ্জন বলতে আমরা তাঁদের বুঝি যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং খোদা ভীরুতায় স্থির রয়েছে।"

শরীয়তের সীমা-শর্তের মধ্যে এরা মান-সম্মান পাওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। তবে মন মগজে যেন আদৌ এ চিন্তার উদ্রেক না হয় যে, এরা উপকার অপকারের মালিক। এরা না নিজেদের ব্যাপারে কিছু করতে পারে, না অপরের বিষয়ে। জীবিত অবস্থায় কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারে না, আর মৃত্যুর পর-ও না।

১৪। কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। এ বিষয়ে আমরা কোন পার্থক্য স্বীকার করি না। তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রদর্শিত পন্থায় কবর যিয়ারত করতে হবে। এখানে স্মরণীয় যে, কবরবাসী যেই হন না কেন-কোনো প্রকার সাহায্য চাওয়া, তাঁর নিকট প্রার্থনা করা, নিকট থেকে অথবা দূর থেকে বিপদ উদ্ধারের জন্য তাঁদের ডাকা, তাঁদের নামে কিছু মানত করা, তাঁদের কবর পাকা করা, কবরে চাদর চড়ানো, বাতি জ্বালানো, তাঁদের থেকে বরকত হাসিল করা, এবং আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে শপথ করা- এক কথায় এ শ্রেণীর সব বেদআতই কবীরা গুণাহ। এ গুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আমদের জন্য ফরয। এসব ব্যাপারে আমরা কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করার পক্ষপাতী নই। এ পথ শিরকের পথ। এ ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা আমাদের জন্য চরম ক্ষতিকর।

১৫। সৃষ্টির কারো মাধ্যম ধরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানানো জায়েয কিনা-এ একটা অযৌক্তিক বিতর্ক। প্রার্থনা জানানোর পদ্ধতির সাথে এর সম্পর্ক,-আকীদা বা বিশ্বাসের সাথে নয়।

www.pathagar.com

১৬) ভুল প্রয়োগে শরীয়তের পরিভাষার বৈশিষ্ট্য পাল্টায় না। দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে শব্দ ও বর্ণনার চাতুর্য পরিহার করা আমরা ফরয মনে করি। সুতরাং শরীয়তের পরিভাষা সমূহের প্রকৃত অর্থ জানা ও অত্যন্ত কঠোরভাবে সেগুলো প্রয়োগ করাও আমাদের উচিৎ। নামের কোন গুরুত্ব নেই। নাম তো কেবল উদ্দিষ্ট বস্তুর গুরুত্ব বোঝায়।

১৭) বিশ্বাস কর্মের ভিত্তি। বাহ্যিক কর্মের তুলনায় অন্তরের কর্ম অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় পন্থায় পূর্ণতা লাভ হওয়া কাম্য। তবে উভয়ের মর্যাদার কিছু পার্থক্য রয়েছে।

১৮) ইসলাম বুদ্ধির বিচরণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং সৃষ্টির ব্যাপকতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উৎসাহ দিয়েছে, জ্ঞান ও জ্ঞানীর অধীক মর্যাদা দিয়েছে। সাদরে গ্রহণ করে সকল ভাল ও উপকারী জিনিসকে। জ্ঞানতো মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই পায় সে তা যেন গ্রহণ করার সর্বাধিকারী।

১৯) শরীয়তের দৃষ্টি ও বুদ্ধি-গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কখনো পার্থক্যও হয়। উভয়ের অভিজ্ঞতা অনেক সময় হয় বিপরীতমুখী, কিন্তু তবুও নিশ্চিত সত্যের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হয় না। কোনো জ্ঞানগত সত্যের সংগে কোনো শরীয়ত-সম্মত মূলনীতির বিরোধ কখনও হয় না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যেটা কাল্পনিক, তার বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। তাহলে তা নিশ্চয়তা লাভ করবে। আর যদি এ দু'টোই চিন্তা-প্রসূত হয় তাহলে শরীয়তের নির্দেশনা মেনে নেয়াই শ্রেয়। ফলে বুদ্ধির দাবী প্রামান্তরে পৌছায় এবং দূর্বলতাটুকু নীচু হয়ে যায়।

২০। যে মুসলমান কালেমা শাহাদতের সাক্ষ্য দেয়, এবং সেই মত কাজ করতে গিয়ে সকল ফরয আদায় করে, সামান্য গুনাহ বা কোন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সে মুসলমানকে কাফের বলে ফতুয়া দেবে না-যতক্ষণ না সে মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে কিংবা দ্বীনের কোন প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সত্যকে অস্বীকার করে বা প্রকাশ্য ভাবে কোরআনের এমন তাফসীর করে যা চলতি বাকধারার পক্ষে শোভা পায়না বা এমন কোন কাজ করে কুফর ছাড়া যার ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা করা যায় না।

যখন মুসলমান ভাই নিজের দ্বীনকে এই মূলনীতিসমূহের আলোকে বুঝে নেয়, তখন সে তার চিরন্তন শ্লোগান- কোরআন আমাদের সংবিধান, রাসূল (সঃ) আমাদের পথ প্রদর্শক-এর প্রকৃত মর্ম বোঝার সমর্থ হবে।

www.pathagar.com

**নিষ্ঠা**– নিষ্ঠার অর্থ আমাদের মুসলমান ভাইদের কথা, কাজ ও সকল তৎপরতার উদ্দেশ্য হবে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি, প্রভুর অনুমোদন ও পরকালের সাফল্য। সে কোন প্রকার গনীমতের মালের অভিলাসী হবে না, ক্ষমতা বা পদলিপ্সু হবে না, খেতাব–উপাধির আকাঙ্খী হবে না। এ ছাড়া সে হবে নিজ চেষ্টায় সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে বিষয়ে সম্পূর্ণ বেপরোয়া। তাহলেই সে স্বার্থ ও গরজের উর্দ্ধে 'বিশ্বাস (আকীদা) ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য'–এর নির্ভীক সৈনিক হতে পারবে।

"বল আমার নামায, আমার সর্বপ্রকার ইবাদত অনুষ্ঠানসহ, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবকিছু বিশ্ব–জগতের প্রভু আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।"

এসব কথা থেকেই আমাদের মুসলমান ভাইদের তাদের চিরন্তন ঘোষণা– 'আল্লাহ আমার লক্ষ্য, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর জন্যেই সকল প্রশংসা– মর্ম স্পষ্ট হয়ে যায়।

**কর্ম**– জ্ঞান ও নিষ্ঠার ফলশ্রুতিকে আমরা কর্ম বলে অভিহিত করেছি। আল্লাহ পাক বলেনঃ

"হে নবী! তাদের বলুন, তোমরা নিজেদের কাজ করো, অচিরেই আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ তোমাদের কাজ দেখবেন এবং অচিরেই সেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি দৃশ্য–অদৃশ্য সকল বিষয়েরই সুক্ষ্মাতি–সুক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন। অতঃপর তোমরা যা করছো, সবই তোমাদের জ্ঞাত করা হবে।

সৎ ও নিষ্ঠাবান ভাতৃবৃন্দের নিকট যে ধরনের কাজ আশা করা যায় তা হলোঃ

১) সে তার ব্যক্তি গঠন করবে। যথা শরীর হবে সুঠাম, চরিত্র হবে দৃঢ়, চিন্তা হবে পরিপক্ক ও ভারসাম্যমূলক, জীবিকা অর্জনে ও সম্পদ আহরণে হবে সক্ষম, সে স্বীয় উন্নতির জন্য হবে সচেষ্ট, নিজের সময়ের মূল্য দেবে, তার সকল কাজ নিয়ম মাফিক হবে এবং তার অস্তিত্ব হবে সকলের জন্য অপেক্ষাকৃত উপকারী। এ গুণাবলী আমাদের প্রত্যেক ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের পর্য্যায়ভূক্ত।

২। সে মুসলিম পরিবারকে সংগঠিত করবে, তার চিন্তা এর থেকে আরো অগ্রসর হয়ে তার নিজ পরিবারের সদস্যদের মন জয় করবে, সাংসারিক সকল কাজে তাদের ইসলামী নিয়ম–নীতি অনুসরণে প্রস্তুত করবে, সৎ স্ত্রী নির্বাচন ও তাকে ইসলামের সীমার আওতায় নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য তাকিদ করবে। সে সন্তান ও অধীনস্ত খাদেমদের সর্বোত্তম শিক্ষা দেবে,

www.pathagar.com

তাদেরকে ইসলামের বিধি-নিষেধ মত চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। আমাদের প্রত্যেক ভাইয়ের এ হলো ব্যক্তিগত যিম্মাদারী।

৩) সে সমাজের সংস্কার করবে, জনগণের মধ্যে কল্যাণের ব্যাপক আহ্বান জানাবে। দুস্কৃতি-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, কল্যাণের প্রতি উৎসাহ, ভাল কাজে সহযোগিতা ও ন্যায়ের পথে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। ইসলামী চিন্তার পক্ষে জনমত সংগ্রহ করবে, জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধ গ্রহণের জন্য মানুষকে উৎসাহী করে তুলবে। এগুলো ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সকল ভাইয়ের দায়িত্ব এবং একটি সংগঠন হিসাবে সমগ্র জামাতের উপর ফরয।

৪) সে সকল বিদেশী ও অনৈসলামী শাসন-ব্যবস্থা থেকে দেশ স্বাধীন করবে, অন্য কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক প্রভাবই সে নিজের দেশে প্রভাব বিস্তার করতে দেবে না।

৫) সে প্রশাসনের সংস্কার করবে, যাতে তা আদর্শ ইসলামী প্রশাসন হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এটা তখনই হবে যখন প্রশাসন উম্মতের সেবক হিসাবে-একজন কর্তব্য সচেতন সেবক হিসাবে, তাদের কল্যাণকামী অভিভাবক হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারবে। স্মরণ রাখতে হবে, ইসলামী প্রশাসন তখনই বাস্তব রূপ নিতে পারে যখন তার কর্মকর্তাগণ প্রকৃত অর্থে মুসলমান হবে, ইসলামের ফরয সমূহ পালনে অভ্যস্ত হবে এবং সকল অন্যায় অপকর্ম থেকে দূরে থাকবে। এতদভিন্ন সে ঠিকমত বাস্তব পক্ষে ইসলামের বিধি-নিষেধ ও হেদায়েত সমূহ চালু করতে সচেষ্ট হবে। এ সব বিষয়ে প্রশাসন প্রয়োজন বিশেষে অমুসলিমগণের সাহায্যও নিতে পারে। কিন্তু তাকে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবে না যার ফলে সে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। এমতাবস্থায় যা ইসলামী প্রশাসনের সাধারণ নীতির বিরোধী নয়, এমন যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ সময় তার দায়িত্ব থাকবে শান্তি বজায় রাখা, ইসলামের নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা সম্প্রসারণ করা, শক্তি বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা, জন কল্যাণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, সম্পদ বৃদ্ধি এবং হেফাযতের ব্যবস্থা করা, নৈতিক মূলনীতি উন্নত করা, এবং বেশী বেশী ইসলামী দাওয়াত দেয়া।

যে কোন প্রশাসন তার এই দায়িত্বসমূহ পালনে তৎপর হলে সে আমাদের সহযোগিতা পাবার হকদার হবে, প্রকৃতপক্ষে সে আনুগত্য পাবে, ধন-প্রাণ দিয়ে তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে আমরা কুণ্ঠিত হবো না।

www.pathagar.com

৬) যে মুসলমান সমাজের আন্তর্জাতিক মর্যাদা পুনর্বহাল করবে, এ জন্য তার উচিৎ হলো, সকল অঞ্চল স্বাধীন করা, নিজেদের মান-সম্ভ্রম পুনরুদ্ধার করা, শিক্ষা-সভ্যতা সাংস্কৃতিক নতুন ভাবে প্রচার করা, তাদের মধ্যে এমন ঐক্য ও সংহতির প্রচেষ্টা চালানো যাতে সমগ্র মুসলমান সমাজ একমন, একপ্রাণে পরিণত হয়। এভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে খেলাফতের হারান তখতে-তাজ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

৭) সে প্রশাসন সমগ্র বিশ্বে শিক্ষকের ভূমিকা ও পথ-প্রদর্শেকের দায়িত্ব পালন করবে। সে বিশ্বের সকল প্রান্তে এমনভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবে যে কোথাও শিরক্ ও অংশীবাদিতার চিহ্ন থাকবে না, সর্বত্র আল্লাহর আনুগত্যের মনোরম দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে এবং আল্লাহ তো তাঁর ইসলামের নুর'কে সর্বত্র বিজয়ী করে রাখবেনই।

এই শেষোক্ত চারটি দায়িত্ব সমগ্র সংগঠনের উপর বর্তায়, সংগঠনের সদস্য হিসাবে সকল ভাইদের উপরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। এটা কত বড় দায়িত্ব, কি মহান কাজ, দুনিয়ার লোক একে একটা কাল্পনিক চিন্তা, একটা অবাস্তব স্বপ্ন এবং এক রকম ভাবাবেগ বলে মনে করে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমান ভাই তাকে একটি বাস্তব সত্য এবং নিশ্চিত খাঁটি বলে বিশ্বাস করে। আমরা আদৌ নিরাশ হবো না, কেননা আল্লাহ আমাদের সর্বোত্তম সহায়ক ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসা।

"আল্লাহ নিজের কাজে সম্পূর্ণ শক্তিমান কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (কোরআন)

***জিহাদ*** - জিহাদ অর্থে আমরা সেই দায়িত্ব বুঝি যা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসটি সে কাজের প্রতি নির্দেশ করছেঃ

"যে ব্যক্তির এমন অবস্থায় মৃত্যু হলো যে, সে জিহাদ করেনি, জিহাদের আশা পোষণও করেনি, তার জাহেলিয়াতের মত মৃত্যু হলো।"

এর সর্বনিম্ন পর্যায় হলো-অন্যায়, অসত্য ও বাতিলের প্রতি অসন্তুষ্টি, এবং সর্বোচ্চ পর্যায় হলো, অল্লাহর পথে মাথা পেতে দেয়া, জীবন সমর্পণ করা। এই দুয়ের মাঝেও জিহাদের কতক পর্যায় রয়েছে; যেমন মুখের জিহাদ, হাতের জিহাদ, কলমের জিহাদ, অত্যাচারী শাসকের সামনে স্পষ্ট কথা বলার জিহাদ। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, জিহাদ ভিন্ন ইসলামী আন্দোলন জীবিত থাকতে পারে না। দাওয়াত যত বলিষ্ঠ ও ব্যাপক হবে জিহাদের অপরিহার্যতাও তত বেশী হবে। আর এই জিহাদকে সঠিক ও স্থায়ী করার

www.pathagar.com

জন্য সেপরিমাণ চরম মূল্যও দিতে হবে। এমন পন্থায় কাজ করলে অধিক প্রতিদান ও পূণ্য পাওয়া যাবে। তাই হে মুসলিম ভাতৃবৃন্দ! আল্লাহর পথে জিহাদ করো, সামান্যও শৈথিল্য করো না।

এই আলোচনার পর সম্ভবতঃ আপনারা নিজেদের চিরন্তন শ্লোগান 'জিহাদ আমাদের পথ' এর মর্ম সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

***ত্যাগ***— আমাদের ত্যাগের মর্ম হলো, নিজেদের জ্ঞান, সম্পদ, সময়, জীবন এক কথায় নিজের সবকিছু এই মহান উদ্দেশ্যে লাগিয়ে দেয়া। কেননা দুনিয়ার যে কোন জিহাদের জন্য অপরিহার্য হলো ত্যাগ ও কুরবানী। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এখানে আমাদের ত্যাগ বিফল হবার প্রশ্নই ওঠে না। এখানে রয়েছে প্রতিদান। পর্য্যাপ্ত ও অত্যন্ত মন-মুগ্ধকর প্রতিদান। কিন্তু কোনো ভাই যদি আমাদের সাথে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত না হয় তাহলে সে দায়ী হবে। আল্লাহর ঘোষণা হলোঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমেনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন।" (কোরআন)

অনত্র রয়েছেঃ

"বলো, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাসো; তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না" (কোরআন)

ভিন্নস্থানে বর্ণিত হয়েছেঃ

"এটা এই জন্য যে, সে আল্লাহর পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ কিংবা এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না যা কাফেরদের ক্রোধ ও রাগের কারণ হয়, অথবা শত্রুর কোনো ক্ষতি সাধন করে, তার বিনিময়ে তার একটি পূণ্য লিখিত হবে-কোনো সন্দেহ নেই যে আল্লাহ সৎ-কর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" (কোরআন)

আরো বলেছেনঃ

"তোমরা আনুগত্য করলে আল্লাহ তোমাদের আরো অধিক সুফল দান করবেন।"

www.pathagar.com

এ বর্ণনার পর তোমরা তোমাদের শপথ বাণী 'আল্লাহর পথে মৃত্যু আমাদের চরম লক্ষ্য' –এর মর্মটি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছো।

***আনুগত্য:*** আমাদের আনুগত্যের মর্ম হলো, কোন প্রতিবাদ ভিন্ন আমরা আমীর বা নেতার নির্দেশ মেনে নেব, সুবিধা–অসুবিধা, সন্তুষ্টি–অসন্তুষ্টি, সকল অবস্থায় অবিলম্বে তার আহ্বানে সাড়া দেবো। এর কারণ হলো যে এই দাওয়াতের তিনটি পর্যায় রয়েছে।

(১) পরিচিতি– এই দাওয়াতের সার্বিক চিন্তার সঙ্গে জনগণকে পরিচিতি করানো, এই পরিচিতির সীমাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা, এ পর্য্যায়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার যা পদ্ধতি হয়ে থাকে তাই হবে আমাদের পদ্ধতি। দাওয়াতের পদ্ধতি ও তার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হবে জন কল্যাণমূলক কাজে। এজন্য কখনো বক্তৃতা ও ট্রেনিং এর পথ গ্রহণ করবে, মঙ্গলকামী সংস্থা গড়বে, এ ছাড়া অন্যান্য উত্তম পদ্ধতিও গ্রহণ করবে। এখন ইখওয়ানের সকল শাখা এই পর্য্যায়ের দাওয়াতের কাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। 'আল–কানুনুল আসাসী' নামক একটি পুস্তিকার আলোকে এ দাওয়াত সম্পাদিত হচ্ছে। এ ছাড়া ইখওয়ানের অসংখ্য সংবাদ পত্র ও পুস্তিকার সাহায্যেও এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানতে পারা যায়। এ পর্যায়ের দাওয়াত ব্যাপক হয়।

এই পর্যায়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই সংগঠনে শামিল হতে পারে যে সংগঠনের কার্যক্রমের প্রতি উৎসাহী, যার সর্বাবস্থায় এর সাথে সহযোগিতা করার সামর্থ রয়েছে, এবং যে তার সমস্ত নিয়ম–নীতি অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ পর্যায়ে আমরা কারো নিকট পূর্ণ আনুগত্য দাবী করি না। তবে সংগঠনের মূলনীতি সমূহের প্রতি তাকে অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল হতেই হবে।

(২) সংগঠন– জিহাদের দায়িত্ব পালনে কঠোর ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার সক্ষম এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংগঠন গড়ে তোলা, এ পর্যায়ে দাওয়াতের পদ্ধতি আধ্যাত্মিক দিক থেকে নিরেট সুফিয়ানা আর কর্মক্ষেত্র হবে সম্পূর্ণ নির্ভীক সৈনিক ধরনের। এ কথাও স্মরণ যোগ্য যে, জীবন সুফিয়ানী হোক বা সৈনিকের, সর্বদাই জীবনের বৈশিষ্ট্য হবে শোনা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়া, দ্বিধা সংকোচহীন চিত্তে ইশারা মাত্র নির্দেশ পালন করা। ইখওয়ানী সংস্থা এই দাওয়াতী জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। এ বিষয়ে 'রিসালাতুন্ নাহজ' নামক পুস্তকটিও আলোক বর্তিকা হিসাবে কাজ করবে।

এ পর্যায়ে দাওয়াত হবে বিশেষ ধরনের। যেহেতু এই পর্যায়টি দীর্ঘ ও ঈমানের চরম পরীক্ষামূলক সেহেতু সেই সব লোকই এ পর্যায়ের দাওয়াতে

www.pathagar.com

শামিল হতে পারবে যাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ধৈর্য্য রয়েছে, যারা জিহাদের ময়দানে চরম কষ্ট স্বীকার করে পূর্ণ বীরত্ব ও দৃঢ়তা প্রদর্শনে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই ধৈর্য্য ও সহ্যের পরীক্ষা হবে শর্তহীন আনুগত্য এবং পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে।

(৩) বাস্তবায়ন- এ পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত জিহাদের আকার ধারণ করবে, একটি ধারাবাহিক সংগ্রামের রূপ নেবে। এটাই হবে লক্ষ্য পুরণের শুভ মুহূর্ত এবং সকলের মধ্যে থাকবে একই তেজ ও একই প্রেরণা। এটাই চূড়ান্ত পরীক্ষার মুহূর্ত। এখানে কেবল তারা টিকে থাকবে যাদের উদ্দেশ্য নির্ভেজাল ও অটল। এ ক্ষেত্রে একমাত্র পূর্ণ-আনুগত্যের উপর সাফল্য নির্ভর করে, প্রথম সারির ইখওয়ানী ভাইরা ১৩৫৯ হিজরীর ৫ই রবিউল আউয়াল এই সপথ নিয়েছে।

তোমরাও যদি এতে শামিল হও এই পুস্তক-যদি তোমরা পড় আর অনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও তাহলে এখন তেমরা দ্বিতীয় স্তরে রয়েছো। তৃতীয় স্তর তোমাদের সামনে। সূতরাং যে দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ করেছো তা উপলব্ধি করো এবং তার জন্য তৎপর হও।

***দৃঢ় প্রতিজ্ঞা***- দৃঢ়তার অর্থ হলো, আমাদের সকল ভাই সর্বদা সক্রিয় ও কর্ম-তৎপর থাকবে, নিজ লক্ষ্যের দিকে উম্মাতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রতীক্ষার কাল যতই দীর্ঘ হোক, যত মাস ও বছরই লাগুক- সে সাহস হারাবে না। সর্বাবস্থায় সাধনা-সংগ্রাম করে যাবে। এমনকি সে এপথে জীবন দেবে, সে যখন তার প্রভুর সংগে মিলিত হবে তখন তার আকাংখার থলি শুন্য থাকবে না। হয় সে লক্ষ্য অর্জন করবে নতুবা শাহাদতের স্বর্ণ-পোষাকে তার সৌভাগ্য কপাল উজ্জ্বল হবে।

আল্লাহ বলেনঃ

"মু'মেনদের এমন কতক ব্যক্তি রয়েছে যারা তাদের আল্লাহর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিল তা সত্যে পরিণত করেছে, এতে তারা কোনো বিকল্প চিন্তা মনে পোষণ করে না"

স্মর্তব্য যে, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি আমাদের পরিকল্পনার বিশেষ অংশ। নিঃসন্দেহে পথ অনেক দীর্ঘ, কঠিন ও ধৈর্য্য পরীক্ষা সাপেক্ষ। মাঝের দীর্ঘ পথে কোনোই ছায়া নেই, এ ছাড়া মাঝে মাঝে রয়েছে গর্ত। কিন্তু উপায় কি? এটাই আমাদের লক্ষ্য-কাবায় পৌছাবার এক মাত্র পথ। এপথে চলেই আমরা অফুরন্ত ও অসীম ফল লাভ করতে পারি।

www.pathagar.com

তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করো। আমাদের পদ্ধতিগুলো এমন যার জন্যে বেশী বেশী ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এ জন্যে অনুকূল সময়ের অপেক্ষায় থাকা দরকার, আর রয়েছে এ সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করার আবশ্যকতা। বলা বাহুল্য, এ সব সঠিক সময়েই কেবল হতে পারে।

"তারা বলবে, তা কখন হবে? বলো যে, সে সময় আসন্ন।"

***একাগ্রতা***— এর থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, অন্য সব নীতি ও চিন্তা-ধারা পরিহার করে নিজেদের চিন্তাধারার প্রতি একাগ্রমন হওয়া। কেননা এ চিন্তাধারা সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, সর্বাধিক ব্যাপক, সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহৎ।

"আল্লাহর গুণ ধারণ কর, এবং কে আছে আল্লাহর থেকে গুণে উত্তম।"
(কোরআন)

অনত্র বলা হয়েছেঃ

" তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা স্বীয় জাতিকে বললোঃ আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে তোমরা এবাদত করো তা থেকে পৃথক। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।" (কোরআন)

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের ভাইদের দৃষ্টিতে মানুষ নিম্নের সাত শ্রেণীর যে কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

মুজাহিদ মুসলমান, নিষ্কর্মা মুসলমান, অবাধ্য মুসলমান, যিম্মী, চুক্তিবদ্ধ, বিরোধী ও যুদ্ধে লিপ্ত। শরয়িতের দৃষ্টিতে যার যা মর্যাদা তার সাথে তেমন আচরণ করতে হবে, এই শ্রেণী-বিভাগকে লক্ষ্য রেখে ব্যক্তি ও সংগঠনের গুরুত্ব ও মূল্য নির্ধারণ করা হবে, এবং এরই ভিত্তিতে হবে তাদের সঙ্গে শত্রুতা অথবা মিত্রতা।

***ভ্রাতৃত্ব***— এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যে হলো, কেবল মাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা এক প্রাণ দুই দেহ হয়ে যাব। কেননা, বিশ্বাসই হলো সর্বাধিক শক্তিশালী ও মূল্যবান সম্পদ। ভ্রাতৃত্ব ঈমানের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ আর কুফরীর বৈশিষ্ট্য হলো অনৈক্য ও শত্রুতা। তাছাড়া ঐক্যের শক্তি বড় শক্তি এবং প্রীতি-ভালোবাসা ছাড়া ঐক্য হয় কি করে? এখানে স্মরণ রাখা দরকার

www.pathagar.com

প্রীতি–ভালোবাসার সর্বনিম্নস্তর হলো মনকে কালিমামুক্ত করা, এবং সর্বোচ্চ স্তর হলো কুরবানী ও নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া।

"যে মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকে সেই সফলকাম।" (কোরআন)

আমাদের প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ভায়ের উপলব্ধি করা উচিত যে, তার উপর অন্যান্য ভাইদের হক তার নিজের চেয়েও অনেক বেশী। কারণ সে তার নিজের কাজে না আসলে অন্যের কাজে আসবে কি করে? এভাবে অন্য ভাই যদি তার হয়ে যায় তাহলে অন্যান্যরাও হবে। বাঘ সর্বদা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খায়। মু'মেনদের অবস্থাও তাই। তাদের অবস্থা সেই প্রাসাদের মত যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। আমাদের উচিৎ এভাবে থাকা এবং কর্মের মাধ্যমে এভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

***পারস্পরিক বিশ্বাস***– এর থেকে আমাদের লক্ষ্য হলো, আমাদের প্রত্যেকটি সৈন্য নেতাদের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হবে। তার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবে, এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হবে। নেতার প্রতি বিশ্বাসে তার অন্তর ভরে যাবে, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ তীব্র হবে, নেতার আনুগত্যে সে সদা তন্ময় তৎপর থাকবে।

"তোমার প্রভুর শপথ! তারা মু'মেন হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধের মীমাংসায় তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করে, অতঃপর তুমি যে মীমাংশা করবে তারা তা মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না, নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে।" (কোরআন)

স্মরণ রাখতে হবে যে, সংগঠনরূপী প্রাসাদের একটি স্তম্ভ হলো নেতা। নেতৃত্ব বিহীন কোনো দাওয়াত সম্ভব নয়, আর নেতা ও কর্মীর মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস যত ভাল ও সন্তোষজনক হবে সংগঠন ততই মজবুত হবে। তার কর্মসূচী ততই স্থায়ী হবে, এবং এ পথের সমস্যা সংকট অতিক্রম করাও ততই সহজ হবে। এর ফলে কাজের উন্নতি ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

"পরিতাপ! যে তাদের উচিৎ ছিল আনুগত্য করা ও উত্তম কথা মেনে চলা।" (কোরআন)

ইখওয়ানী ভ্রাতৃসংগঠনের দাওয়াতে নেতৃত্ব পিতৃতুল্য। তাঁর মর্যাদা শিক্ষকের মত। কেননা সে–ই জ্ঞানের পথ দেখায়। তাঁর মর্যাদা পথ–প্রদর্শকের ন্যায়। কেননা তিনি আত্মিক শিক্ষা প্রদান করেন। তিনিই পার্থিব ও রাজনৈতিক আন্দোলনের যিম্মাদার। পিতৃত্বের প্রতি আস্থা আন্দোলনের সাফল্যের

www.pathagar.com

প্রাণকেন্দ্র। তাই প্রত্যেক ভায়ের উচিত নিজের বিবেকের নিকট নিম্নের প্রশ্ন গুলোর উত্তর খোঁজা। এর ফলে সে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে নিজের নেতৃত্বের প্রতি কতটুকু আস্থা রয়েছে।

(১) সে কি প্রথম থেকেই নেতার পূর্ণ পরিচিতি জেনেছে? সে তার জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছে?

(২) তার যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে সে কি পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয়েছে?

(৩) সে কি এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত যে নেতার পক্ষ থেকে নির্দেশিত হুকুমকে অকাট্য ও চূড়ান্ত জ্ঞান করবে, তাতে কোনো প্রকার আলোচনা, তর্ক, সমালোচনার কোন সুযোগই নেই বলে মনে করবে এবং তার চিন্তা ও মানসিকতায় কোনো রকম বিরোধিতার ভাব থাকবে না। সে নেতার কল্যাণ কামনায় সামান্যও কার্পণ্য করবে না। তার মতে নেতা ভুল পথে থাকলে তাকে সতর্ক করে দেবে এবং তার নিজের কাছে যা সঠিক বলে মনে হবে নেতাকে সে ব্যাপারে অবহিত করবে।

(৪) সে কি তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে? তার দৃষ্টিতে কি নেতার এ অধিকার রয়েছে যে তার ব্যক্তিগত অর্থ ও সাংগঠনিক স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তিনি যেটাকে ইচ্ছা গুরুত্ব দিতে পারেন?

এ রকম অসংখ্য প্রশ্ন রয়েছে যার উত্তর জানার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যক ভাই উপলব্ধি করতে পারেন যে, নেতার সাথে তার সম্পর্ক কতটা দৃঢ় কিংবা নেতার উপর তার আস্থা কতটা? হৃদয় তো আল্লাহর হাতের মুঠোয়, তিনি যেদিকে ইচ্ছা তার মোড় ঘোরাতে পারেন।

"তুমি যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবও খরচ কর, তাহলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি জাগাতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহই তাদের মধ্যে প্রীতি জাগাবেন। আল্লাহ পরাক্রম ও প্রজ্ঞাময়।" - (কোরআন)

আমার নিষ্ঠাবান ভাতৃবৃন্দ!

এ সব গুণাবলী স্বীকার করার পরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে। সে কথাগুলো নিম্নরূপঃ

(১) প্রত্যহ কম পক্ষে এক পারা কোরআন তেলাওয়াৎ করবে। তবে কোরআন খতম করার জন্য এক মাসের বেশী ও তিন দিনের কম সময় যেন না হয়।

www.pathagar.com

(২) উত্তমভাবে কোরআন তেলাওয়াৎ করতে, শোনার সুযোগ হলে মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে, মর্ম ও অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করবে। সময়ের অবসরে রাসূলের জীবনী, সাহাবা ও অতীত ইতিহাস পড়বে। হামাতুল ইসলাম তো পড়বে, বেশী বেশী করে হাদীস পড়তে। কমপক্ষে ৪০টি হাদীস মুখস্ত করবে, ইমাম নাবাবীর সংকলিত কেতাব থেকে ৪০টি হাদীস মুখস্ত করা ভাল। অসূল আকায়েদ এবং মসলার এক একটা কেতাবও পড়বে।

(৩) যথা সত্বর সম্ভব ডাক্তারের নিকট নিজের শারীরিক পরীক্ষা করাবে, কোনও রোগ থাকলে চিকিৎসার চিন্তা করবে। যে কোন উপায়ে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। দূর্বলতা ও অক্ষমতার সঙ্গে প্রীতি নয়, তা দূর করতে হবে।

(৪) চা, কফি ও অন্যান্য গরম পানীয় পান করবে না, প্রয়োজনে কোন বাধা নেই। বিড়ি, সিগারেট, তামাক সম্পূর্ণরূপে পরিহার করবে।

(৫) ঘর, কারখানা, খাওয়ার জায়গা, তোমার দেহ, যখন যেখানে থাক পরিচ্ছন্নতার প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। কারণ পরিচ্ছন্নতা ধর্মের ভিত্তি।

(৬) তোমাদের মুখ থেকে সদা সত্য কথা বের হবে, কখনো মিথ্যা কথা বলবে না।

(৭) সর্বদা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, পরিস্থিতি যাই হোক, প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি ভঙ্গ করবে না।

(৮) বাহাদুর ও ধৈর্যশীল হও আর সব চেয়ে বড় বাহাদুরী ও ধৈর্য্যশীলতা হলো ন্যায় ও সত্যবাদী হওয়া, গোপণীয়তা রক্ষাকারী হওয়া, ভুল হলে তা স্বীকারে সাহসী হওয়া, নিজেকে দমনে সক্ষম হওয়া, সময় এলে ন্যায় ও ইনসাফের তলোয়ারে নিজেকে ঘায়েল করা।

(৯) ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হবে, আত্ম-মর্যাদা কখনো ত্যাগ করবে না। তবে মনে রাখবে হাসি-রহস্য শালীন-তামাশা ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের পরিপন্থী নয়।

(১০) চরম আত্মমর্যাদাবোধ, সজাগ বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পন্ন হবে। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে কঠোর হবে, প্রথমটিতে তোমরা খুশী ও দ্বিতীয়টিতে বিরূপ হবে। এই সংগে তোমরা হবে নরম ও শান্ত মেজাজের। মনে রাখবে, বিনয়-নম্র ও শান্ত মেজাজের অর্থ দুর্বলতা, আত্ম-সম্মান বোধহীনতা ও চাটুকারিতা নয়। তাছাড়া তোমরা নিজ মর্যাদার চেয়ে কম কামনা করব তাহলে সে পর্যন্ত তোমরা সহজে পৌঁছতে পারবে।

www.pathagar.com

(১১) ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণ হবে, সকল বিষয়ে সঠিক মীমাংসা করবে। হিংসা ও ক্রোধ বশতঃ কারো ভাল কাজকে বৈরীভাব নিয়ে দেখবে না। খুশীতে কারো অন্যায়কে ভাল বাসবে না। পারস্পরিক ঝগড়ার দরুন কখনো অকৃতজ্ঞ হবার চিন্তা মনে স্থান দেবে না। সত্য কথা, সত্যালাপ করবে তা যতই তিক্ত হোক না কেন। সে কথার প্রতিক্রিয়া তোমার অথবা তোমাদের কোনো বন্ধুর উপরই বর্তাক না কেন।

(১২) সদা সতর্ক, সজাগ ও প্রস্তুত থাকবে, সকল মানুষের খেদমতের কাজে বেশী বেশী অংশ নেবে। অন্যের সেবার সুযোগকে মূল্যবান ও নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করবে। সুযোগ পেলেই রুগীর সেবা ও অভাগাকে সাহায্য করবে। দুর্বলকে সাহায্য ও অসহায়কে সহানুভূতি এবং অন্য কিছু না হলেও অন্ততঃ দয়া ও ভাল কথা বলবে। মোট কথা সর্বদা কল্যাণ ও উত্তম কাজে অগ্রণী থাকবে।

(১৩) তোমাদের স্বভাব নরম, আত্মা মহান ও মন উদার হবে। সদাশয় ও ক্ষমাশীল, নম্রতা, ধৈর্য্য ও সহ্য পরায়ণ হবে। মানুষ ও পশু সকলের সঙ্গে তোমাদের ব্যবহার হবে পরম সন্তোষজনক ও মনোমুগ্ধকর। ইসলমের সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবে। ছোটদের স্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা করবে। মজলিশ প্রশস্ত কর, কারো নিন্দা ও গীবৎ করো না। হট্টোগোল ত্যাগ করো, কোথাও প্রবেশ করতে কিংবা সেখান থেকে বিদায় নিতে অনুমতি নিয়ো। মোট কথা এ রকম যাতে হতে পারো লক্ষ্য রাখবে।

(১৪) ভাল লিখতে ও উত্তম পাঠাভ্যাস গড়ে তোল। সংগঠনের (ইখওয়ানের) সংবাদ পত্রের এবং পুস্তক-পুস্তিকার পাঠাভ্যাস করবে। তোমাদের নিজস্ব লাইব্রেরী থাকবে তা যতই ছোট হোক। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বেছে নিয়ে তাতে জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করো। এ ছাড়া সাধারণভাবে ইসলামী বিষয়েও অন্ততঃ এতটুকু জ্ঞান অর্জন করো যাতে সে সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর একটা সঠিক ও সুন্দর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারো।

(১৫) স্বতন্ত্রভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করো, তুমি ধনী বা অভাব মুক্ত হলেও জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে শৈথিল্য করবে না। স্বাধীন পেশা গ্রহণের চেষ্টা করবে তা যতই ছোট ও নগণ্য হোক।

(১৬) যথা সম্ভব সরকারী চাকুরী অন্বেষণ করবে না, কেননা জীবিকার জন্য তার চেয়ে সংকীর্ণ উপায় আর নেই। অবশ্য সহজে পেয়ে গেলে তা ছাড়বে না। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে প্রত্যক্ষ বাধা না পেলে তা ছাড়বে না।

www.pathagar.com

(১৭) তোমাদের মনোভাব এমন হবে যে তোমরা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করবে এবং কোন প্রকার ত্রুটি ও নিয়ম-ব্যতিক্রম করবে না।

(১৮) অধিকার আদায়ে তোমরা অত্যন্ত ভদ্র হবে, অন্যের অধিকার দানে ত্রুটি করবে না। এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্ককতা অবলম্বন করবে। পুরাপুরি অধিকার প্রদান করবে, চাওয়ার আগে তা আদায়ে কোনো রকম টাল বাহানা করবে না।

(১৯) সব রকমের ধোঁকা পরিত্যাগ করবে এর পিছনে যতই মহৎ উদ্দেশ্য থাকনা কেন। আর তাতে যতই আয় বৃদ্ধি হোক না কেন।

(২০) নিজের সকল ব্যবসায়ে সূদ পরিহার করবে। তা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে।

(২১) ইসলামী অর্থনীতি ও মুসলিম উৎপাদনে শক্তি বৃদ্ধি করে ইসলামী জাতীয় সম্পদের সেবা করবে। অবস্থা যতই খারাপ হোক তোমাদের একটি ব্যয়ও অনৈসলামী মতে যাবে না, তোমাদের পানাহারের সমস্ত জিনিসই ইসলামী দেশের প্রস্তুত হতে হবে[১]।

(২২) তোমাদের সম্পদের একাংশ সংগঠনের জন্যে ব্যয় করবে। নিয়মমত তার যাকাত দেবে, তার একটি সংগত অংশ অসহায় অক্ষমদের জন্য নির্ধারিত রাখবে- তোমাদের আয় যতই কম হোক এটা অবশ্যই করতে হবে।

(২৩) আয়ের একাংশ আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় করবে, এক বছরের ব্যয় পরিমাণ জমা রাখতে পারলে ভাল, কোন অবস্থায় বিলাসিতায় যাবে না।

(২৪) যথা সম্ভব ইসলামী চরিত্রবান হবে, সিদ্ধান্ত নাও চরিত্রে কোন রকম অনৈসলামী প্রভাব ছাপ ফেলতে দেবে না। সালাম, বাক্যলাপ, পোষাক, সাজ-সরঞ্জাম, কাজ-সবই ইসলামী পদ্ধতির হবে। পানাহার, আসা যাওয়ার রীতি, মিছিল, মজলিস এক কথায় আমাদের সকল কাজের নমুনা হবে ইসলামী স্বাভাব ও নবী জীবনের আদর্শ।

---

[১] টীকাঃ- ১। লেখক যেহেতু মুসলিম দেশ- মিশরীয় সমাজকে কেন্দ্র করে ইসলামী আন্দোলনে তৎপর ছিলেন, তাই এটা তাদের জন্য সম্ভবও ছিল। বাংলা ও ভারতের সামাজিক ভৌগলিক পরিবেশ এর অনুকূল নয় বলে আমরা নিজস্ব বিবেক সম্মত কারণে তা গ্রহণ করবো। - (অনুবাদক)

www.pathagar.com

(২৫) দেশের সম্পূর্ণ আদালত ও অনৈসলামী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করো। তোমাদের চিন্তাধারা, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের শত্রু এমন সব সংসর্গ, মজলিস জামায়াত পরিষদ সংগঠন বর্জন করো।

(২৬) আল্লাহ তা'য়ালার চিন্তা সর্বদা স্মরণ রাখবে, পরকালকে স্মরণ করবে এবং তার জন্য প্রস্তুত হবে। সম্পূর্ণ দৃঢ়তা, সাহস ও যোগ্যতার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের স্তর সমূহ অতিক্রম করবে, নফল এবাদতের মাধ্যমে অধিকতর ভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চিন্তা করবে, রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে, প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ তিনটি করে রোযা রাখবে, অন্তর ও মুখে অধিক বার আল্লাহর যিকিরের লক্ষ্য রাখবে এবং বিভিন্ন সময়ের মসনুন দোয়ার প্রতি খেয়াল রাখবে।

(২৭) পবিত্রতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখবে এবং সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করবে।

(২৮) পূর্ণ শান্ত একান্ত আগ্রহ সহ নামায পড়বে, এবং তা আদায়ের সময়ের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখবে। মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায় করবে।

(২৯) রমযান মাসে রোযা রাখবে, সামর্থ থাকলে হজ্জ করবে। অবস্থা অনুকূল না হলে পরবর্তীর জন্য তৈরী হবার চেষ্টা করবে।

(৩০) হৃদয়ে থাকবে জিহাদের বাসনা ও শাহাদতের কামনা এবং তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

(৩১) তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা অধিককার করতে থাকবে। বড় (কবীরা) গুণাহ তো বটেই, ছোট (সগীরা) গুণাহ থেকেও বেঁচে থাকবে। রাত্রের একটি নির্দিষ্ট সময়ে আত্ম-সমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ করবে-সারাদিনের ভাল-মন্দ কাজের খতিয়ান করবে। সময়ের প্রতি যত্নবান হবে। কেননা সময়ের নাম জীবন। জীবনের সামান্য অংশও যেন বৃথা না যায় এবং সন্দেহজনক কাজ থেকে দূরে থাকবে হারামের সীমানায়ও যাবে না।

(৩২) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রাম করো, যতক্ষণ না তা তোমার হাতের মুঠোয় আসে। দৃষ্টি অবনত রেখো, আবেগ যেন লাগামহীন না হয়। প্রবৃত্তিকে সংযত রেখে হালাল ও পবিত্র বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

(৩৩) মদ, নেশা, অবসাদ সৃষ্টিকারী জিনিস সমূহ এবং অনুরূপ সকল জিনিস থেকে দূরে থাকবে।

(৩৪) অসৎ বন্ধু ও মদ্যপায়ীদের সংসর্গ স্পর্শ করবে না, এবং পাপ ও অন্যায়েব নিকটবর্তী হবে না।

www.pathagar.com

(৩৫) বাজে খেলাধূলার নিকটবর্তী হওয়া দূরের কথা তুমি তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বক হয়ে দাঁড়াবে। সম্পত্তি ও প্রাচুর্যের সকল রকম প্রদর্শনী থেকে দূরে থাকবে।

(৩৬) নিজ কাফেলার সকল কর্মী সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখবে এবং নিজের সম্পর্কে তাদেরকেও অবগত করবে। তাদের ভাতৃত্বের হক আদায়ের ব্যাপারে পূর্ণ উদারতার পরিচয় দেবে, তাদের মন জয় করা ও সম্মান প্রদানে একটুও ত্রুটি করবে না। তোমরা সর্বদা তাদের সংগে সহযোগিতায় ত্যাগের স্বীকার করবো। একান্ত কারণ ব্যতীত তাদের সভা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে না। সর্বদা তাদের সাথে এমন ব্যবহার করবে যাতে তাদের অন্তর জয় হয় এবং তাদেরকে একান্ত প্রিয় করে নিতে পারো।

(৩৭) তোমরা যদি সংস্থার সাথে জড়িত থাকো, আর তা তোমাদের চিন্তার অনুকূল না হয়, তাহলে সত্বরই তা ত্যাগ করার চেষ্টা করবে। তোমাকে তা ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হলে তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ করবে।

(৩৮) দুনিয়ার সকল প্রান্তে তোমাদের দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করবে এবং কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তা নেতৃবৃন্দকে অবহিত করবে। নেতার অনুমতি ভিন্ন এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করাবে না যা তোমাদের অবস্থার মৌলিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এটা একান্ত অপরিহার্য কথা যে, নেতার সাথে তোমাদের কর্ম ও ভাবের সম্পর্ক থাকবে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। তোমাদের অবস্থা তো সেই সৈনিকের মত যে নিজ ক্যাম্পের মধ্যে পূর্ণ প্রস্তুতিসহ নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকে।

**আমার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ!**

এটাই তোমাদের দাওয়াতের বিবরণ ও তোমাদের চিন্তার কাঠামো। তোমরা ইচ্ছা করলে এই মূলনীতিগুলোকে এভাবে পাঁচটি পর্য্যায়ে প্রকাশ করতে পারোঃ

১) আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য (২) রাসূল আমাদের দিশারী (৩) কোরআন আমাদের সংবিধান (৪) জেহাদ আমাদের কর্ম পদ্ধতি (৫) শাহাদাত আমাদের বাসনা।

www.pathagar.com

তোমরা ভিন্ন ভাবেও পাঁচটি শব্দে একে প্রকাশ করতে পারঃ- ব্যপকতা, তেলাওত, নামায, সৈনিক বৃত্তি, এবং চরিত্র।

প্রিয় ভাই সব!

এখন তোমরা উপদেশাবলীর বাস্তবায়নে কঠোরভাবে লেগে যাও, এর জন্য প্রস্তুত না হলে জেনে রাখো অলসদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

বিশ্বাস করো, তোমরা যদি এই উপদেশগুলো পালন করো এবং এ গুলোই যদি তোমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বা তোমাদের প্রাণের প্রিয় ধ্বনি হয় তাহলে দুনিয়াতে তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি হবে, পরকালে মঙ্গল ও আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবে এবং তোমরা আমাদের এবং আমরা তোমাদের হবো। আর তোমরা যদি এগুলো প্রত্যাখ্যান করো এবং তার বাস্তবায়নে প্রস্তুত না হও তাহলে আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা আমাদের সভায় যতই বসো, যত বড় পদাধিকারী হও, সমাজে তোমাদের যত মান সম্ভ্রম থাকুক- তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। পরকালে আল্লাহও এই অকর্মণ্যতার জন্য অত্যন্ত কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা যা খুশি পছন্দ করো। আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের সকলের তওফিক ও হেদায়াত দান করুন।

"হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দেবো যা তোমাদের ভয়ানক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ এবং রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখো। আল্লাহর পথে ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অবগত হও। তিনি তোমাদের সাহায্যও দেবেন যা তোমরা চাও, এবং বিজয় যা নিকটবর্তী। (হে নবী) বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দিয়ে দাও, হে বিশ্বাসীগণ। আল্লাহর সাহায্যকারী হও যেমন মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) হাওয়ারীদের বলেছিলেন "কে আছো যে আল্লাহর পথে আমার সাহায়ক হবে!'' হাওয়ারীগণ বলেছিল- আমরাই আল্লাহর সহায়ক। এভাবে বনী ইস্রাঈলদের একটি সম্প্রদায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অন্যরা তা প্রত্যাখান করে। তখন (তোমরা যারা ঈমান এনেছো) তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায্য করেছি।" (সূরা- সাফ)

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।

www.pathagar.com

## আদর্শ গৃহ–পরিবেশ

ইসলাম এমন এক উন্নত পর্যায়ের গৃহপরিবেশ আশা করে যাদের পরম উদ্দেশ্য উন্নততর জীবন ব্যবস্থা, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও স্থায়ী হবে, যাদের প্রেম–প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হবে। কর্মী ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরাও এমন গৃহরূপী ইসলামের এক একটি সুদৃঢ় ইঁট হয়ে যাও। এ সম্পর্ক–বন্ধনের তিনটি অংশ। তোমরাও তা স্মরণ রেখে বাস্তবায়িত করার জন্য এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে যাও যেন তা কেবল প্রাণহীন প্রীতি বন্ধন, দায়িত্ব ও বাধ্য–বাধকতায় পরিণত না হয়।

১) পরিচয়– এ সংস্থার প্রথম শর্ত হলো, তোমরা একে অন্যকে জানবে, একমাত্র আল্লাহর জন্যে তোমরা একে অন্যকে ভালবাসবে, নিঃস্বার্থ ভালবাসাই হবে তোমাদের বৈশিষ্ট্য এবং সর্বদা সতর্ক থাকবে, তোমাদের সম্বন্ধের এই স্বক্যপ্রস্রবণকে যেন কোনো কিছু কলুষিত করতে না পারে। তোমরা সব সময় কোরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস পড়বে। নিম্নের আয়াত দু'টি স্মরণ রেখোঃ

* "মুসলমানরা পরস্পরে ভাই ভাই" (হুজুরাত–১০)

* "তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে–ইমরান–১০৩)

রাসূলের (সঃ) এ হাদীস ক'টিও বিস্মরণ হলে চলবে নাঃ

"এক মুমেন অন্য মুমেনের জন্য গৃহ সাদৃশ্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে।"

"মুসলমান মুসলমানের উপর জুলুম অবিচার করে না। পারস্পরিক ভালবাসা, সম্প্রীতি এবং দয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানরা যেনো একই দেহ।"

প্রথম শতকের মুসলমান সমাজের নিকট আল্লাহর আদেশ–নিষেধ এবং রাসূলের (সঃ) বাণীসমূহ নিছক কথা ও চিন্তায় পরিণত হয়েছে। আর তার যেন বাস্তবের সংগে কোন সম্পর্ক নেই। হে ভ্রাতৃমন্ডলী! হে পরস্পর ভ্রাতৃত্বসম্পন্ন ভাই সব! তোমরা যদি এ দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প গ্রহণ করে থাকো যে, আল্লাহর আদেশ–নিষেধ নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়িত করবে এবং নররূপে এমন একটি জাতি গড়ার ইচ্ছা করো যারা কেবল আল্লাহর জন্য নিছক ইসলামী ভ্রাতৃত্বের খাতিরে ভালবাসতে জানে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করবেন। তোমরা যদি তোমাদের ইচ্ছায় সৎ ও দৃঢ় সংকল্প হও– এবং আমরাও বিশ্বাস আছে তোমরা সৎ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ– তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন।

www.pathagar.com

(২) আত্মসমালোচনা- এটিই সংস্থার দ্বিতীয় শর্ত। তোমরা সত্য পথে স্থায়ী ও সুদৃঢ় থাকো, আল্লাহ যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন সর্বদা সেই কাজ করো, যা হতে বিরত থাকতে বলেছেন তার নিকটও যেয়ো না। আনুগত্য ও অবাধ্যতার সীমার বিষয়ে কঠোরভাবে আত্মসমালোচনা করো। তোমাদের কেউ অন্য ভায়ের ত্রুটি দেখলে তাকে উপদেশ দেবে এবং অপর ভাই সন্তুষ্ট ও উদারভাবে তার উপদেশ গ্রহণ করবে- এ শুভেচ্ছার জন্য তার প্রতি, কৃতজ্ঞ হবে। উপদেশকারী ভায়ের অন্তরেও অন্য ভাই সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন আনবে না। উপদেষ্টা সর্বদা যাকে উপদেশ দেয়া হয় তার মানসিক দূর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং কোনো মতেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বভাব প্রমান করবে না। নিজের কর্মী ভায়ের কোন দোষ অন্ততঃ একমাস গোপনে রাখবে তারপর তার সংশোধনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তা কেবল দল প্রধানকে জানাবে, অন্য কাউকে নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সে তার সঙ্গে পূর্বের ন্যায় আচরণ অব্যাহত রাখবে। অপর দিকে উপদেশ পাওয়া ব্যক্তি আদৌ উপদেষ্টার প্রতি ঘৃণা, অবাধ্যতা, ক্রোধ ও হটকারিতার ভাব প্রদর্শন করবে না। তার প্রতি আচরণের কোনোও পরিবর্তন আনবে না। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসার মর্যাদা সর্বোচ্চ। আর উপদেশ হ'লো দ্বীনের বুনিয়াদ। আল্লাহ তোমাদের কল্যাণ করুণ, এ উপদেশ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণীও তোমরা চিন্তা করো। পাপ-প্রবণতা থেকে আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করুন, তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের উন্নত করুণ এবং আমাদের সকলকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন।

৩) পারস্পরিক সহযোগিতা- এটা সংগঠনের তৃতীয় শর্ত। সূতরাং তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো, তোমার ভায়ের কোনো দায়িত্ব তুমি নিজেও বহন করো। এটাই তোমাদের ঈমানের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাণ। তোমরা পরস্পরের খবর রাখবে, অন্য ভায়ের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সংগে উত্তম ব্যবহার করবে। তার সহযোগিতা করার ত্রুটি করবে না, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ

* "যে তার ভায়ের কোনো প্রয়োজনে দৌড় ধাপ করে তা আমার সংগে এক মাস এতেকাফ করার চেয়ে উত্তম।"

* "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম পরিবারের শান্তি বিধান করে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে বেহেশত দান করেন।"

আল্লাহর বিশেষ দয়ায় তোমাদের অন্তরে প্রীতি-ভালবাসা সৃষ্টি হোক, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বোত্তম পৃষ্টপোষক ও উত্তম সাহায্যকারী।

www.pathagar.com

প্রিয় ভাই সব! আলোচ্য শর্তগুলোর বাস্তবায়ন এমন কোনো কঠিন কাজ নয়, এর জলন্ত উদাহরণ তো নিত্য দিনের জীবনে প্রতিফলিত হবে। তবে শর্ত হলো, তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অনুভূতি সম্পন্ন হবে এবং যে কোন কাজের সম্মুখীন হও, তা সম্পাদনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। তোমরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে, আর দায়িত্ব পালনে নিজেরা আত্ম-সমীক্ষা করবে। নিয়মিত চলা কোন ইজতেমায় আমাদের কোনো ভাই যেন কোনোমতে অনুপস্থিত না থাকে এতে যতই অসুবিধা হোক। তোমাদের দায়িত্বে পরিবারের কোনো অর্থকরী হিসাব থাকলে তা সম্পন্ন করার অভ্যাস রাখবে। এতে কোনো দুর্বলতা তোমাদের দায়িত্ব পালনে পিছপা করতে পারবে না। তোমরা যখন নিজ নিজ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও সতর্ক থাকবে তখন এ সংগঠনের কর্মসূচীও পালিত হবে। কিন্তু তোমরা যদি উক্ত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করো তাহলে এ সংগঠনের ভিত্তিও দূর্বল হয়ে যাবে। একদিন তা লয় হতে থাকবে এবং এটাই সংগঠনের ক্ষেত্রে ভীষণ মারাত্মক ক্ষতিকর। আজকের এই আন্দোলনের কর্মসূচী মুসলমানদের আশার একমাত্র কেন্দ্র, তাদের আশা-আখাঙ্খা এরই সাথে যুক্ত। তোমাদের অনেকেই জিজ্ঞাসা করবে যে সাপ্তাহিক বৈঠকে কি পরিমাণ সময় ব্যয় করা হবে? এ তো সহজ প্রশ্ন। সময় মোটেই নেই কিন্তু দায়িত্ব অনেক। তাই বৈঠকগুলোতে গঠনমূলক কর্মসূচী রাখা যেতে পারে।

১। প্রত্যেক ভাই নিজ নিজ বাধা ও অসুবিধার কথা পেশ করবে, অপঃপর সে এবং তার সকল ভাই মিলে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, সততা ও নিষ্ঠার সাথে তা সমাধানের চেষ্টা করবে। এর ফলে পারস্পরিক আস্থা বাড়বে,সম্পর্ক দৃঢ় হবে, প্রত্যেক মুমিন সঠিক অর্থে অন্য ভায়ের দর্পন হবে। এ ছাড়া তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারবে যেদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইশারা করছেনঃ

"পারস্পরিক বন্ধুত্ব, দয়া ও সম্প্রীতির বিষয়ে মুমিনগণ একটি দেহের মত, যার একটি অংশে বেদনা হলে বাকী অংশে তা সংক্রমিত হয়।"

২) ইসলামী বিষয় নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা হবে। সাংগঠনিক পুস্তিকা ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ থাকলে পড়া হবে। এখানে মনে রাখতে হবে- ইসলামী সংগঠনে তর্ক-বিতর্ক, উত্তেজনা এবং হৈ-চৈ করার মোটেই কোন অবকাশ নেই। কারণ এই সংগঠনের আইনে তা হারাম। অন্য দিকে আদব, সম্মান এবং ঐকান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ শান্তভাবে হৃদ্যতার

www.pathagar.com

পরিবেশে প্রশ্নোত্তর হবে। তা নিয়ে আলোচনা হবে, মত বিনিময় হবে। কোন বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে বা কারো কিছু বলার দরকার হলে কিংবা কোন বিষয়ে সঠিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হলে সভাপতি তা নোট করে নেবেন এবং নেতৃত্বের স্মরণাপন্ন হয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন, তোমরা হঠকারিতার পথ অবলম্বন করো না। কেননা, এই ধরনের লোকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

"যখন তাদের নিকট শান্তি ও ভয়ের কোন সংবাদ আসে তখন তারা তা ছড়িয়ে দেয়।"

এমন সময়ে কি করা উচিৎ তাও তিনি বলেছেনঃ

"তারা যদি তা রাসূলের কিংবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছাতো, তাহলে তাঁরা জানাতে পারতেন তাদেরকে, যারা তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষম।"

৩) কোন গুরুত্বপূর্ণ কেতাবের কল্যাণকর অংশ সম্মিলিতভাবে পর্য্যালোচনা করবে। এছাড়া রয়েছে পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের অনেক বিষয় যা কিতাব বা নেতৃত্বের উপদেশাবলীতে নেই– তা নিয়েও আলোচনা করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেনঃ

যেমন রুগীর সেবা করা, কোনো অভাবীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, সাহায্য দান, কোনো হারানো ব্যক্তির অন্বেষণ, কিংবা সফরে কোনো অসহায় ব্যক্তির সাহায্য করা ইত্যাদি। এ সকল কাজ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের কানুনকে সুদৃঢ় করে, জাগ্রত করে মনের মধ্যে প্রেম-প্রীতির সুক্ষ্ম প্রেরণা। আমাদের সংগঠনের ভাইদের অনুরূপ সুযোগের অপেক্ষা করা উচিৎ এবং এ রকম সুযোগকে কখনো অবহলো করা ঠিক নয়।

এছাড়া আমাদের ভাইদের কর্তব্য হলোঃ

১) সম্মিলিত ভাবে পুরানো স্মৃতি বিজড়িত স্থানে বা কল-কারখানায় ভ্রমণে বের হবে।

২। জ্যোৎস্না রাত্রে কখনো কখনো বেড়াতে যাবে।

৩। জাহাজ বা নৌকা চালানো শিখতে কখনো নদীতে বেড়াতে যাবে।

৪। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মাঠ, মরুভূমি, কৃষি অঞ্চল ও জঙ্গলের দিকে যাবে।

৫) সাইকেল যোগে বিভিন্ন সাংগঠনিক তৎপরতা চালাবে।

www.pathagar.com

৬) প্রতি সপ্তাহে বা দু'সপ্তাহ অন্তর সম্মিলিতভাবে রোযা রাখার ব্যবস্থা করবে।

৭) সপ্তাহে অন্ততঃ একবার একই মসজিদে সবাই ফজরের নামায পড়ার চেষ্টা করবে।

৮) দুই এক সপ্তাহের মধ্যে একবার সকল ভাইয়ের সাথে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করবে।

আশা করি ভাইদের মধ্যে সম্পর্ককে মধুর ও সুখময় করার ব্যাপারে এসব কাজ যথেষ্ট ফলপ্রসূ এবং সহায়ক হবে।

www.pathagar.com

# জিহাদের গুরুত্ব

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব চরাচরের একমাত্র প্রভু। মুজাহিদ প্রধান মুত্তাকীদের ইমাম মোহাম্মদ (সঃ)-এর এবং তার সাথীদের ও পরিবার-পরিজনদের উপর হোক অজস্র দরুদ ও সালাম।

## *প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জিহাদ ফরয*

আল্লাহ প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয করেছেন, তিনি জিহাদের উপর অসীম গুরুত্ব আরোপ করে শহীদ ও মুজাহিদদের জন্য সীমাহীন প্রতিদানের কথা বলেছেন। আর এ প্রতিদান কেবল তাদেরই জন্য এবং যারা তাদের আদর্শকে অনুসরণ করে তাদের মত আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তিনি তাদের জন্য নির্দিষ্ট ও প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাদের পূত পবিত্র রক্তবিন্দুকে তিনি বিজয় ও সাহায্যের নিদর্শন ও সম্মান-সম্ভ্রমের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। নিষ্কর্মাদের ভয়ানক পরিণতির জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন, তাদেরকে অপমানজনক ও ঘৃনাসূচক নামে অভিহিত করেছেন। কাপুরুষতা ও জিহাদ-ভীতিকে তিরস্কার করেছেন। তাদের জন্যে দুনিয়াতে রয়েছে অপমান এবং পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তি। তার বিনিময়ে তারা সোনার পাহাড় দিলেও তা খন্ডাতে পারবে না। জিহাদ ত্যাগ করা কঠিন পাপের কাজ এবং জাতি ও সমজের জন্য মৃত্যুর সমান।

ইসলাম ছাড়া তুমি পৃথিবীতে এমন কোন ব্যবস্থা পাবেনা যা যুদ্ধ-জিহাদ, শক্তির-প্রয়োগ, পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি এবং সত্যের সংগ্রামের জন্য জোর না দিয়েছে। এমন ব্যবস্থা অতীতে ছিলনা, এখনও নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নেই এবং বিশেষ ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যাবেনা। এ ব্যবস্থা কোরআন পাকের আয়াত ও রাসূল (সঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ শিক্ষায় ভরপুর। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জিহাদ-যুদ্ধ ও সৈনিক জীবনের আহ্বান জানায় এবং জলে-স্থলে সমস্ত উপকরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এখানে সে ব্যবস্থার কয়েকটা কথা মাত্র পেশ করবো। এখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য নয় বরং সামান্য আলোকপাত করতে চাই। আয়াত ও হাদীস সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও সম্ভব হবে না। তোমরা এখুনি দেখতে পাবে তার শব্দগুলো কত অভিযোগাত্মক ও দাবী কত যুক্তিযুক্ত। আর এর মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা যা কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

www.pathagar.com

## *জিহাদ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত*

১) "তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা"। (বাকারা-২১৬)

২) "হে বিশ্বাসীগণ! যারা অবিশ্বাস করে তাদের মত হয়ে যেয়োনা, এবং যখন তাদের ভ্রাতাগণ দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়- তখন তারা তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরত না'। ফলতঃ আল্লাহ এটিই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তোমরা যা করো আল্লাহ তার স্রষ্টা এবং যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ করো তবে তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া। তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে তোমাদের আল্লাহরই নিকটে একত্রিত করা হবে।"
(আলে-ইমরান ১৫৬-৫৮)

ভেবে দেখ, প্রথম আয়াতে আল্লাহর পথে মৃত্যু অথবা হত্যার জন্যে ক্ষমা ও দয়ার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ক্ষমা ও দয়ার কথা নেই, কেন না এখানে জেহাদের উল্লেখ নেই। তাছাড়া আরও ইশারা রয়েছে যে, কাপুরুষতা কাফেরের লক্ষণ, মুমেনের লক্ষণ নয় অবস্থা দেখ! কি থেকে কি হয়ে গেল।

৩) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে; তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং (যুদ্ধের সময়) তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এ জন্য যে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (আলে ইমরান-১৬৯-

উক্ত সূরার ১৬৯ থেকে ১৭৫ নং আয়াত কেবল এই বিষয়েই আলোচিত হয়েছে। তোমরা কোরআন খুলে তা পড় এবং বোঝ।

৪) যাঁরা ইহকালের পরিবর্তে পরকালকে ক্রয় করে তাদের আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা উচিত এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, সে তাতে মারা যাক অথবা বিজয়ী হোক, অচিরেই আমরা তাকে মহান প্রতিদান দেবো।"
(সূরা-নিসা)

www.pathagar.com

এই সূরায় ৭১ থেকে ৭৮ আয়াত পর্যন্ত এই কথাই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ কিভাবে মুমিনদের সদা সতর্ক করেছেন তা জানা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে সৈনিক বেশে অথবা একাকী যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আরও জানা যাবে কিভাবে অকর্মণ্য, কাপুরুষ ও স্বার্থপরকে তিরস্কার করেছেন, এবং কিভাবে দূর্বলের সাহায্য ও মজলুমের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিভাবে তিনি নামায রোযার সাথে যুদ্ধ জিহাদকে যুক্ত করেছেন। আর এ সত্য উদঘাটিত হবে যে জিহাদও ইসলামরূপী প্রাসাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। এরপর কিভাবে তিনি অস্থিরতা রোগের চিকিৎসা করেন, তাদের সন্দেহ দূর করেন, নিস্তেজ প্রাণে সাহস ও বীরত্ব-স্পৃহা জাগিয়ে দেন এবং মৃত্যের সাথে মোকাবিলার দৃঢ়তা সৃষ্টি করেন যে, মৃত্যু তো আসবেই তবে আল্লাহর পথে প্রাণ দিলে তার নিকট এর প্রতিদান পাওয়া যাবে। অতি সামান্য কুরবাণী ও ত্যাগের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না।

৫) সূরা আনফল সম্পূর্ণটাই তো যুদ্ধ-জিহাদের আহবানে পূর্ণ। তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তো যুদ্ধ জিহাদের উৎসাহ ও আদেশ-বিবরণে ভরা। এ জন্য সাহাবারা এটাকে যুদ্ধ সংগীত হিসাবে ব্যবহার করতেন। যখন যুদ্ধ তীব্র হতো এবং যুদ্ধের দাবনল দাউ দাউ করে জ্বলতো- তখন তাঁরা এর সাহায্যে যুদ্ধকে অগ্নিমুখর করে তুলতেন এবং সাহাবারা তাতে শাহাদত বরণ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখো, আল্লাহ বলেনঃ

"এবং তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যথা সাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রুকে কাবু করবে।" (আনফাল-৬০)

এরপরও আল্লাহ বলেছেনঃ

"হে নবী! বিশ্বাসীদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীদের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই"।

(কোরআন)

৬) সূরা 'তওবা'-ও সম্পূর্ণটা যুদ্ধ-জিহাদের আহ্বান, একটি রণভেরী এবং জবরদস্ত হুংকার। এছাড়া যুদ্ধের কিছু বিধান রয়েছে। চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করো। কিভাবে তিনি তাদের গযব ও অভিসম্পাৎ বর্ষণ করেছেন।

www.pathagar.com

"তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্ত করবেন। আর ঠান্ডা করবেন মু'মিনদের বুক ও তাদের মনের ক্রোধ বিদূরিত করবেন। যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ দয়াশীল হবেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। (তওবা)

অনুরূপভাবে আহলে কেতাবদের সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশের দৃষ্টিভঙ্গি দেখোঃ

"যাদের প্রতি কেতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহতে, পরকালেও বিশ্বাস করেনা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করেনা তাঁদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেবে।" (তওবা-২৯)

পরবর্তী আয়াতে রয়েছে সামগ্রিক বিপ্লবের নির্দেশ। এতে নির্দেশ রয়েছে বিদ্যুতের চমক ও মেঘের গর্জন, আর শেষে রয়েছে এ আয়াতঃ

"বের হয়ে পড়ো হালকা হোক বা ভারী হোক এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করো জীবন ও সম্পদ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।"

অতঃপর সমাজের যে সব হীন ও কাপুরুষরা জিহাদের সময় ঘরে বসে থাকে তাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। তাদের চিরতরে জিহাদের গৌরব হতে বঞ্চিত হবার ঘোষণা রয়েছে।

"যারা (তাবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেলো, তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতে আনন্দ লাভ করলো এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা পছন্দ করলো না এবং তারা বললো, গরমের দিনে অভিযানে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম।' যদি তারা বুঝতো। অতএব তারা কিঞ্চিত হেসে নিল, তাদের কৃতকার্যের ফল স্বরূপ তারা প্রচুর কাঁদবে। আল্লাহ যদি তোমাদের ওদের কোন দলের নিকট ফেরৎ আনেন এবং ওরা অভিযানে বের হবার জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি বলবে, তোমরা তো আমার সঙ্গে বের হবে না এবং তোমরা আমার সংগী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবেনা, তোমরাতো প্রথম বার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, সুতরাং যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসে থাকো।" (তওবা-৮১-৮৩)

www.pathagar.com

এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিচালনাধীন মুজাহিদদের প্রশংসা করা হচ্ছে। এখানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে জিহাদই মহানবী (সঃ) এবং তাঁর সাথীদের কর্তব্য ছিল।

"কিন্তু রাসুল ও যারা তাঁর সংগে বিশ্বাস করেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, ওদের জন্য কল্যাণ আছে, ওরাই সফলকাম। আল্লাহ ওদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাঁরা চিরকাল থাকবে, এটিই মহা সাফল্য।"

(তওবা-৮৮-৮৯)

এরপর এক সর্ব ব্যাপক ব্যবসায়ের কথা বলা হচ্ছে যার পর কোন আপত্তির আর অবকাশ থাকে না।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন, তারা আলআহর পথে সংগ্রাম করে, (অসৎ ব্যক্তিদের) নিহত করে (অথবা) নিজেরা নিহত হয়। বস্তুতঃ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং এটিই মহা সাফল্য। (তওবা-১১১)

তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো তো আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কেতাবের মধ্যে একটি সূরার নাম রেখেছেন 'কেতাল' (সূরা মুহাম্মদ)। সৈনিক জীবনের দু'টি জিনিষই হলো প্রাণ-আনুগত্য ও শৃঙ্খলা। কোরআনের দু'টি আয়াতেই আল্লাহতা'য়ালা এ দু'টি কথা সন্নিহিত করেছেন। আনুগত্যের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেনঃ-

"বিশ্বাসীরা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর দ্ব্যর্থহীন কোনো সূরা অবতীর্ণ হলে এবং ওতে জিহাদের কোনো নির্দেশ থাকলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি দেখবে তারা মৃত্যু-ভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিক তাকিয়ে আছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের আনুগত্যের ও ওদের সুমিষ্ট বাক্যের। সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে ওদের পক্ষে আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করা মঙ্গলজনক। (সূরা মোহাম্মদ-২০-২১)

এ শৃঙ্খলার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

"যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধ ভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত সংগ্রাম করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।।(সূরা সাফ-৪)

www.pathagar.com

৮) সূরা ফাতাহএ একটি যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। এখানে প্রশংসা করা হয়েছে জিহাদ প্রসঙ্গে একটি মনোরম ও আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের যা একটি পবিত্র বৃক্ষের নীচে প্রকাশ হয় এবং যখন আল্লাহর পথে প্রাণ দানের অঙ্গীকার করা হয়। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা বারি বর্ষিত হয় অপঃপর অবতীর্ণ হয় বিজয় ও সাহায্যকারী দল। আল্লাহ বলেনঃ

"বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে তোমর নিকট তাঁহার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের জন্য স্থির করলেন আসন্ন বিজয়। এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (ফাতাহ-১৮-১৯)

সুহৃদ ভাতৃবৃন্দ! এই কয়েকটি ক্ষেত্র- যেখানে জিহাদের মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবার এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস লক্ষ্য করঃ

## *জিহাদ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস*

১) হয়রত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যাঁর হাতে আমরা জীবন মরণ তাঁর শপথ, যদি এমন হতো যে জিহাদের সময় সওয়ারী সংগ্রহ করে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না হলে কোনো মুমিন জিহাদে পিছপা হতে পছন্দ করতো তাহলে আমি আল্লাহর পথে জিহাদে অগ্রসরমান কোন দলের পিছনে থাকতাম না এবং সেই আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমাদের জীবন মরণ, আমার মনতো চায়- আল্লাহর পথে আমি মারা যাই আবার জীবিত হই এবং আবার মারা যাই আবার জীবিত হই এবং আবার মারা যাই। (বোখারী, মুসলিম)

২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন "সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন মরণ-যে মানুষ আল্লাহর পথে আঘাত প্রাপ্ত হয় আল্লাহ তাকে ভালভাবেই জানেন। রক্তের রং এবং মিশ্‌কের সুগন্ধি নিয়ে কেয়ামতের দিন তার আগমন হবে।"

৩) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস বিন নযর বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার প্রথম যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। কসম, আল্লাহ যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে

www.pathagar.com

আমার অংশ নেয়ার সুযোগ দেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন, আমি কি করি। তারপর যখন ওহুদের যুদ্ধ হয়, মুলমানরা বিচ্ছন্ন হয়ে যায়, তিনি অকস্মাৎ চিৎকার করে ওঠেন, হে আল্লাহ! আমাদের সাথীরা যা কিছু করছেন আমি সে জন্য ক্ষমাপ্রার্থী এবং মুশ্‌রিকরা যা কিছু করছে আমি তা থেকে পবিত্র, অতঃপর তিনি অগ্রসর হতেই সামনে এসে পড়েন সা'দ বিন মা-আয, চিৎকার করে ওঠেন তিনি, হে সা'দ বিন মা-আয! জান্নাত, জান্নাত, আমার প্রভুর কসম! আমি তার সুগন্ধি পাচ্ছি। ওহুদের দিক থেকেই আসছে। হযরত সা'আদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করে দেখালেন, আমি তা পারলাম না, হযরত আনাস বলেন; পরে আমরা তার শরীরে তলোয়ার, তীর, ও বল্লমের আশিটি জখম দেখেছি। আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেয়েছি। মুশ্‌রিকরা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলায় তাকে চেনার উপায় ছিলনা, কেউ তাকে চিনতে পারেনি। তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের দাগ দেখে চিনতে পেরেছিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমরা মনে করতাম, এদের মত লোকের জন্যই এ আয়াত নাযিল হয়েছিলঃ "এমন কতক মুমেন রয়েছেন যাঁরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।"

৪) হযরত উম্মে হারেসা বিনতে সুরাকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে এসে বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? বদর যুদ্ধের পূর্বে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হয় এবং সে শহীদ হয়-যদি সে জান্নাতে থাকে তাহলে আমি ধৈর্য্যধারণ করবো, অন্যথা প্রাণভরে কাঁদবো। হুজুর (সঃ( বলেন, হারেসার মা! অনেক জান্নাতী লোক তো জান্নাতে রয়েছে, তোমার ছেলে রয়েছে উত্তম জান্নাত- জান্নাতুল ফিরদৌসে।" (বুখারী)

৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জেনে রাখো, তলোয়ারের ছায়ার তলে রয়েছে জান্নাত।"

৬) হযরত যায়েদ বিন খালিদ জোহনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহর পথে জেহাদ করার জন্য প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে কিংবা কেউ যদি খোদার পথে জিহাদ করতে বের হওয়া ব্যক্তিদের পরিবার পরিজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেছে সে যেন স্বয়ং জেহাদ করেছে।" এর মর্ম হলো সে ব্যক্তি জিহাদের পূণ্য পাবে।

৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কেউ যদি নিছক আল্লাহর প্রতি পূর্ণবিশ্বাস ও তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি আস্থা রেখে

www.pathagar.com

খোদার পথে জিহাদ করার জন্যে কোন ঘোড়া উৎসর্গ করে দেয় তবে সেই ঘোড়ার খাদ্য, পানীয় এবং গোবরও কেয়ামতের দিন তার দাঁড়ি-পাল্লা ভারী করবে।" (বোখারী) (জিহাদের যে কোন সরঞ্জামে ঘোড়ার অনুরূপ পূণ্য পাওয়া যাবে।)

৮) হযরত আবু হোরায়রা (রঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আল্লাহর পথে জিহাদের তুল্য কোনো কাজ আছে কি? তিনি জবাব দেন, তা তোমাদের সাধ্যে কুলাবে না। তারা ২য় ও ৩য় বার জিজ্ঞাসা করে, তিনি প্রত্যেক বারই জবাব দেন তা তোমাদের সাধ্যে কুলাবে না। এরপর রাসূল (সঃ) বলেনঃ "খোদার পথে জিহাদ করার উপমা হলো, কেউ রোযা রাখে, রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে, কোরআন তেলাওৎ করে, সে রোযা ও নামায পড়ায় কোনো রকম ক্লান্তিবোধ করে না, ফিরে না আসা পর্যন্ত মুজাহিদদের অবস্থাও এরূপ থাকে।" (বোখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কে উত্তম এবং কে অধম লোক তা আমি কি বলব? যে ব্যক্তি তার ঘোড়ার পিঠে বা উটের পিঠে কিংবা চলমান অবস্থায় সকল সময় কর্মতৎপর থাকে সেই উত্তম ব্যক্তি। আর যে আল্লাহর কেতাব পড়ে এবং তা থেকে কোনও উপকৃত হয় না সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট লোক।" (নাসায়ী)

১০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ "দু'টি চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না। প্রথমতঃ সেই চোখ যে আল্লাহর ভয়ে নীরবে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করেছে এবং ২য় হলো- যে চোখ শত্রুর প্রতীক্ষায় রাত্রি যাপন করেছে।" (তিরমিযী)

১১) হযরত আবু উমায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সমগ্র বিশ্বের অধিবাসী আমার প্রিয় হয়ে যাওয়ার চেয়ে আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই সেটাই আমার জন্য উত্তম।" (নাসায়ী)

১২) হযরত রাশেদ বিন সা'দ (রাঃ) জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কবরে যখন সকল মুমেনের পরীক্ষা হবে কিন্তু শহীদের তা হবে না এর কারণ কি? তিনি বলেন, তাঁর মাথার উপর তলোয়ার চমকানো তাঁর পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট। (নাসায়ী)

১৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "একজন শহীদ হত্যার স্পর্শে তাই অনুভব করে তোমরা যা চিমটি

www.pathagar.com

কাটার সময় অনুভব করো। (তিরমিযী, নাসায়ী, দারেমী) এটা হলো শহীদের ২য় বৈশিষ্ট্য।

১৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাদের মহান প্রভু সেই ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হন যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তার সংগীরা পরাজিত হলেও সে নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে ফিরে দাঁড়ায় এবং আমরণ জিহাদ করে। তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, "তোমরা আমার এ বান্দাহর প্রতি লক্ষ্য করো আমার অনুগ্রহের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে পুনরায় জিহাদে লিপ্ত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সে প্রাণও দিয়েছে। তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তার সকল পাপ মোচন করে দিলাম।"

(আবু দাউদ)

১৫) হযরত আব্দুল খায়ের বিন সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস (রাঃ) তার পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর নিজ দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে খালিদ নামের জনৈকা মহিলা নেকাব পরিধান করে রাসূলুল্লাহর দরবারে এসে হাজির হলেন। তিনি আল্লাহর পথে শহীদ তাঁর এক ছেলের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছিলেন। এক সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ছেলের জন্য এসেছো, তা তোমার মুখে নেকাব কেন? তিনি বলেন, ছেলে আমার শহীদ হয়েছে বলে আমার লজ্জা কি থাকবে না? রাসূল (সঃ) বলেন, তোমার ছেলের জন্য দুই শহীদের সওয়াব রয়েছে। তিনি বলেন কেন? জবাব দেন, আহলে কেতাব তাকে হত্যা করেছে। (আবু দাউদ)

এ থেকে বোঝা যচ্ছে আহলে কেতাবদের সঙ্গেও জিহাদ করা ওয়াজেব। যে তাদের সংগে জিহাদ করবে সে আল্লাহর নিকট দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। কেবল মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধে নয়, যারা ইসলামের জন্য ভীতির কারণ তাদের সকলের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে।

১৬) হযরত সাহল বিন হানীফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সততার সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে সে ব্যক্তি নিজ বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দেবেন।"

(মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

১৭) হযরত খোরাইম বিন ফাতেক (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে আল্লাহর পথে কিছু খরচ করে তার জন্য তার শত শত গুণ বেশী সওয়াব লেখা হবে।" (তিরমিযী)

www.pathagar.com

১৮) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলের (সঃ) কোনো এক সাহাবী এক ঝর্ণার (নহর) পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাঁকে ঝর্ণাটি ভাল লাগলো। তিনি ভাবলেন, এখানে বসে নীরবে আল্লাহর এবাদত করতে কত না ভাল লাগবে! তিনি তা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জানালেন। রাসূল (সঃ) বললেন, এমন করবে না। তোমাদের কারও আল্লাহর পথে বের হওয়া সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি তা চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান– আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সামান্যক্ষণও জিহাদ করেছে তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত। (তিরমিযী)

১৯) হযরত মিকদাদ বিন মা আদি কারব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলছেনঃ "আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি বৈশিষ্ট্যঃ প্রথম আক্রমণেই তার গুণাহ মাফ হয়ে যায়। জান্নাতের ঠিকানা দুনিয়াতেই বলে দেয়া হয়, সে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পায়, কেয়ামতের মারাত্মক আতংক থেকে সে নিরাপদ থাকবে, তার মাথায় সম্মানিত টুপি পরানো হবে– যার মধ্যে গ্রথিত একটি য়াকুত সারা দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সকল জিনিষ হতে উত্তম, মৃগ–নয়না হুরেরা তার স্ত্রী হবে, এবং সে সত্তরজন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

২০) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি জিহাদের সাক্ষাৎ ব্যতিত আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তার সাক্ষাৎ ত্রুটিপূর্ণ হবে।" (তিরমিযী, ইবনে

২১) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সততার সাথে শাহাদাত কামনা করে সে শহীদ না হলেও তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে।" (মুসলিম)

২২) হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি এক রাত্রি কোন সেনা ছাওনি পাহারা দেয় তার জন্য হাজার রাতের নামাযের মতই তা সমান।" (ইবনে মাজা)

২৩) হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "একটি নৌ–যুদ্ধ দশটি স্থল যুদ্ধের সমান। যে নদীতে পড়ে গেল সে যেন আল্লাহর পথে রক্ত দিয়ে গোসল করে উঠল।" (ইবনে মাজা)

এ হাদীস থেকে নৌ–যুদ্ধের মাহাত্ম বোঝা যায়। তাই মুসলিম সমাজকে তাদের নৌ–যুদ্ধ ও নৌ–সীমানা তত্ত্বাবধান করা অত্যন্ত জরুরী। মাঠ ময়দান

www.pathagar.com

সম্পর্কেও এ অনুমান করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য স্থল যুদ্ধে শরীক হবে, আল্লাহ তাকে কয়েক গুণ সওয়াব দেবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২৪) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন ওহুদের যুদ্ধে যখন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হেযাম শহীদ হন তখন রাসূল (সঃ) বলেনঃ "জাবের! তোমার আব্বাকে আল্লাহ কি বলেছেন তা আমি বলব? আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! বলুন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ যার সংগে কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকে বলেছেন, কিন্তু তোমাদের আব্বার সংগে মুখোমুখি কথা বলে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ বল, তোমর বাসনা– আমি তা পূরণ করবো।' তোমার আব্বা বলেন, 'হে আমার প্রভু! আমায় আবার জীবিত করে দেন আমি আপনার পথে মারা যাবো।' আল্লাহ বলেন, 'আমি তো পূর্বেই বলে দিয়েছি, দুনিয়া থেকে আগত আর কেউই ফেরৎ যাবে না' তিনি বলেন, 'তাহলে দয়াময় প্রভু আমার! আমার পরবর্তীদের আমার সংবাদ পৌঁছে দেন।' অতএব আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেনঃ

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদের তোমরা মৃত মনে করো না"

২৫) হযরত আনাস (রাঃ) তাঁর পিতা কর্তৃক বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর পথে অগ্রসর কোনো মুজাহিদকে বিদায় জানাতে সকাল বিকাল কিছু সময় যাওয়া এবং তাকে আরোহণে সাহায্য করা, আমার নিকট দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক উত্তম।" (ইবনে মাজা)

২৬) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর মেহমানতো তিন জনই, গাজী, হাজী ও ওমরাকারী।" (মুসলিম)

২৭) হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "শহীদ তার বংশের সত্তর জন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে।" (আবু দাউদ)

২৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা যখন ধারে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গাভীর লেজ ধরে থাকবে, কৃষিকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দেবেন এবং তা তোমরা হঠাতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা দ্বীনের দিকে ফিরে আসো। (আহমদ, আবু দাউদ)

২৯) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে মুশরিকদের আগে বদর প্রান্তরে পৌঁছে যান, পরে মুশরিকরা সেখানে পৌঁছালে

www.pathagar.com

রাসূল (সঃ) বলেন, এগিয়ে যাও সেই জান্নাতের দিকে যা সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর চেয়ে প্রশস্ত। হযরত ওমায়ের বিন হাম্মামের মুখ থেকে বেরিয়ে এল হ্যাঁ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কেন? তিনি বললেনঃ হে রাসূলুল্লাহ! শপথ করে বলছি- আমি জান্নাতবাসী হতে চাই। এ জন্যই আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি। তিনি (সঃ) বললেনঃ তুমিও জান্নাতবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সে সময় তিনি থলে হাতে কিছু খেজুর বের করে খেতে খেতে বললেন, আমি যদি এ খেজুর খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাই হবে আমার জন্য দীর্ঘ জীবন। সূতরাং তাঁর কাছে যত খেজুর ছিল মাটিতে ফেলে দিয়ে লড়াই শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শাহাদাত বরণ করেন। (মুসলিম)

৩০) হযরত আবু ইমরান বলেন আমরা রোম শহরে ছিলাম। রোমকদের এক বিরাট সৈন্য বাহিনী আমাদের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। মুসলমানদেরও তাদের সমান বরং ততোধিক বিরাট সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য এসেছিল। মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন মিশরীয় দলের জন্য ওকবা বিন আমের এবং অন্যদের জন্য ছিল ফোযালা বিন ওবায়েদ। মুসলমানদের একজন রোমকদের ব্যূহ আক্রমন করে এবং তাদের মধ্যে ঢুকে যায়। এটা দেখে অন্যরা চিৎকার করে ওঠে। সুবাহানআল্লাহ এতো নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বল্লেন তোমার আয়াতের এ অর্থ করছো, অথচ আমাদের আনসারদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ যখন ইসলামের বিজয় দিলেন, তার সাহায্যকারীর সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন আমাদের কিছু লোক পরস্পর বললো, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সংবাদ পাননি। তোমাদের ধন-সম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এখন আল্লাহ ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন, এবং তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও বেড়েছে। অতএব এখন আমরা আমাদের ধন-সম্পদের নিকটে থেকে এগুলো দেখাশুনা করবো। এবং যেগুলো নষ্ট হয়েছিল তা পূরণ করবো। এ সময় আল্লাহ তাঁর নবীর উপর আয়াত নাযিল করলেন, এবং তা ছিল আমাদের এ সব কথার সরাসরি প্রত্যাখ্যান। "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।" এখানে ধ্বংস অর্থ হলো নিজের সম্পত্তির পিছনে সমস্ত সময় ব্যয় করা। তার রক্ষণা-বেক্ষণে নিয়োজিত হয়ে যাওয়া এবং জিহাদ পরিহার করা। সূতরাং আবু আইউব আনসারী আল্লাহর পথে জিহাদে আমরণ অটল থাকেন, এবং রোমেই তাঁর দাফন হয়।

(তিরমিযী)

www.pathagar.com

ভ্রাতৃবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) যখন এ কথা বলেন তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যৌবন পার হয়ে বার্দ্ধক্য অতিক্রান্ত প্রায়। তিনি জীবন সন্ধ্যা অতিক্রম করে এখন জীবনের শেষ প্রান্তে। তবুও তাঁর অন্তর যৌবনের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত এবং দ্বীনের বিজয় ও ইসলামের গৌরবের জন্য অস্থির।

৩১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, তার মধ্যে জিহাদের কোন বাসনাও নেই, এমন অবস্থায় যে মারা গেলো এক প্রকার মুনাফেক অবস্থায় সে মারা গেল।"

(মুসলিম, আবু দাউদ)

এ রকম আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যাতে রয়েছে নৌ-যুদ্ধের আলোচনা, স্থল যুদ্ধের মাহাত্ম, অথবা আহলে কেতাবদের সংগে যুদ্ধের বর্ণনা বা যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধান। এর জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। মাসারেউল আশওয়াক ইলা মাসারিয়িল উশশাক ওয়া মুসীরুল গানাম ইলা দারি সালাম এবং সিদ্দীক হাসান খানের- 'আর ইবরাতো ফিমা ওরাদা আনিল্লাহ ওয়া রাসূলিহি ফিল গামওয়া ওয়াল জিহাদ ওয়াল হিজরাত' গ্রন্থে এ জাতীয় প্রচুর আলোচনা আছে। হাদীস গ্রন্থের জিহাদের অধ্যায়ের এরকম বহু আলোচনা রয়েছে।

www.pathagar.com

# জিহাদের বিধান

## মুসলিম আইনবিদদের দৃষ্টিতে

জিহাদের মাহাত্ম সম্বলিত কতক উন্নতমানের আয়াত ও হাদীস তোমাদের গোচরীভূত হয়েছে, এখন জিহাদের বিধান ও তার প্রস্তুতি বিষয়ক ফিকাহবিদদের কিছু বক্তব্য তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। আধুনিক চিন্তা ও দূরদর্শিতা-সম্পন্ন কতক আলমেদের মতামতও এখানে পেশ করবো। এর পর বোঝা যাবে যুগ-নির্বিশেষ আলেম সমাজের কঠোর তাগিদ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজ ইসলামের এই বিশেষ দিকটির ব্যাপারে কতটা উদাসীন।

১) 'মাজ মাউল আনহার ফী শারহে মুল্‌তাকাল্ আবহার'- এর গ্রন্থাকার হানাফী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জিহাদের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ জিহাদের আভিধানিক অর্থ হলো কথা ও কাজের সমুদয় শক্তি ব্যবহার। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ হলো ইসলামের শত্রুদের দমন এবং তাদের মুলোৎপাটন ও দ্বীনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করা। এ কারণেই যুদ্ধবাদিদের সাথে তো বটেই পৌত্তলিকদের সাথেও যুদ্ধ করতে হবে যদি তারা (ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে) চুক্তি ভঙ্গ করে। ধর্মাদ্রোহীদের (মুতার্দ) সাথেও জেহাদ করতে হবে। কেননা তারা ইসলামকে স্বীকার করার পর, বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। এজন্যে তারা কাফেরদের চেয়েও অধম। একইভাবে বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করা দরকার। আর এটা হবে ফরযে কেফায়া। জিহাদের ডাক পেলে আমাদের প্রত্যেকের জন্য তা ফরয হয়ে যায়, যদিও আমরা তার জন্য প্রস্তুত নই। ইসলামী রাষ্ট্র নায়কগণ যখন প্রতি বছর একবার দুবার 'দারুল হারবে' সেনা বাহিনী পাঠান তখন প্রজাদের তাঁর সহযোগিতা করা উচিৎ। কিছু লোক এ দায়িত্ব পালন করলে সকলের উপর থেকে এ দায়িত্ব আদায় হয়। কেউ না করলে প্রকারান্তরে সে দায়িত্ব সকলের উপর বর্তায়। এটাই হলো 'ফরযে কেফায়া'। সকলের অংশ গ্রহণ অপরিহার্য হলে নামাযের মত এটাও 'ফরযে আইন' (আবশ্যকীয় কর্তব্য) হয়ে যায়, এটা তখন প্রত্যেকের জন্য ফরয। আল্লাহ বলেনঃ "মুশরিকদের হত্যা করো।" অনুরূপভাবে নবী করীম (সঃ) বলেন "জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে"। সবাই যদি এটাকে ত্যাগ করে তবে তার জন্য সকলেই পাপী হবে। নবী করীম (সঃ)

www.pathagar.com

বলেনঃ কোন মুসলিম শহর বা ইসলামী অঞ্চল যদি অমুসলমানদের দখলে চলে যায় তাহলে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ 'ফরযে আইন' বলে গণ্য হয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী অনুমতি না দিলেও মহিলারা বের হতে পারবে। মালিক অনুমতি না দিলেও ভৃত্য এজন্য বের হবে, পিতা মাতা অনুমতি না দিলেও সন্তান এ কাজে অংশ নিতে পারবে, পাওনাদার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাধা দিলে সে এতে শামিল হতে পারবে।

**'কিতাবুলবাহর'**– এ আছেঃ প্রাচ্য কোন মহিলা বন্দী হলে পাশ্চাত্যের মানুষের জন্যে তাকে মুক্ত করা ওয়াজিব হয়।

২) 'বুলগাতুস্ সালেক লি–আকারাবিল মাসালিক ফী মাসহাবিল ইমাম মালিক'– এর লেখক বলেনঃ ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রতি বছর জিহাদ করা ফরযে কেফায়া। কিছু লোক জিহাদে লিপ্ত থাকলে অন্যেরা দায়িত্ব মুক্ত হন। ইমামের আদেশ হলে বা কোন মুসলিম অঞ্চলে সক্রিয় আক্রমণ হলে তখন সে অঞ্চলের সকলের উপর নামায রোযার মত জিহাদও 'ফরযে আইন' হবে। ঐ এলাকার লোক যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট না হলে প্রতিবেশী এলাকার লোকদের জন্যও যুদ্ধ ফরয হবে। এমন অবস্থায় স্ত্রী ও ভৃত্যের উপর তা ফরয হবে যদিও স্বামী বা প্রভু তার আদেশ না দেয়। ঋণগ্রস্তদের জন্য ঐ একই বিধান। মানতদারদের ক্ষেত্রেও তাই। পিতা–মাতা সন্তানদের 'ফরযে কেফায়া' থেকে বিরত রাখতে পারেন কিন্তু 'ফরযে আইন' থেকে বিরত রাখতে পারেন না। শত্রুর হাতে কোন মুসলমান বন্দী হলে বা তার কাছে নিজের মুক্তিপণ দেয়ার মত সম্পদ না থাকলে তবে তাকে মুক্ত করাও ফরযে কেফায়ার অন্তর্ভূক্ত। আবশ্যক হলে মুসলমানদের সকল সম্পদের বিনিময়েও তাকে মুক্ত করতে হবে।

৩) ইমাম নববী– শাফেয়ী মযহাবের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে– তাঁর 'মতানুল মিনহাজ' গ্রন্থে বলেছেন, নবীর যুগে জিহাদ ফরযে কেফায়া ছিল এবং কিছু লোকের জন্যে তা ছিল ফরযে আইন, কিন্তু এখন কাফেরদের হবে দু'টি অবস্থাঃ

(ক) তারা যখন আমাদের এলাকায় অনুপ্রবেশ করবে। এ অবস্থায় যেভাবেই হোক তাদের বহিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের সংগে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। ভৃত্য, প্রভু, ফকীর, ঋণগ্রস্ত সকলের জন্য এটা ওয়াজিব।

(খ) তারা যখন নিজের এলাকায় থাকবে এ ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে কেফায়া বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

৪। ইবনে কোদামা হাম্বলী তাঁর 'আলমুগনী' গ্রন্থে বলেছেন, 'জেহাদ ফরযে কেফায়া', কিছু লোক তা করলে অন্যান্যদের দায়িত্ব আদায় হবে, তবে তিন ক্ষেত্রে 'ফরযে আইন'।

ক) উভয় পক্ষ সম্মুখীন, পরস্পরের মুখোমুখি, এই অবস্থায় যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা আদৌ জায়েয নয়, এ সময় অটল থাকা 'ফরযে আইন'।

খ) কাফেররা কোন শহরে অনুপ্রবেশ করলে যুদ্ধ- জিহাদ করে তাদেরকে বহিষ্কার করা সকলের জন্য ফরযে আইন।

গ) আমীরের নির্দেশ মত তাঁর সাথে আল্লাহর পথে বের হওয়া জরুরী, তাকে বছরে একবার অন্ততঃ যুদ্ধে বের হতে হবে।

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বাল) (রঃ) বলেনঃ 'ফরযের পর এমন কোন কাজ আমার জানা নেই যা জিহাদের চেয়ে উত্তম এবং নৌ-যুদ্ধও স্থল যুদ্ধ থেকে উত্তম।'

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, এক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) হাসতে হাসতে নিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম-হে রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন যে, আমার উম্মতের কিছু লোক সমুদ্র পথে জিহাদে রওয়ানা হয়েছে এবং তারা সমুদ্র বক্ষে এমনভাবে যাচ্ছে যেন বাদশাহ তার আসনে সমাসীন।' (বোখারী, মুসলিম) হাদীসে এর পরও বলা হয়েছে হযরত উম্মে হারাম জিজ্ঞাসা করলেন, দোয়া করুন ঐ মুজাহিদদের দলে যেন আমার নাম থাকে। অতঃপর রাসূল (সঃ) তার জন্য দো'য়া করে দিলেন।

এরপর যে সব মুসলমান সমুদ্র পথে সাইপ্রাস দ্বীপ জয় করে বিজয় পতাকা উত্তোলন করে তিনি তাঁদেরই সংগী ছিলেন এবং সেখানে ইন্তেকাল করলে সেখানেই তাঁর দাফন করা হয়। সেখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ আছে। আল্লাহ তাকে রহম করুন, তাঁকে জান্নাত বাসিনী করুন।

৫। আল্লামা ইবনে হাযম যাহেরী তাঁর 'আল্ মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেনঃ মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরয, তবে যদি কিছু মুসলমান শত্রুদের নিজ ভূমিতে প্রবেশ করতে না দেয়, ইসলামী সীমানা সংরক্ষণ করে তাহলে অন্যরাও এ থেকে অব্যাহতি পাবে, অন্যথায় এর দায়িত্ব থেকে মুক্তির প্রশ্ন উঠে না। আল্লাহ বলেনঃ

'বার হও, হালকা অথবা ভারী, এবং নিজ ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো।

www.pathagar.com

পিতা-মাতার অনুমতি ভিন্ন সন্তানের জিহাদে যাওয়ার অনুমতি নেই; কিন্তু কোন মুসলিম বসতির উপর আক্রমণ হলে তাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ এমন সকল মুসলমানের জন্য তাদের সাহায্য করা ফরয। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা অনুমতি না দিলেও। জিহাদে গেলে তাঁদের উভয়ের অথবা একজনের মৃত্যুর আশংকা রয়েছে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়।

৬। ইমাম শওকানী 'আল সাইলুল জারার' গ্রন্থে বলেনঃ জেহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোরআন সুন্নায় যে সকল দলীল আছে তার সবই এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তবে তা 'ফরযে কেফায়া'। কিছু লোক তা কার্যকর করলে বাকীরা তা থেকে অব্যাহতি পায়। কিন্তু যতক্ষণ না কিছু লোক তা কার্যকর করে সকল মুসলমানের উপর তা ওয়াজিব থাকে। আর আমীর যাদের আদেশ দেবে তাদের উপর জেহাদ 'ফরযে আইন' হবে।

এখন তো বুঝতে পারলে যে, মুজতাহিদ, মুকাল্লিদ, প্রাচীন ও আধুনিক সকল যুগের আলেম ইসলামের প্রচার, প্রসার ও তাবলীগের জন্য জিহাদের ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত। এ সময় কাফন বেঁধে ময়দানে নেমে পড়া জাতির সকল লোকের জন্য ওয়াজিব।

সে সময়ের কথা তোমরা নিজেরাই জান যে, যখন মুসলমানরা কাফেরদের অধীন হয়, তাদের ধন-প্রাণ দেশ অধিকৃত হয়, তাদের সকল সিদ্ধান্ত ইসলাম দুশমনদের হাতে গিয়ে পড়ে তখন দ্বীনের তাবলীগ স্বাধীনতা তো দূরের কথা, স্বয়ং তাদের ঘরেই দ্বীন অসহায় হয়ে পড়ে। এই সময় সকল মুসলমানের জন্য জিহাদ ফরয হয়ে যায়। জিহাদের বাসনা নিয়ে সে বাঁচবে, এ জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে যতক্ষণ না সে সময় আসে এবং আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

আর একটা বিষয়, পরিষ্কার না করলে কথা যা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এটাই সেই অন্ধকার যুগ যখন ইসলামের শৌর্য বীর্য স্তিমিত। ইতিপূর্বে মুসলমানদের এমন শোচনীয় দশা হয় নি। মুসলমানরা কখনও জিহাদ পরিত্যাগ করে নি, আর এ ব্যাপারে কোন শৈথিল্যও প্রকাশ করেনি। পূর্বে আলেম, সূফী, শ্রমিক, প্র-কৌশলী নির্বশেষে সকলেই জিহাদী প্রেরণায় উম্মাদ থাকতেন। বিখ্যাত ফেকাহ শাস্ত্রকার ও সাধক আব্দুল্লাহ বিন মোবারক অধিকাংশ সময় জিহাদে ব্যয় করতেন। উচ্চ স্তরের সুফী ও সাধক হযরত আব্দুল ওয়াজেদ বিন জায়েদের অবস্থাও ছিল তাই। তাসাউফের ইমাম হযরত শফীক বলমী (রঃ) নিজেও জিহাদে অগ্রণী থাকতেন। ছাত্রদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা জাগাতেন। বোখারী শরীফের ভাষ্যকার বদরুদ্দিন আইনী

www.pathagar.com

(রাঃ) উন্নতমানের ফেকাহ্‌বিদ ও হাদীস বিশারদ এক বছর জিহাদে থাকতেন, এক বছর অধ্যাপনা করতেন। আর অন্য বছর হজ্জ করতেন। কাযী আসাদ বিন ফোরাত মালেকী যুগের বিখ্যাত নৌ-প্রধান ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী দুই শত তীর নিক্ষেপ করলে কোনটিই ব্যর্থ যেত না।

এই ছিল আমাদের পূর্ববর্তী বুজর্গদের অবস্থা। আজ তাদের সংগে কি আমাদের কর্যতঃ কোন সম্পর্ক আছে?

## *মুসলমান কেন যুদ্ধ করে?*

এক সময় লোক অভিযোগ করত যে, ইসলাম জিহাদের আদেশ দেয়, যুদ্ধ লড়াই ও রক্তপাত পছন্দ করে। কিন্তু আল্লহার বাণী সত্যে পরিণত হয়।

'এ বিশ্বে আমরা তাদের আমার নিদর্শনাদি দেখাব এবং স্বয়ং তাদের ভিতরই, যতক্ষণ না তাদের কাছে পরিষ্কার হয় যে, এটাই সত্য'

সূতরাং তারা যখন স্বীকার করে সর্বদা প্রস্তুত থাকার মধ্যে শান্তি নিহিত। অন্যথা শান্তির কোন পথ নেই। মনে রাখবে, আল্লাহ জন্য জেহাদ ফরয করেন নি যে, জুলুম অত্যাচার ও ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত হবে, এবং আত্মস্বার্থ ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তা ব্যবহার হবে। জিহাদ ফরয হবার একমাত্র লক্ষ্য হলোঃ দাওয়াত ও আন্দোলনের সংরক্ষণ করা। শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা। ন্যায় ও সততার প্রচলন হবে এবং এভাবে মুসলমানরা তাদের উপর আরোপিত মহান দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। তাছাড়া ইসলাম যেখানে যুদ্ধ ও রক্তপাতকে ফরয করেছে সেখানেই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সন্ধির প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

'তারা যদি সন্ধি করতে আগ্রহী হয় তা' হলে তোমরাও তাতে সন্তুষ্ট হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখ।'

মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য বের হলে তাদের অন্তরে কেবল একটি বাসনা থাকে, আর তাহলো ইসলামের বাণীর (কালেমার) প্রচার প্রসার ঘটান। এতদ ভিন্ন অন্য কোন বাসনা থাকে না। সম্মান ও সম্পদের লালসা তাদের জন্য হারাম ছিল। প্রদর্শনী মনোভাবের আকাংখা হারাম ছিল। গণীমতের মাল আত্মসাৎ করা, অন্যায়-অবিচার করাও তাদের জন্য হারাম ছিল। তাদের একটি জিনিষই হালাল ছিল, আর তা হলো আল্লাহর পথে শির দান এবং সৃষ্টির কল্যাণ ও হেদায়েতের জন্য অসীম আগ্রহ।

হযরত হারেস বিন মুসলিম বিন হারেস বলেন- আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) একবার সৈন্য দলের সংগে আমাকে প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছিলেন। যেখানে আমাদের পৌছানোর কথা ছিল আমরা সেখানে পৌছাই। এরপর আমি ঘোড়ার লাগাম টেনে সংগীদের আগে যাই। সেই কবীলার লোকেরা আমার কাছে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। আমি বললাম, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ পড়, মুক্তি পেয়ে যাবে। তারা বলল–ও তাই। এরপর সাথীরা আমাকে ভৎর্সনা করে গণীমতের সম্পদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করল। আমর রাসূলের (সঃ) দরবারে হাজির হলে তারা আমার সংক্রান্ত ঘটনা তাঁকে জানায়। ঘটনা শুনে রাসূল (সঃ) আমাকে ডাকেন এবং আমার কাজের বিস্তর প্রশংসা করেন। তারপর বললেন সন্তুষ্ট হও, তাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে আল্লাহ তোমার জন্য প্রতিদান রেখেছেন। আরো বল্লেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি লিখে নাও, আমার অবর্তমানে তা তোমার কাজে লাগবে। তারপর তিনি উপদেশ লিখে মোহর লাগিয়ে আমাকে দিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ)

এভাবে হযরত শাদ্দাদ বিন হাদী বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে বলেন– আমি হিজরত করে আপনার খেদমতে আসতে চাই। তাকে সাহায্যের জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন। এরপর এক যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ (গণীমতের) সম্পদ পাওয়া যায়। অন্যদের সাথে তাকেও অংশ দেওয়া হয়। সে বলে এ কেন? বললেন এটা তোমার অংশ। সে বলল, আমি তো এর জন্য আপনার সঙ্গ দিই নি বরং আমার বাসনা ছিল যে, একটা তীর এসে আমার গলায় বিদ্ধ হবে এবং আমি মৃত্যুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোজা বেহেশ্‌তে যাব। রাসূল (সঃ) বললেন, তুমি যদি এ কথায় সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমার আশা পূরণ করবেন। এরপর আবার যুদ্ধ শুরু হল, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার মৃতদেহ এনে হুজুর (সঃ) এর কাছে উপস্থিত করা হলো। দেখা গেল সে যেখানে ইশারা করে বাসনার কথা ব্যক্ত করেছিল সেখানেই তীর বিদ্ধ হয়েছে। রসূল (সঃ) বললেন, তার বাসনা সত্য ছিল। আল্লহ তার দু'টি আশা পূর্ণ করছেন। অর্তঃপর জুব্বা মোবারক দিয়ে তার কাফন দেয়া হয় এবং স্বয়ং রাসূল (সঃ) তার জাযার নামায পড়ান। নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লহ! বান্দাহ! তোমার বান্দাহ তোমার পথে হিজরত করেছে, এরপর শহীদও হয়েছে, আমি এর সাক্ষী। (নাসায়ী)

অপর এক হাদীসে হযরত আবু (হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)–কে জিজ্ঞাসা করল যে, যদি কোন লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তার মনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আশাও থাকে তাহলে?

www.pathagar.com

তিনি বললেন- তার জন্য কোন প্রতিদান নেই, সে তিন বার এ কথা জিজ্ঞাসা করে আর একই উত্তর পায়, তার কোন প্রতিদান নেই। (আবু দাউদ)

হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হয়, এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখাবার জন্য লড়াই করে, আর এক ব্যক্তি ক্রোধের বসে লড়াই করে, আর একজন সম্মান ও খ্যাতির জন্য লড়াই করে, এদের লড়াই আল্লাহর পথে হবে? রাসূল (সঃ) বলেনঃ

"যে ব্যক্তির মন-বাসনা থাকবে যে আল্লাহর বাণী প্রসার লাভ করুক কেবল তার লড়াই আল্লাহর পথে বলে গণ্য হবে।"

(মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

এ ছাড়া সাহাবা কেরামের ঘটনা পড়বে এবং বিজিত অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কার্যকলাপ পর্য্যালোচনা করবে তাহলে বুঝতে পারবে যে লোভ-লালসা, ব্যক্তি-স্বার্থ ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে তাঁরা কত মুক্ত ছিলেন। নিজেদের মূল লক্ষ্যের প্রতি তাদের কি ভালোবাসা ছিল এবং হেদায়েত ও ইসলামের বাণীর উন্নতির জন্য তাঁদের কি উৎসাহ ছিল। আর যারা অভিযোগ করে যে, এরা বিজয় প্রতিপত্তির আশায়, সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায় যুদ্ধ করতো, অথবা এদের তৎপরতার পিছনে থাকে ধন-সম্পদের লালসা, তাদের সে অভিযোগ যে ভিত্তহীন তা বুঝতে পারা যাবে!

## *ইসলামী জিহাদ মানবীর ভ্রাতৃত্ব বোধের প্রকাশ*

ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য যেমন অত্যন্ত মহৎ, তেমন তার পদ্ধতিও অত্যন্ত উন্নত ও পবিত্র। সূতরাং দেখ আল্লাহতা'য়ালা-ও বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ করেছেন-

"এবং তোমরা বাড়াবাড়ি করো না, আল্লাহ সীমা-লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

অপর দিকে তিনি ন্যায় ও ভারসাম্য রক্ষার হুকুম দিয়েছেন এবং বিরোধী ও দুশমনদের সাথে ইনসাফ করার তাগিদ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

" কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা তোমাদেরকে কখনও যেন তাদের প্রতি ইনসাফ না করার উদ্বদ্ধ না করে, তোমরা ইনসাফ করো, এটাই তাক্ওয়ার নিকটবর্তী।"

অনুরূপভাবে সব সময় মুসলমানদের তিনি দয়া ও নরম স্বভাব সম্পন্ন হওয়ার হেদায়েত করেছেন। তাদেরকে লড়াই করার তাগিদ করেছেন, তবে

www.pathagar.com

তারা সীমালংঘন করবে না, ইজ্জত নষ্ট করবে না এবং কাউকেও কোন প্রকার কষ্ট দেবে না। তারা সন্ধির সময় উত্তম সন্ধিকারী এবং শান্তিকামী হবে। আর যুদ্ধের সময় চরম উন্নত চরিত্র এবং দয়াবান হবে। তাদের সন্ধির শর্তাবলী অত্যন্ত শান্তিময় গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাদের তলোয়ারের প্রক্ষেপণ-ও হবে অত্যন্ত মনোহারিণী ও মনোমুগ্ধকর।

হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) কাউকেও কোন সৈন্যদলের আমীর নিযুক্ত করলে তাকে তাকওয়া, আল্লাহর প্রতি ভয় এবং মোমিনদের সাথে সদাচারণের তাকিদ করে বলতেনঃ "যাও আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ-দ্রোহীদের হত্যা করো, যুদ্ধ করবে কিন্তু আমানতে খেয়ানত করবে না, ধোকা দেবে না, অঙ্গচ্ছেদন করবে না, শিশু হত্যা থেকে বিরত থাকবে।" (মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা যদি যুদ্ধ কর, তাহলে চেহারায় আঘাত করবে না।" (বোখারী-মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) লুটতরাজ এবং মুস্‌লা বা অঙ্গচ্ছেদন নিষেধ করেছেন। (বোখারী)

এছাড়াও নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতকে হত্যা করতে এবং সন্যাসী নির্জনবাসী এবং সন্ধিপ্রিয়দের সাথে বিরোধ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। বলো! কোথায় এ সহানুভূতিও ভ্রাতৃত্ব প্রীতিমূলক প্রাণ-বাৎসল্য আর কোথায় আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক এবং লজ্জাকর হীন কার্যাবলী? কোথায় তাদের অত্যাচারমূলক দেশীয় আইন আর কোথায় আল্লাহর দেয়া ন্যায়ানুগ কানুন? এ দুইয়ের মধ্যে কি কোন তুলনা চলে?

হে আল্লাহ। মুসলমানদের দ্বীনি অন্তরদৃষ্টি দান করুন এবং ইসলাম-চন্দ্রের আলোকে সারা বিশ্বকে উজ্জ্বল করে দিন।

## *একটি বিভ্রান্তি*

আজকাল এ ভুল ধারণাটি ব্যাপক যে, দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করা ছোট জিহাদ, আর বড়ো জিহাদ হ'লো নাফসের সাথে জিহাদ। এর যুক্তি হিসাবে এ হাদীসটিকে পেশ করা হয়ঃ "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড়ো জিহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন, বড়ো জিহাদ কি? উত্তর দেন, মন বা নফসের সাথে জিহাদ।"

www.pathagar.com

এটা প্রচার করেছে ঐসব লোক যাদের পরিকল্পনা হলো মন থেকে যুদ্ধের গুরুত্ব বিলোপ করা এবং জিহাদের নিয়ত এবং প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের গাফেল করা। বস্তুতঃ সত্য কথা হ'লো এই যে, এটা হাদীসই নয়।

হাদীস ও সুন্নাতের ক্ষেত্রে আমিরুল মুমেনীনেরা মর্যাদার অধিকারী। হাফেয ইবনে হাজার 'তাস্‌দিদুল কওস'-এ বলেন, "এটা একটি প্রবাদ এবং ইব্রাহিম বিন-আবলার বাণী।" 'তাখরীজু আহাদিসুল আহয়া'-গ্রন্থে ইরাকী বলেন, 'ইমাম বায়হাকী' দুর্বল সনদ সহ হযরত জাবের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন,- "খতিব নিজের ইতিহাসে হযরত জাবেরের উদ্ধৃতি দিয়ে এটা উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া এ হাদীসটি স্বীকার করে নিলেও এ থেকে এ কথা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের বাড়াবাড়িকে প্রতিহত করতে হবেনা? মুসলিম দেশ সমূহকে আজাদ করানোর পরিকল্পনা পরিহার করে জিহাদ এবং তার প্রস্তুতি একদম বাদ করে দিতে হবে? আন্তরিকতা ও লিল্লাহিয়াত পয়দা করার উদ্দেশ্যে নফসের সাথে জিহাদও ওয়াজেব। এ পরিষ্কার কথাটা লোকে কেন বোঝে না?

তাছাড়া জিহাদ কি শুধু নফসের সাথে সীমাবদ্ধ? এ ছাড়াওতো বহু জিনিস এর আওতায় আসে। যেমন সুকৃতির প্রসার ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধও তো জিহাদ। হাদীসে আছে- "অত্যাচারী বাদশাহের সামনে সত্য কথা বলাও বড় জিহাদ।" তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এর কোনটাই না শাহাদতে কোবরার মর্যাদার সমান হতে পারবে, না মোজাহেদীনদের প্রতিদানের সমকক্ষ হতে পারবে। শাহাদতে কোবরার আকাঙ্খা থাকলে তার জন্য একটি পথই রয়েছে, আর তা হ'লো- আল্লাহর পথে প্রাণ দান করা।

## *শেষকথা*

প্রিয় ভাই সব! যে জাতির মরণ পদ্ধতি সুন্দর, যারা সম্মানের মরণে অভ্যস্ত তারা দুনিয়াতে সম্মান পায় এবং আখেরাতেরও পায় জান্নাত। দুনিয়ার মহব্বতে আমাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে এবং মরণের প্রতি করেছে ভীত। সূতরাং জিহাদের জন্য প্রস্তুত হও এবং ভালোবাসো মরণকে, তাহলে জীবন তোমাকে খুঁজে নেবে। স্মরণ রেখো মরণতো হবেই, আর তা এক বারই হবে। তবে এ মরণ যদি খোদার পথে আসে তাহলে দুনিয়াতেও কামিয়াবী হবে এবং আখেরাতেও। আর আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, হবে তো তাই, আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করোঃ

www.pathagar.com

"অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর চিন্তার পর সান্ত্বনা অবতরণ করেছেন। অর্থাৎ নিদ্রা যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং অপর দল যারা নিজ প্রাণের চিন্তায় মগ্ন, তারা জাহেলী ধারণার বশে আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য চিন্তায় বলে, এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মীমাংসায় আমাদের কি কোনো স্থান নেই? বলে দিন, সমস্ত বিষয় আল্লাহর এখ্‌তিয়ারে। তারা (মনের কথা) অন্তরে লুকিয়ে রেখে তোমাদের কাছে 'না' বলছে এসব কাজে তোমাদের কোন অংশে থাকলে এখানে আমরা মারা যেতাম না। বলে দিন, তোমরা যদি ঘরেও থাকো আর তোমাদের হত্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা অবশ্যই হত্যার স্থানে পৌঁছে যাবে। কারণ আল্লাহ পরীক্ষা করবেন যা তোমাদের মনে রয়েছে। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞানবান।"

অতএব তোমরা সম্মানজনক মরণের আন্বেষী হও, নেকী তোমাদের আশ্রয় দেবে এবং সাফল্য তোমাদের পদ চুম্বন করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করান এবং আমাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করুন।

www.pathagar.com

# আধুনিক পদ্ধতিতে আমাদের দাও'য়াত

আমাদের দাও'য়াতের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো যে, তা খোদায়ী এবং মানবিক দুই-ই। এই জন্য খোদায়ী যে, আমাদের সকল উদ্দেশ্য এবং সমস্ত পরিকল্পনার প্রাণ হ'লো আল্লাহকে জানা। আমরা চাই যে, মানুষ স্বীয় প্রভুকে জানুক এবং তাদের মধ্যে এমন আত্মিক বলিষ্ঠতা সৃষ্টি হোক যাতে সে নিজেকে বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্ত, পরম পবিত্র এবং উন্নত মানবিক পরিবেশ প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং উক্ত পরিবেশের মনোরম সৌন্দর্যে চক্ষু শীতল হয়। আমাদের ভাইদের আওয়াজ হ'লো, আল্লাহ সন্তুষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য এবং ইহা আমাদের অন্তর-উত্থিত আওয়াজ। আমাদের এ দাওয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে নতুন করে সেই খোদায়ী সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যা ভুলে গিয়ে আজ তারাই ভুলের স্বীকার হয়েছেঃ "মানব মন্ডলী! ইবাদত করো তোমাদের সেই প্রভুর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যারা তোমাদের পূর্ববর্তী তাদেরও। তাহলে তোমরা পরিত্রাণ পাবে।" বস্তুতঃ ইহাই সেই রাজ-চাবী যাদ্বারা মানবিক দুর্দশার সে তালা খোলা যেতে পারে যা বস্তুবাদ লাগিয়ে রেখেছে মানব জীবনের সকল শাখায় এবং যা খুলতে মানবতা আজ ব্যর্থ। বর্তমানে এ চাবির ব্যবহার ছাড়া অবস্থা আয়ত্তে আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মানবিক এজন্য যে, গোটা মানবগোষ্ঠী এর লক্ষ্য। এর দৃষ্টিতে সকল মানুষ ভাই ভাই। তাদের উৎস অভিন্ন। বাপ এক, গোষ্ঠী এক এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সেই যে অধিকতর আল্লাহ ভক্ত এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ। নীচের আয়াতে তারই ইশারা রয়েছেঃ

"হে মানব মন্ডলী! তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি একটি মাত্র প্রাণী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এ দুই থেকে বহু নর-নারীর বিস্তার করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার নিকট তোমরা যাচনা করো, এবং রক্ত সম্পর্কে ঠিক রাখবে, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নেগাহেবান, রক্ষক।"

সূতরাং আমরা বংশভিত্তিক জাতীয়তা মানি না, আমরা বর্ণগত ও বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা নই। আমরাতো এই ভ্রাতৃত্বেরই বার্তাবহ যা ন্যায়পরায়নতা এবং মানবিক কল্যাণ কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

একবার জনৈক পাশ্চাত্য নেতার একটা রচনা আমার নজরে পড়ে। তিনি তাতে সমগ্র মানবতাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। মানবতার প্রতিষ্ঠাতা, মানবতা রক্ষক এবং মানবতা লুণ্ঠনকারী। তিনি নিজের জাতিকে মানবতার প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবী করেছেন। অপর একটা পাশ্চাত্য জাতিকে বলেছেন মানবতার রক্ষক এবং (আমরা) প্রাচ্যবাসীদের তিনি আখ্যা দিয়েছেন মানবতা লুণ্ঠনকারী। ভাবুন, এ বিভাগ কত অন্যায় এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, সমগ্র মানব মন্ডলী যে পরিবেশে এবং পৃথিবীর যে অংশে বাস করুক, যত বড় যোগ্যতার অধিকারী হোক এবং যত উন্নত সভ্যতার ধ্বজাধারী হোক, তার শিরায় প্রবাহমান রক্ত এক ও অভিন্ন এবং সমস্ত মানুষের সৃষ্টি একই মাটি থেকে হয়েছে। সুতরাং যে কোনো মানুষ সভ্যতার আলো পেলে সে নিজ স্তর থেকে উন্নততর স্তরে পৌঁছতে পারে। যে পরিমাণ আলো পাবে সে পরিমাণই সে উন্নতি করতে পারবে। এই পৃথিবীতে এমন কোন অংশ নেই যে আপন একান্ত অবস্থা ও নির্দিষ্ট পরিবেশে সংস্কার ও উন্নতির যোগ্যতা রাখে না। তা' ছাড়া এই প্রাচ্যবাসী, যাদের তিনি মানবতা লুণ্ঠনকারী আখ্যা দিয়েছেন, তাদের তরফ থেকেই সর্বদা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব- সূর্য উদিত হয়েছে এবং ঐশি বাণী ও রেসালাতের পরশ সর্বাগ্রে তাদেরই অঙ্গিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। পাশ্চাত্য জগত সব সময়ই আলো পেয়েছে প্রাচ্যের পাওয়ার হাউস থেকেই এবং যখনই ঐশিবাণী ও রেসালাতের পরশ তাদের কাছে পৌঁছেছে, এদেরই তরফ থেকে পৌঁছেছে। প্রাচ্যের এ গৌরব চিরকালের এবং এ সাহায্য এদের চিরকালের মাথার মুকুট। এ একটি উজ্জ্বল সত্য, গোঁড়া হঠকারী কেবল ইহা অস্বীকার করতে পারে। তা ছাড়া কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষের এটা শোভা পায় না। মানুষ যখন প্রতারিত হয় এবং আচ্ছন্ন হয় তার বোধি অন্ধকারে, তখনই কেবল তার মনে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। নিঃসন্দেহ যে, এ ধরণের চিন্তা কোন সভ্যতার জন্ম দিতে পারে না এবং পারে না উহা কোনো সংস্কৃতির ভিত্তি হতে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অনুরূপ মানসিকতা বিদ্যমান থাকবে যা আপন ভাই সম্পর্কে এহেন মনোভাব পোষণ করবে, ততক্ষণ শান্তি নিরাপত্তার প্রভাত-সূর্য উদিত হতে পারে না। শান্তি-নিরাপত্তার সূর্য তখনই উদিত হতে পারে যখন মানুষ পুনরায় ভ্রাতৃত্বের পতাকা সমুন্নত করবে এবং প্রসারিত করবে বন্ধুত্বের হাত তার প্রশস্ত ও শান্তিময় ছায়াতলে। আর এটা' সম্ভবও নয় যতক্ষণ মানুষ ইসলামকে নিজেদের দিশারী হিসেবে গ্রহণ না করবে। কোরান ঘোষণা করেছেঃ

www.pathagar.com

"হে মানব মন্ডলী! আমরা তোমাদেরকে একটি নর ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং বিভক্ত করেছি তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ ভক্ত সেই আল্লাহর নিকট সকলের চেয়ে প্রিয়।"

এরই ব্যাখ্যায় মহানবী রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে বংশ অহংকার প্রচার করে সে আমাদের নয়, এবং যে বংশ অহংকারের জন্য মৃত্যুবরণ করে সেও আমাদের নয়।"

এ কারণেই ইখওয়ানদের দাওয়াত খোদায়ী এবং মানবিকও।

## বস্তু ও প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে

পৃথিবীতে মানবের আগমন থেকেই মানব বুদ্ধি তিনটি স্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে। এটাকে তিনটি চিন্তাধারাও বলা যেতে পারে। অধিকাংশের মত হলো যে, হেদায়েতে এলাহী উহাকে আপন আশ্রয়ে টেনে না নিলে উহার এ অবস্থাই অক্ষুন্ন থাকবে। প্রথম স্তরে প্রকৃতির পূজা এবং সারল্য ছিল প্রধান। আর মানব বুদ্ধি অবনত ছিল গুপ্ত রহস্য ও অদৃশ্য শক্তির কাছে। সূতরাং সব কিছুই তারা তাতে সমর্পণ করত এবং ব্যাখ্যা করত যাবতীয় ঘটনা উহারই দর্পণে। নিজেদের সম্পর্কে তারা ভাবতই না যে, তারাও কিছু করতে পারে বা ভাবতে পারে। মানব ইতিহাসের আদিপূর্বে, যখন তারা পৃথিবীতে বাস করতো, কিন্তু পৃথিবী তাদের জানতো না এবং তারাও পৃথিবীকে জানতো না তখনই অধিকতর মানুষ অনুরূপ অবস্থার স্বীকার ছিল। সম্ভবত কতিপয় জাতির অবস্থা আজ-ও তাই রয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় মানুষের উপর বস্তুবাদের প্রভাব থেকে। তারা অজানা সত্যকে অস্বীকার করে, তারা অবোধ্য শক্তিকে করে প্রত্যাখ্যান এবং একে তারা যুক্তি সংগত মনে করে। এ সংক্রান্ত কোন কথা শোনা তদুপরি আলোচ্য বৈজ্ঞানিক মূলনীতির অধীনে তারা যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণা এবং ধারাবাহিক সন্ধান অনুসন্ধান ও দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আগত বাহ্য জগত সম্পর্কিত মানব জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে নিরেট বস্তুবাদী পদ্ধতিতে। অধুনা মানুষ প্রকৃতির অনেক অজানা শান্তিকে জেনেছে এবং সন্ধান পেয়েছে বিপুল বস্তু-বৈশিষ্ট্যের। ফলে তাদের মাথা আরো বিকৃত হয়ে গেছে এবং ভাবতে শুরু করেছে যে, এভাবে তারা অবশ্যই সকল সৃষ্টি এবং রহস্য অবগত হতে পারবে। বস্তুতঃ আজও তাদের অজ্ঞতার তুলনায় জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে সমুদ্রে বারি বিন্দু অথবা মরুভূমে বালুকণা মাত্র।

www.pathagar.com

এ স্তরে বস্তুবাদী মানুষ আল্লাহতত্ত্ব, নবুয়্যত, আখেরাত, কর্মফল, আত্মিক জগত এবং এদতসম্পর্কে সমস্ত কিছুকেই অস্বীকার করেছে। এখন তাদের দৃষ্টিতে আছে একমাত্র এই ছোট জানা পৃথিবীটি। তার যাবতীয় প্রকাশকে তারা বস্তু চক্ষে দেখে এবং নিজেদের নির্ভেজাল বস্তু তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে।

"অতএব তোমরা আল্লাহর আশ্রয়ে চলে এসো, আমি তারই তরফ থেকে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।" (কোরআন)

www.pathagar.com

# জাতীয়তাবোদের আলোকে

## *জাতীয়তাবাদ, আরববাদ, বস্তুবাদ এবং এ গুলোর স্থান*

একদিকে ইহা আমাদের মৌখিক দাওয়াত, এদের দাবী হ'লো মানুষ জড়বাদ মুক্ত হোক, তার সয়লাবের মোকাবেলা করুক, তার বিদ্রোহ দমন করুক, তার শক্তি নষ্টের চেষ্টা করুক এবং এর বিপরীতে আল্লাহতে ঈমান স্থাপন করবে, তাঁরই দিকে ফিরে আসবে, তাঁরই উপর পূর্ণ আস্থা রাখবে এবং যে কোন কাজের সময়ে তাঁকে উপস্থিত মনে করবে। অপর দিকে ইহা একটি মানবিক দাওয়াত, ইহা মানব সন্তানকে ভ্রাতৃত্বের পয়গাম দেয় এবং বিশ্ব-মুক্তির জন্য প্রয়াস তৎপরতা চালায়। কারণ ইহা একটি ইসলামী দাওয়াত, এবং ইসলাম কোন বিশেষ বংশ জাতের জন্য নয়, উহা সমগ্র মানবের জন্য এসেছে। নীচের আয়াতে ইহা সত্যই সুস্পষ্টঃ

"অত্যন্ত কল্যাণময় তিনি যিনি অবতীর্ণ করেছেন ফোরকান স্বীয় বান্দার উপরে সমগ্র বিশ্বের সতর্ককারী রূপে।"

"বলো হে জন মন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের নিকটে প্রেরিত হয়েছি আল্লাহর তরফ থেকে যার জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহী। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই। তিনিই মারেন এবং জীবিত করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবী-এ উম্মীর প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখো এবং তাঁরই অনুসরণ করো। তাহলে অবশ্যই তোমরা পথের দিশা পাবে।

"আমরা আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদ বাহক ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।"

নবীর (সঃ) আবির্ভাব সকলের জন্য হয়েছিল। তাই আমাদের দাওয়াতও সকলের জন্য। তা সকল মানুষকে পথের সন্ধান দেয়, সকলকে ভ্রাতৃত্বের সবক শেখায় এবং সকলের মুক্তির চেষ্টা সাধনায় লিপ্ত। উহা বর্ণ ও বংশের প্রভেদ স্বীকার করেনা এবং জাতি ও স্ব-দেশিকতার স্বতন্ত্রেও প্রভাবিত হয় না। অধুনা বিভিন্ন জাতি ও তার নেতাদের মুখে কতিপয় কথা শুনা যায়। এগুলো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের পরিচায়ক। তোমরা জিজ্ঞেস করবে আমাদের দাওয়াতে এগুলোর স্থান কোথায়? প্রিয়জনেরা আমার! আমাদের দাওয়াতের প্রত্যেকটি কথা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে বটে। কিন্তু এর কারণ এ নয় যে, আমরা সকলকেই খুশী রাখতে চাই অথবা চিন্তা

www.pathagar.com

ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে আমরা কোন রকম লৌকিকতার পক্ষপাতী। এর একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের দাওয়াত প্রায় অনুরূপ প্রকৃতির। এ দাওয়াতটি হলো অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক।

ক) অতএব মিসরিত্ব বা মিসরী জাতীয়তাবাদের স্থান আমাদের দাওযাতে তা-ই যা তার প্রাপ্য। এর প্রাপ্য হলো যে, সর্বতঃভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমরা ধন-প্রাণ দিয়ে এজন্যে প্রস্তুত। আমরা সকলেই মিসরী, এ মিসরের মাটিতেই আমাদের জন্ম। এখানেই আমরা লালিত-পালিত হয়েছি এবং এখানেই বিচরণ করছি। আর মিসর হলো সেই ভূমি, এক যুগে সেখানে ঈমানের কেন্দ্র ছিল।

আনন্দের সাথে যে ইসলামকে স্বাগতঃ জানিয়েছিল এবং নিজ এলাকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে মিসর ইসলামকে রক্ষা করেছে, বাঁচিয়েছে দুশমনের ছোবল থেকে পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে। তাকে গ্রহণ করেছে সদিচ্ছা ও পবিত্র বাসনার গভীরে, তাকে লালন করেছে এবং এখনও সে ইসলাম দ্বারাই সেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। ইসলামই তার সকল রোগের একমাত্র চিকিৎসা। ইসলামের বাস্তব পরশই একে সুস্থ ও সবল করতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী চিন্তার হেফাজত এবং উহার পরিচর্যার দায়িত্বও এরই উপর ন্যস্ত হয়েছে। সূতরাং আমরা মিসর ও মিসরের কল্যাণের জন্য কেনো সচেষ্ট হবো না? আপন শক্তি সামর্থ দিয়ে কেনো তাকে রক্ষা করবো না? কী করে বলা যায় যে, মিসরী জাতীয়তাবাদ কোনো মুসলমানের ঈমানী বাসনা প্রসূত হতে পারে না। আমরা আমাদের প্রিয় দেশপ্রেমিক, এটা আমাদের অহংকার। এর জন্য আমরা ত্যাগ ও কোরবানী করি এবং তার কল্যাণ স্বার্থে আমরা সংগ্রামশীল। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ আছে, এ দেহ তার জন্য উৎসর্গ রইল। কারণ এটাই হ'লো আমাদের অভীষ্ট উন্নতির প্রথম সোপান। আরব একটি সমগ্র জন্মভূমি। আর মিসর তারই অংশ বিশেষ। সূতরাং মিসরের কল্যাণের জন্য যে কোনো চেষ্টা সংগ্রাম বস্তুতঃ আরববাদ, প্রাচ্যবাদ এবং ইসলামের অনুকূলেই গণ্য হবে।

সূতরাং এতে কোন ক্ষতি নেই যে, আমরা মিসরের প্রাচীন ইাতহাস, ঐতিহ্য, মিসরীয় সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শনাদি, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গবেষণা প্রচেষ্টাকে সম্মান ও সু-নজরে দেখি। আমরা প্রাচীন মিষরকে এজন্য মোবারকবাদ জানাই যে, তা একটি গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা, সগৌরব গরিমা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নক্ষত্র-রাজিতে সুশোভিত। তবে, আমরা অবশ্যই এ চিন্তা ধারার বিরোধী যে, তাকে জীবন-পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা হবে,

www.pathagar.com

জন্‌গণকে সেদিকে আহ্‌বান করা হবে এবং চেষ্টা করা হবে মিসরীয় সভ্যতাকে তারই রঙে রাঙাবার। আর তা হয় কিভাবে? আল্লাহ আমাদিগকে ইসলামের মত পরিপূর্ণ ব্যবস্থা দান করেছেন। তার শিক্ষার বদৌলতেই মিসর সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। তার জন্য সে আপন মনে স্থান সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া এরই বরকতেই তার দৃষ্টি আলোকোজ্জ্বল হয়েছে। এর কারণেই তার সম্মান ও গৌরবের আকাশে আজ পূর্ণ চন্দ্রের অধিষ্ঠান। প্রাচীন মিসর শিরক এবং মূর্তি পূজায় আক্রান্ত ছিল এবং পরিপূর্ণ ছিল বর্বরতায়। ইসলাম দ্বারাই সে তা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আচ্ছা এরূপ পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ত্যাগ করে দ্বিতীয় কোন পঙ্গু ব্যবস্থা গ্রহণের কি বৈধ কারণ হতে পারে?

খ) আরববাদ, বা আরবলীগও আমাদের দাওয়াতে বিশেষ স্থানের অধিকারী। কারণ, আরব জনগণই ইসলামের প্রথম জাতি এবং তার নির্বাচিত সেনাদল। নবী করীম (সঃ) বলেন "আরবরা পশ্চাদপদ হলে ইসলাম-ও পশ্চাদপদ হয়ে যাবে।" কোন সন্দেহ নেই যে, আরব ঐক্য ও আরবের উন্নতি ছাড়া ইসলামের উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্যই আমরা আরবের যে কোন অঞ্চলের এক হাত পরিমাণ জমিকেও নিজেদের ভূমির অংশ এবং মাতৃভূমির অঙ্গবিশেষ মনে করি।

এ ভৌগলিক সীমানা এবং রাজনৈতিক বিভাগ কি করে আমাদের মন থেকে আরবী ইসলামী ঐক্যের গুরুত্ব ও মর্যাবোধকে বিলুপ্ত করতে পারে? আরবলীগ অসংখ্য মনের একই বাসনা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বাঁধন সৃষ্টি করেছে। পরিণত করেছে আরব রাষ্ট্র সমূহকে এক ও অভিন্ন জাতিতে। এ ঐক্যকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদীরা যত ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত করুক, তাদের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) মনোপূত কথা বলেছেন। আরবদের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আরববাদ হলো ভাষা এবং ইসলামের নাম। হাফেজ ইবনে আসাকের ইমাম মালেরকের (রঃ) বরাত দিয়ে এ হাদীস পেশ করেছেনঃ

ঃ হে জনমন্ডলী! প্রভু এক, বাপ এক, ধর্ম এক এবং তোমাদের কারো আরবত্ব পিতা-মাতা সৃষ্ট নয়। বরং আরবত্ব বা আরববাদ হলো ভাষার নাম। যে আরবী ভাষায় কথা বলে সেই আরবী। এ উভয় মতবাদ সবৈ'র ভ্রান্ত এবং সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এটা প্রতিবেশ সম্পর্কে মানবের অজ্ঞানতার ফল। ইসলাম এসে মানুষকে আলোচ্য বিষয়ে সঠিক নিরীক্ষা দিয়েছে। অতএব আত্মিক জগতকেও প্রমাণ করেছে এবং সকল সৃষ্টির স্রষ্টা

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে তা মানুষের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করেছে। আরো নির্দেশ করে এ পার্থিব জগতের পরে আগত পর জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? তা আল্লাহতে বিশ্বাসকে আত্ম-শুদ্ধির ভিত্তি হিসাবে গণ্য করে। কারণ সর্বতঃ তার সম্পর্ক আত্মিক জগতের সাথে এবং বিশ্বাস ছাড়া তার সংশোধন সম্ভব নয়। তা অজানা অদৃশ্য জগৎকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে মন তাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে এবং বুদ্ধিলব্ধ ও বাহ্য বস্তুর সাথে তার কোন বিরোধ না হয়। একই সাথে তা এই বস্তুজগতকেও স্বীকার করে এবং ঘোষণা করে যে, মানুষ যদি এই পৃথিবীকে সত্যের সাধন ক্ষেত্র রূপে তৈরী করে এবং কল্যাণ সীমার আওতায় থেকে তা দ্বারা উপকৃত হয় তাহলে এই পৃথিবী তাদের জন্য কল্যাণ আর কল্যাণময়। পৃথিবী ও আকাশের রাজত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠু এবং পবিত্র মনে চিন্তা করার আহ্বান জানায় এবং তা মনে করে যে, এই ধ্যান এবং চিন্তাই স্রষ্টাকে জানার নিকটতম উপায়। এভাবে এ ধর্ম আমাদেরকে একটি নতুন চিন্তাধারা শেখায় যা বস্তুতঃ সব চেয়ে ব্যাপক, সবচেয়ে পরিপর্ণ, সব চেয়ে কল্যাণকর, এবং জীবনরহস্য ও সৃষ্টি প্রকৃতির সাথে সবচেয়ে সম্পৃক্ত। তার কথা হলো, মানুষ বুদ্ধিকেও ব্যবহার করবে এবং তা থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু সে অদৃশ্যে বিশ্বাসের রজ্জুকে কখনও হাত ছাড়া করবে না। কারণ কার্যতঃ আমাদের সম্পর্ক একটি পৃথিবীর সাথে নয়, বরং দুটি জগতের সাথে এবং অসংখ্য বস্তুর প্রকাশ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কার্যতঃই আমরা অপারগ। যে সব মৌলিক সত্যের মাঝে আমরা অবস্থিত সে সমূদয়ের উপলব্ধিতেও আমরা অক্ষম। উহাদের সন্ধানে আমরা এক অজানা রহস্য থেকে অপর অজানা রহস্যে বিচরণ করছি। অবশেষে এ অযোগ্যতাকে আমরা আল্লাহর মহত্বের কাছে সমর্পণ করি এবং আমরা উপলব্ধি করি মনের গভীরে ঈমানের প্রবলতর আহ্বান। কারণ, ঈমান আমাদের প্রকৃতিভূক্ত এবং তা আমাদের প্রকৃতির একটি শক্তিশালী স্বভাব। তা আমাদের অন্তর ও আত্মার জন্য একান্ত অপরিহার্য্য, যেমন অপরিহার্য্য দেহের জন্যে পানি, খাদ্য ও বাতাস। তাছাড়া আমরা স্পষ্টভাবে অনুভব করি যে, মানবিক সংশোধনের জন্যে এমন একটি আত্মিক বিশ্বাস অপরিহার্য্য যা মানব মনে আল্লাহ ভীতি এবং তাঁর তত্ত্বাবধানের অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং তাঁকে জানার অদম্য উৎসাহ জন্মে। অতএব ইহা অপরিহার্য্য। আমরা সেই ঈমানের দিকে এবং কর্মফল সম্পর্কে কখনো যেন অচেতন না হই।

" যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ নেকী করবে সে তাই দেখবে এবং যে অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাই দেখতে পাবে।" (কোরআন)

www.pathagar.com

অবশ্য আমরা জ্ঞানের রশিও শিথিল রাখবো। তা স্বাধীন ভাবে গবেষণা অনুসন্ধান চালাবে, সুষ্ঠ আবিষ্কার করবে, বস্তুকে কাজে লাগাবে, সৃষ্টির উপযোগী ও পৃথিবীর ভান্ডার থেকে উপকৃত হবে। এটাই আমাদের চিন্তাধারা এবং আমরা এরই দাওয়াত দিচ্ছি। আজও পাশ্চাত্যের সর্বাঙ্গ বস্তুবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন। বস্তু ছাড়া কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর নয় এবং উহা ভিন্ন কিছুই তারা বিশ্বাস করে না। এখানে বস্তু ছাড়া কিছুই তাদের অনুভুত হয় না। ফলে পাশ্চাত্যবাসীর মন থেকে মানব প্রীতির তাড়না শেষ হয়ে গেছে এবং শূন্য হয়ে গেছে তাদের বক্ষ খোদায়ী আত্মিকতা থেকে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীময় তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সৃষ্টি-আবিষ্কার, সম্পদ-সরঞ্জাম সিপাহী শৌর্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সাধারণ মানব চিন্তায় তারা গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আজ যখন পৃথিবী এই আগুনে ভাজা ভাজা হচ্ছে তখন আমাদের এই নতুন দাওয়াতের শিখা মিট্ মিট্ করে জ্বলছে এবং সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে, বস্তুতে আর প্রাণে বিচ্ছেদ ঘটিও না। দৃশ্য-অদৃশ্য উভয়ের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং নতুন করে আল্লাহকে জানো। জানা গেল যে, পারস্য উপসাগর থেকে আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলে মরক্কো এবং তানজানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এ সবগুলোই জাতিতে আরব, এরা একই ভাষা ও বিশ্বাসের সূত্রে বাঁধা। তাছাড়া এসব জাতির আঞ্চলিক সাদৃশ্যতা, পারস্পরিক সান্নিধ্য ও দূরত্বহীনতা এবং এদের সীমানা সমূহ সর্বপ্রকার ব্যবধান হীনতা আমাদেরকে একই ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করার জন্য কম কি। আমরা মনে করি, আরববাদ বা আরবত্বের জন্যে আমাদের যে কোন চেষ্টা সংগ্রাম বস্তুতঃ ইসলাম এবং বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণের পথই প্রশস্ত করবে।

গ) প্রাচ্যবাদঃ- আমাদের আন্দোলনে এরও একটি স্থান রয়েছে, যদিও এর প্রেরণাদায়ক ও উন্মেষক কারণটি সম্পূর্ণ বাহ্যিক ও সাময়িক। ঘটনা হলো এই যে, পাশ্চাত্যবাসীরা নিজেদের সভ্যতা নিয়ে অযথা অহংকারী হয়। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে শুরু করে এবং এই প্রাচ্য জাতিসমূহকে মোটেও সমীহ করেনি, এদের অনুভূতির প্রতি আদৌ কোন সম্মান দেখায়নি। এমনকি এদের সাথে কোন সম্পর্কই রাখেনি। এভাবে তারা সারা বিশ্বকে দু-ভাগে বিভক্ত করেছে। একটির নাম দিয়েছে প্রাচ্য অপরটির নাম দিয়েছে পাশ্চাত্য। কবি এ পর্যন্তও বলেছেন, প্রাচ্য প্রাচ্যই এবং পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই, এ দু'য়ের একত্রীকরণ সম্ভব নয়। এটাই প্রাচ্যবাসীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তারা ভাবতে বাধ্য হয় যে, পাশ্চাত্যবাসীরা

www.pathagar.com

তাদের শত্রু। কিন্তু আজও যদি প্রাশ্চাত্য-বাসীরা ন্যায়-পরায়ণ হয় এবং বাড়াবাড়ি ও অন্যের অধিকার হরণের প্রবণতা ত্যাগ করে তাহলে এ সাময়িক ও বিদ্বেষ প্রসূত রেষারেষির অবসান অনিবার্য। ফলে সকল জাতি সকলের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ চেষ্টায় তৎপর হবে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে তারা বিশ্বের উন্নতির জন্য।

ঘ) মানবিকতাঃ- এটাতো আমাদের পরম উদ্দেশ্যে, চরম লক্ষ্য সংস্কার ধারার চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা। আর দুনিয়া এ গন্তব্যে অবশ্যই পৌছবে। অতএব চিন্তা করো, একটি মাত্র শক্তিতে পরিণত হবার লক্ষ্যে এই যে জাতিসমূহের পারস্পরিক সমাবেশ, বিভিন্ন বংশ ও জাতির এই ঐক্য সংগঠন, এই দুর্বলদের এক কাতারে দন্ডায়মান এবং ঐক্যের উদ্দেশ্য এ এলোমেলো মানুষ গুলোর এক স্থানে সমাবেশ প্রভৃতি কি এ কথারই আভাস দিচ্ছে না যে, এই বংশগত এবং জাতিগত দলাদলি আজ অবসানের পথে। আর তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্ব চিন্তার শাসন ও মহারাজত্ব? এ ঐক্যের জন্য শুরুতে বংশগত ও জাতিগত দলাদলি অপরিহার্য্য ছিল। তাছাড়াও প্রয়োজন ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠনের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ, বৃহত্তর জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে। আর এ ভাবেই জন্ম নিতে পারে পরিণামে পূর্ণাঙ্গ এবং বিশ্বব্যাপী ঐক্য। সূতরাং সে লক্ষ্যস্থল এখন আর দূরে নেই। সামান্য দেরী হলেও যুগকে তথায় পৌছতেই হবে।

অতএব তাদেরকেও এটাকে লক্ষ্য মনে করতে হবে। এতে সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং সরবরাহ করতে হবে এই গম্বুজ নির্মাণে কিছু ইট। উহা নির্মাণের সমাপ্তি আমাদের একার কাজ নয়। প্রত্যেক কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বর্তমান দুনিয়াতে বহু সংগঠন ও আন্দোলন রয়েছে। এদর ভিত্তি সেই জাতীয়তাবাদ যার প্রতি জাতি সমূহ আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট এবং অনুপ্রাণিত। কিন্তু তাতে ভীত হবার কিছু নেই। এই হঠকারী মনোভাবের দরুন দুনিয়া তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। এ অভিজ্ঞতাই নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, মানুষের এক পর্যায়ে চেতনা আসবে এবং পূনরায় ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার ছায়ায় আশ্রয় নেবে। আর ইসলামতো এরই পথ রচনা করে দিয়েছে। যেমন, বিশ্বাস এক রেখেছে অতঃপর সকল ব্যবস্থা এবং সমস্ত কাজকেও ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করে দিয়েছে। এর সকল কর্ম বিভাগেই এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্তরিকতা বিদ্যমান। তথা মানুষের স্রষ্টা একজন, ধর্ম ও

www.pathagar.com

মযহাবের উৎসও এক, সকল নবীই পবিত্র ও সম্মানিত। সমস্ত আসমানী কিতাবই আল্লাহর এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সকল মানবের একত্রীকরণ।

"তিনি তোমাদের জন্যে সে ধর্মই দিয়েছেন, যে জন্য তিনি নূহকে তাকিদ করেছিলেন, এবং যে বিষয়ে তোমাকে ওহী পাঠিয়েছি এবং আমি যে ব্যাপারে ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসাকে তাকীদ করেছি যে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং ধর্মের ব্যাপারে দলাদলি করো না।" (কোরআন)

উক্ত ধর্মের ভিত্তি কোরআন আরবী ভাষায় এবং নামায সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবাদত। আর ঈমানী ঐক্যের পর ভাষার পর ভাষার ঐক্যের জন্য এটাই বাস্তব পন্থা। তাছাড়া নামায-রোজা ও হজ্জ-যাকাত সবই যৌথ ফরয। ইহাও এর প্রধান উদ্দেশ্যের একটি যে, এতে ঐক্য মজবুত হবে, সকলের কলেমা এক থাকবে, আপোসের দূরত্ব দূর হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে মাঝখানের ব্যবধান এবং উঠে যাবে আদম সন্তানের মাঝখানের সকল দেয়াল। অনুরূপ, আমাদের দাওয়াতেরও কয়েকটি স্তর রয়েছে। খোদা ইচ্ছা করেন তো আমরা সমস্ত স্তর অতিক্রম করবো এবং উপনীত হবো আমাদের গন্তব্য স্থলে। আমরা মিসরে এমন একটি ইসলামী হুকুমাতের প্রত্যাশী, যা ইসলামের দাওয়াতকে মহত্বতের আসনে স্থান দেবে, সকল আরব জাতিকে একই লক্ষ্যে সমবেত করবে এবং তার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য সংগ্রাম সাধণা করবে যা বিশ্বের সকল মুসলমানকে জালেমদের থেকে মুক্ত করবে এবং খোদার কলেমা ও পয়গামকে সারা বিশ্বে এমনভাবে প্রচার করবে যাতে শিরকের নামও না থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্যের মনোরম দৃশ্য দেখা যাবে।

## *আত্মার জাগরণ, ঈমান, উন্নতশির এবং আশা*

মানুষ আন্দোলনের প্রকাশ্য কার্যাদি এবং বোধগম্য কর্মকান্ডসমূহই দেখে থাকে। সাধারণতঃ তাদের দৃষ্টি উহার অন্তর্নিহিত প্রেরণা এবং আত্মিক উৎসাহ সৃষ্টিকারী কারণ সমূহের প্রতি নিবদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ এগুলোই যে কোন আন্দোলনের প্রাণ, এর স্থায়ীত্বের উপাদান এবং গতিবৃদ্ধি এবং সাফল্যের লক্ষ্য বিন্দু। এটি একটি প্রকৃত সত্য। আন্দোলনের ইতিহাস মোটেই জানে না, এমন ব্যক্তিই কেবল এতে দ্বিমত করতে পারে। যে কোন আন্দোলনেরই বাহ্যিক তৎপরতার পিছনে এমন একটি অস্থির আত্মা এবং এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে, যা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তার পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং অধীর অস্থির মনকে তার দিকে আকৃষ্ট করে। সূতরাং অন্তর আত্মা এবং প্রেরণা ও অনুভূতির প্রকৃত জাগরণ ছাড়া কোন জাতির পক্ষেই উন্নতি সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

"আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্যই পরিবর্তন করেন না, যদি না তারা স্বয়ং নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।" (কোরআন)

এ জন্যই আমরা যে বিষয়ে সব চেয়ে বেশী ভাবি, তাহলো আত্মিক জাগরণ। এর উপই আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি নির্ভরশীল এবং এটাই এর উন্নতি ও সাফল্যের চাবিকাঠি। জাগ্রত আত্মা, সজীব প্রাণ, সুস্থ উপলব্ধি এবং অনুভূতিই আমাদের প্রধান অন্বেষণ এ আন্দোলনের লক্ষ্য, বিভিন্ন বাস্তব সংস্কার, তার প্রচার ও প্রকাশ সম্পর্কে আমরা তেমন চিন্তা করি না। আমাদের চিন্তা হলো মানব মনকে কিভাবে এ চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত করা যায়।

আমরা এমন জীবন তালাশ করছি, যারা জীবন-সমৃদ্ধি ও যৌবন তাড়নায় উম্মাদ, এমন প্রাণের অন্বেষণ করছি, যা উচ্ছলতা ও তারুণ্যে পরিপূর্ণ, এমন উদ্যম খুঁজছি যা মর্যাদা বোধ ও উত্তেজনা, জোশ ও তেজদীপ্ততা এবং প্রেরণা উদ্বেলতার নমুনা বিশেষ। আমাদের এমন সব আত্মা দরকার যাতে রয়েছে উন্নত দৃষ্টি, কর্ম চাঞ্চল্য এবং উদ্যম। যার সামনে রয়েছে একটি উন্নত পরিকল্পনা এবং একটি বলিষ্ঠ লক্ষ্য। যার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং যাকে পাওয়ার জন্য তারা সদা অস্থির। অতঃপর প্রয়োজন, এ লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ, উক্ত প্রেরণা ও অনুভূতির যৌক্তিক পরিণতির লক্ষ্যে কতিপর সীমানা নিরুপণ। এরপর লক্ষ্য সমূহ প্রেরণাকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করতে হবে যাতে ঐটাই তাদের বিশ্বাস ও ঈমানে পরিণত হয়। অন্যথায় এ জাগরণ মরুভূমিতে হারানো প্রদীপের সাথেই তুলনীয় যার আলো বা উত্তাপ কিছুই নেই। এমতাবস্থায় এসব উদ্দেশ্যের গতিপথ নির্ধারণ এবং তার গন্তব্য নিরুপণ করে কি হবে।

আমরা আমাদের আন্দোলনকে অনুরূপ প্রথম শ্রেণীর আন্দোলন রূপে পরিচালনা করতে চাই। আমাদের একান্ত ইচ্ছা এসব আহ্বান সেই পুরানো আহ্বানের প্রতিধ্বনি হবে যা চৌদ্দশত বছর পূর্বে মক্কা প্রান্তরে হয়েছিল। সুতরাং ভাল হবে যদি আমরা সে যুগেরই অনুসরণ করি, তা থেকেই সংস্কারের পদ্ধতি ও আন্দোলনের ধরন শিক্ষা করি যা নবুয়তের নূরে ভাস্বর এবং আল্লাহর ওহীর গৌরবদীপ্ত আলোকে উজ্জ্বল ছিল। অতঃপর ভাবতে হবে, এটা নূরে এলাহীর কোন্ দ্যোতি এবং কোন্ চন্দ্রা দীপ্তি যা দ্বারা নবী (সঃ) সাহাবা কেরামদের অন্তরকে এমনভাবে আলোকোজ্জ্বল করেছিলেন যে, এত গভীর অন্ধকারেও তাঁরা এমনভাবে জেগে উঠেন। এ কোন্ আত্মিক শরাব ছিল যা নবী করীম (সঃ) তাঁদের পান করান এবং তাঁদের মধ্যে জীবন ও তারুণ্যের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে এত ফুল ফুটে, প্রেরণা ও অনুভূতি অংকুরিত

www.pathagar.com

হয় এবং উন্মেষ ঘটে তাঁদের মধ্যে বোধ ও উপলব্ধির। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মধ্যে তিনটি উপলব্ধির জন্ম দিয়েছিলেন। এগুলোই তাদের শিরায়-শিরায় মিশে গিয়েছিল, তাঁদের মন মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল এবং চমকে উঠেছিলেন তাঁরা এরই আলোকে।

ক) তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনিত ধর্মই সত্য, অন্য সবই বাতিল। তাঁর (সঃ) পয়গামই শ্রেষ্ঠ পয়গাম, তাঁর পথই উত্তম পথ এবং তাঁর ব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। আর এরই উপরে নির্ভরশীল বিশ্ব-মুক্তি। তিনি সব সময় তাদের এমন সব আয়াতই শোনাতেন যা তাদের উক্ত চিন্তায় উম্মাদ করে দিতো এবং এর উপলব্ধি দ্বারা এদের রক্তে উত্তাপ সৃষ্টি হ'তো।

আর পবিত্র কোরআনে তো এ শ্রেণীর আয়াত অসংখ্য রয়েছেঃ

"তোমাদের নিকট ওহী রূপে যা পাঠানো হয়েছে তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। নিঃসন্দেহে তোমরা সরল পথে আছো। এ অবশ্যই তোমাকে ও তোমার জাতিকে স্মরণের জন্য। অচিরেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।''

(কোরআন)

''তাহলে তুমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। নিঃসন্দেহে তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর রয়েছো।" (কোরআন)

"অতঃপর না; তোমার প্রতিপালকের কসম। তারা ঈমানদার বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের দ্বারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের মীমাংসা করাবে। অতঃপর তুমি যে মীমাংসা করবে তাতে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকবে না এবং তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করবে।" (কোরআন)

সূতরাং এ সত্যকে তারা বিশ্বাস করে, এ অনুভূতিতে তারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং পূর্ণ হয় তাঁদের মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ রূপে।

খ) তাঁরা দৃঢ়ভাবে এটাও বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাঁরা সত্যের সৈনিক এবং আলোক বিচ্ছুরক আর অন্যেরা অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য তাঁদের কাছে আসমানী হেদায়াতও দান করা হয়েছে। তাদের কর্তব্য হলো তাঁরা অন্যদের শিক্ষকতা করবেন, একজন ওস্তাদের মত পরম নম্রতা ও হৃদ্যতা সহকারে তাদেরকে দীক্ষা দেবেন। তাদেরকে কল্যাণ ও হেদায়েতের বানী শেখাবেন, তাদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করবেন এবং চিকিৎসা করবেন তাদের যাবতীয় রোগের। কোরআনেও এ বিষয়ে যথেষ্ট তাকিদ রয়েছে এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাঁদেরকে এ দায়িত্বের কথা বার বারঃ

www.pathagar.com

"তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছো। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস রাখবে।" (কোরআন)

"এবং অনুরূপভাবে আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী জাতি রূপে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা মানুষের ক্ষেত্রে সাক্ষী হও এবং রাসূল (সঃ) তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী রইলেন।" (কোরান)

"আল্লাহর পথে জিহাদ করো জিহাদের মতো, তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং ধর্ম ক্ষেত্রে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেন নি।" (কোরআন)

সূতরাং এটাও তাঁরা বিশ্বাস করেন। এ উপলব্ধিতে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন এবং সেভাবেই কর্মতৎপর হন।

গ) তাঁরা আরো বিশ্বাস করতেন যে, যতক্ষণ তাঁরা সত্য নিষ্ঠ থাকবেন, তাঁকে সম্মানের চাবি এবং মর্যাদার বস্তু মনে করবেন, আল্লাহ তাদের সাথে থাকবেন, তাদের পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করবেন, তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী না থাকলে তিনি তাদের সাহায্য করবেন, তারা বিপদে পতিত হলে, তিনি তাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন, মানুষ তাদের বিরোধীতা করলে তিনি তাদের দমন করবেন যেথায় থাকবেন। তাঁর ছায়া তাদের মাথার উপর থাকবে। মাটির সেনারা তাদের প্রতি বিরূপ হলে আসমানী সেনারা তাদের জন্য আত্মদান করবে। রাসূলে-খোদাও পদে পদে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং কোরআনেও ঘোষণা করেছেন এ কথা বার বারঃ

"এ পৃথিবী অবশ্যই আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তার উত্তরাধিকার দেন এবং চূড়ান্ত বিজয় মুত্তাফিকদের জন্যই।" (কোরআন)

"অবশ্য আমার নেক ও যোগ্য বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকার পাবে।" (কোরআন)

"এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সাহায্য করবে যে তাকে সাহায্য করে, সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সর্ব শক্তিতে শক্তিমান।" (কোরআন)

"আল্লাহ তাঁর কাজে বিজয়ী কিন্তু অনেকেই তা জানে না।" (কোরআন)

"স্মরণ কর যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি অতএব তোমরা প্রতিষ্ঠিত রাখ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে।" (কোরআন)

www.pathagar.com

"আমার কর্তব্য হলো বিশ্বাসীদের সাহায্য করা।" (কোরআন)

"এবং আমি চেয়েছিলাম সাহায্য করতে তাদেরকে পৃথিবীতে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছে।" (কোরআন)

এ সব আয়াত তাঁরা পড়েছিলেন, হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং কাজের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আল্লাহর পয়গামের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস, স্বীয় সৌভাগ্যের অনুভূতি এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা এ তিন জিনিষের সাহায্যের প্রথম দিশারী (সঃ) সাহাবাদের অন্তরে জীবনাত্মা সঞ্চারিত করেছেন এবং দান করেছেন তিনি তাঁদেরকে তাঁর উদ্দেশ্যের উপলব্ধি। সূতরাং তাঁরা এ পয়গাম নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তবে, এটা শুধু তাঁদের মনে বা গ্রন্থেই শোভা পায় নি, বরং তাঁরা ছিলেন এর বাস্তব উদাহরণ। এ সময়ে একদিকে তাঁরা মহান প্রতিপালকের তরফ থেকে আপন সম্মান বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন, অপর দিকে আল্লাহর সাহায্যের আশায় তাঁদের অন্তর ছিল ভরপুর। অতএব দুনিয়া তাঁদের পদ চুম্বন করে এবং তাঁরা পৃথিবীতে এমন একটি অতি গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেন যা ছিল ইন্‌সাফ ও ন্যায়, রহমত ও হৃদ্যতার প্রতিচ্ছবি এবং উন্নততর মানবিক চরিত্রের বলিষ্ঠতায় সমৃদ্ধ। এভাবে জড়বাদের ধ্বংশলীলার অবসান হয়, আল্লাহর মাহিমা ছড়িয়ে পড়ে এবং উদ্ভাসিত হয়ে উঠে গোটা দুনিয়া আল্লাহর নূরে। আমরাও প্রথম এ তিনটি বিষয়েই দাওয়াত দিচ্ছি।

জন মন্ডলী! আমরা তোমাদেরকে নামাজ, রোজা, হুকুমত, আচরণ, ইবাদত, ব্যবস্থপনা ও কারবার সম্পর্কে আপাততঃ কিছুই বলছি না। আপাততঃ তোমাদের কাছে আমরা চাচ্ছি সজীব মন, প্রাণবন্ত আত্মা, সচেতন অন্তর এবং জাগ্রত অনুভূতি। আমরা চাই, আল্লাহর এই পয়গামের শ্রেষ্ঠত্ববোধ তোমাদের মনে প্রবেশ করুক, আপন সৌভাগ্য সম্পর্কে তোমাদের সঠিক উপলব্ধি হোক এবং সৃষ্টি হোক তোমাদের অন্তরে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যয়। তোমরা কি এজন্য প্রস্তুত?

## *মুসলিম ব্যক্তি, ঘর ও মুসলিম জাতি*

এ জবরদস্ত চেতনা এবং আত্মিক জাগরণ, আমরা যার দাওয়াত দিচ্ছি, সম্ভব নয় যতক্ষণ জীবনের আমুল পরিবর্তন না করা হয়, এবং তারও আগে দরকার এমন একটি কর্মক্ষেত্র যা সকল ব্যক্তি ও গোটা সমাজে ব্যাপ্ত।

ক) অবশ্যই এ জাগরণ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে। পরে একে একে তারা সে সব গুণের আধার হবে, ইসলাম যা চায়। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যে

www.pathagar.com

এমন সচেতন প্রজ্ঞাশক্তি দেখতে চায় যা ভাল-মন্দ বুঝতে সক্ষম। এমন সুস্থ বোধশক্তি আশা করে, যা সত্যাসত্য পার্থক্য করতে সমর্থ। এমন বলিষ্ঠ ইচ্ছা-শক্তি দেখতে চায়, যা ন্যায় পথে সামান্যতম-ও শিথিল হবে না এবং এইরূপ ভাল সতেজ ও সুঠাম দেহ দেখতে চায় যা সঠিক অর্থে মানবিক দায়িত্বাদি বহনে সক্ষম, সদিচ্ছাদির বাস্তবায়নে সমর্থ এবং ন্যায়ের সাহায্য করতে পারে পূর্ণ উদ্যমে। ইসলামে যে সব ব্যক্তিগত কর্তব্য রয়েছে তা মানুষের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টি করে। সূতরাং আল্লাহর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা সচেতন অন্তর্নিহিত শক্তির প্রবৃদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে মমতাবোধ সৃষ্টির পক্ষে ইসলামী ইবাদতের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ এবং কার্যকর উপায় আর কি হতে পারে? অনুরূপভাবে ইসলামী চিন্তার বৈশিষ্ট্য হ'লো তা বুদ্ধি ও মনকে সতেজ করে, এদেরকে গবেষণা ও অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে এবং জন্ম দেয় এদের মধ্যে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের শক্তি। অনুরূপভাবে ইসলামী চরিত্রের গুণ হলো উহা লৌহ কঠিন প্রত্যয় ও ইচ্ছা এবং দুর্জয় সাহস ও নির্ভীকতা সৃষ্টি করে। এমনভাবে পানাহার, শোয়া, বসা প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সব ধর্মীয় নিয়ম ও ইসলামী আদব কায়দা রয়েছে, মানুষ তাতে অভ্যস্ত হলে চিকিৎসাহীন মরণ রোগ থেকে রেহাই পেতে পারে। মারাত্মক রোগ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এ জন্যই আপন বন্ধুদের (রফীক) জন্য আমরা বাধ্যতামূলক করি যে, তারা এবাদতের ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হবে, তাহলে তাদের বোধশক্তি বৃদ্ধি হবে, যথা সম্ভব তারা ইসলামী চিরত্রের অধিকারী হবে, তাহলে তাদের প্রত্যয় ও ইচ্ছায় পরিপক্কতা আসবে এবং পানাহার ও শয়ন প্রভৃতি সম্পর্কিত ইসলামী রীতি-নীতিসমূহ পুরোপুরি পালন করবে, তাহলে তাদের শরীর মরণ রোগ থেকে রেহাই পাবে। ইসলামের এসব মূলনীতি কেবল পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়, তা নয়। এসব নীতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান। সূতরাং আমাদের মুসলিম বোনদেরও উচিৎ, অন্তর্নিহিত শক্তি, দৈহিক বল, চিন্তার উন্নতি এবং চারিত্রিক পবিত্রতার ক্ষেত্রে মুসলিম ভাইদেরই মত হওয়া।

খ) অতঃপর এ ব্যক্তি সংস্কারের প্রভাব পরিবারেও পড়বে, ব্যক্তি সমষ্টির অপর নামই পরিবার। স্বামী-স্ত্রীই পরিবারের ভিত্তি। অতএব তারা সংশোধিত হলে সহজে তারাই ইসলামী নীতি অনুযায়ী একটি পরিবার গঠন করতে পারে এবং পরিবার সম্পর্কে ইসলামের অনেক ভাল ও সুস্পষ্ট বিধানই তো রয়েছে। যেমন, সুষ্ঠ নির্বাচনের হেদায়েত করেছে, সম্পর্ক সম্বন্ধের উত্তম পদ্ধতি শিখিয়েছে। যথারীতি দায়িত্ব কর্তব্যের সীমানা নিরুপণ করেছে, এবং উভয়

www.pathagar.com

পক্ষের উপরই দায়িত্ব দিয়েছে যে তারা বিবাহের ফসলের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, যতদিন পর্যন্ত সক্ষম না হয়, কোন মূল্যেই তারা এদের নষ্ট হতে দেবেন না এবং তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার ঔদাসীন্য দেখাবেন না। সর্বোপরি পূর্ণ বিচক্ষণতার সাথে তারা পারিবারিক ফসলের রক্ষণা-বেক্ষণ করবেন। এসব ক্ষেত্রেই ইসলাম যথার্থ ভারসাম্য নীতিকে গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে ও সংক্রান্ত সমস্ত বিধানই বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত।

গ) এভাবে পরিবার সংশোধিত হলে এমনিতেই সংশোধিত ও সৎ জাতি সৃষ্টি হবে। কারণ জাতিতো পরিবারেরই সমষ্টি মাত্র। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, একটি ছোট জাতির অপর নাম পরিবার, আর জাতি হলো একটি বড় পরিবারের অপর নাম। ইসলাম একক জাতি হিসাবে সুখময় সামাজিক জীবন যাপনের জন্যও কতিপয় নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছে। যথা ইসলাম সমস্ত আদম সন্তানকে একই ভ্রাতৃত্ব সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। এবং এ ভাতৃত্বকে ঈমানের শর্ত করেছে। এখানেই শেষ নয় তা মহব্বত তো বটেই, বরং ত্যাগের শিক্ষাও দিয়েছে। ইসলাম এ সম্পর্ক নষ্টকারী এবং উক্ত সম্বন্ধে দূর্বলকারী সমস্ত কিছুকে একে একে বিনাশ করেছে। তা দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সম্বন্ধ সম্পর্কের সীমা নিদ্ধারণ করেছে। যেমন, বাপকে একদিকে কিছু অধিকার দিয়েছে অপর দিকে তার উপর কিছু কর্তব্যও চাপিয়েছে। সন্তানদের ক্ষেত্রেও তা একই নীতি অবলম্বন করেছে। মুরুব্বী ও নিকটস্থদেরকে যেমন কিছু অধিকার দিয়েছে, তেমনি তাদের উপর কিছু কর্তব্যও চাপিয়েছে। ইসলাম শাসক এবং শাসিতদের পারস্পরিক ক্ষেত্রেও পথনির্দেশ করেছে। পারস্পরিক কারবারের বিস্তারিত নিয়মাবলীও ইসলাম দিয়েছে। তা সকল উচু নীচুর অবসান ঘটিয়ে 'তাকওয়াকে' করেছে শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড। সূতরাং আজ কেউ কারও শাসক নয়, শাসিতও নয় এবং প্রভুও নয়, দাসও নয়। অপর দিকে আল্লহর নিকট সকলেই সমান, চিরুণীর দাঁতের মতো। একমাত্র নেকি ও পরহেজগারীর ভিত্তিতেই এদের মযাদার পার্থক্য হতে পারে।

ইসলাম আন্তর্জাতিক বিষয়েও বিধান দিয়েছে এবং বিস্তারিত বিবৃত করেছে সকলের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য। মোদ্দা কথা কোন বিষয়ই ইসলাম ছাড়েনি, সকল বিষয়েই প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সামাজিক সংকটের প্রতিকারও বাতলে দিয়েছে। প্রথমতঃ উহা দূর্বল ছিদ্রসমূহকে বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে সংকট সৃষ্টিই হতে না পারে। এরপরও যদি কোন লোক সংকটে পড়ে তার উদ্ধারের পন্থাও বাতলে দিয়েছে। সংক্ষেপে ইসলামে সকল সামাজিক রোগের চিকিৎসার প্রথম ঔষধই হলো

www.pathagar.com

মানুষের আত্মার সংশোধন এবং পারস্পরিক ঐক্য। ইসলাম জীবনের সকল দিকের আলোচনা করলেও তাতে এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি যাতে মানুষ কোণঠাসা হয়ে যায় এবং ইসলামই মানুষকে সংকোচণ থেকে রক্ষা করে সহজ জীবনের দীক্ষা দেয়। উহা উপবিষয়াদিতে ছকবাঁধা কোন কিছু নির্ধারিত ক'রে না দিয়ে মৌলিক ও সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। অতঃপর সামঞ্জস্য বিধানের কিছু মূলনীতি দিয়ে দিয়েছে সকলকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে কাজ করার জন্যে। এ কারণেই ইসলাম সকল যুগ ও জাতির শরিয়ত। উহা স্থান-কালের সীমার উর্ধে। আর এ জন্যই ইসলাম দাওয়াত ও তবলীগকে ফরয করেছে। উদ্দেশ্য কেউ যেনো এ শরীয়ত থেকে বঞ্চিত না হয়। আল্লহর এ বাণী রূপায়িত হয়েছেঃ "আমরা তোমাকে সারা বিশ্বের রহমত রূপেই পাঠিয়েছি।"

অতএব যখন এ অনুভূতি সুদৃঢ় হবে যে দিকে আমরা এইমাত্র ইশারা করলাম, যখন তার ফলাফল সামনে আসবে। এক্ষুণি আমরা যার আলোচনা করলাম, যখন ব্যক্তি, পরিবার এবং জাতি সকলের মধ্যে ইসলামী নিজামের সৌরভ দেখা যাবে এবং পৌছে যাবে এ পয়গাম কান থেকে কান হয়ে মানুষের অন্তরে, তখনই আমরা বুঝবো যে, আমাদের দাওয়াত কামিয়াব হয়েছে এবং পৌছে গেছে আমাদের দাওয়াতের কাফেলা আপন লক্ষ্যে। আর আল্লাহ তো নিজ নূরের পূর্ণ বিকাশ ঘটাবেনই।

## কাবাও গীর্জাও

আমাদের ইচ্ছা যে, আমরা প্রত্যেকেই মুসলিম হবো, প্রত্যেকটি পরিবার মুসলমান হবে এবং সমগ্র জাতি মুসলমান হবে। কিন্তু তার আগে আমরা ইসলামী চিন্তার এমন একটি অনুশাসন চাই যা জীবনের সকল বিভাগে ব্যাপ্ত হবে এবং আমাদের প্রত্যেকটি কাজ হবে ইসলাম প্রীতির উদাহরণ। এ ছাড়া আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। আমরা চাই খাঁটি ইসলাম ভিত্তিক চিন্তায় অভ্যস্ত হতে এবং মুক্ত হতে চাই আমরা মানসিক দাসত্ব থেকে, যা আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ঘৃণ্য তোষামোদিতে বাধ্য করেছে। আমাদের ইচ্ছা যে, আমরা আমাদের মূল্যবোধে ও জীবন বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হবো। আমরা দুনিয়ার মহান ও সম্মানিত জাতি। আমাদের অতীত গৌরব কর্ম ও কৃতিত্ব স্মৃতিতে এমনভাবে সুশোভিত-ইতিহাসে যার নজীর নেই। এ দ্বীনেহানাফীকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। আমাদের উপর এর গভীর ছাপ রয়েছে। আমাদের মন-প্রাণ এর আলোকে আলোকিত।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রত্যেকটি শিক্ষাকে মিসর আপন করে নিয়েছে। সে যথারীতি ইসলামকে সংরক্ষণ করেছে, দুশমনের হামলা থেকে তাকে রক্ষা করেছে। ইসলামের পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলীন করেছে এবং সিক্ত করেছে তারা তাকে আপন সন্তানদের রক্তে।

তারা তাকে তাতারদের নৃশংস ছোবল ও ক্রুসেডাদের রক্তক্ষয়ী আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে এবং সকলকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। মিসরই হলো ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। জামে-আজহারের মত প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্র এখানেই অবস্থিত। মিসর প্রথম থেকেই ইসলামী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ও অগ্রগতির চেষ্টায় লিপ্ত।

বর্তমানে ইহা সমগ্র ইসলামী বিশ্বের শিক্ষাগত ও সামাজিক নেতৃত্বেরও অধিকারী এবং সকলের লক্ষ্যস্থল ও আশা ভরসার কেন্দ্র। ইসলাম-এর বিশ্বাস ও ব্যবস্থা, এর ভাসা ও সভ্যতা সবই মিসরের অতি মূল্যবান উত্তরাধিকার। এক্ষেত্রে সামান্য শৈথিল্যও চরম সংকটের সৃষ্টি করবে। মিসর থেকে ইসলামকে তাড়ানো সম্ভব নয়। এ বিষয়ে যত ধ্বংসাত্মক চেষ্টাই করা হোক ইসলামকে তাড়ানো সম্ভব নয়। এ বিষয়ে যত ধ্বংসাত্মক চেষ্টাই করা হোক না কেন, সবই ব্যর্থ হবে ইনশাল্লাহ। কারণ মিসরীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে ইসলামী রঙ-রূপ ও ইসলামী বিকাশ সুস্পষ্ট। যেমন দেখ, তার নাম ইসলামী, তার ভাষা আরবী, এই যে বিরাট বিরাট মসজিদ, যেখানে আল্লাহর যিকির হচ্ছে সকাল-সন্ধ্যায়, সেখানে থেকে সত্যের ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, ইসলাম ও ইসলামের নামেই আমাদের মধ্যে এ প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে। অন্য কিছুর জন্যে এটা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। হ্যাঁ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিনাশ হোক, তা আমাদের বিরুদ্ধে লেগেই আছে। জ্ঞান, ধন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ষড়যন্ত্র, রাজনীতি, জীবন উপকরণ ও বিলাস সামগ্রী প্রভৃতি এমন সব চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী পন্থায় তারা এ যুদ্ধ চালাচ্ছে, আমরা আধুনিকরাও সে সব বিষয়ে অপরিচিত ছিলাম। সূতরাং আমরা তাদের প্রতি পাগল ও প্রলুব্ধ হয়ে যাই। এ ঠান্ডা লড়াই আমাদেরকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। সূতরাং আমাদের সমাজ-জীবন থেকে ইসলামী চিন্তার প্রভাব কমে যাচ্ছে। আমাদের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ইসলামী-চিন্তার সামান্যতম ছাপও নেই। বর্তমানে আমরা আমাদের জীবনের নকশাই পাল্টে দিচ্ছি। তীব্র বেগে আমরা ইউরোপের দিকে দৌড়াচ্ছি।

ইসলাম-সম্রাটকে আমরা মসজিদ ও মেহরাবে বন্দী করে রেখেছি। আমাদের বাস্তব জীবন থেকে তা সম্পূর্ণ বিতাড়িত। জীবন সমস্যাদির সাথে

www.pathagar.com

তার কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে আমাদের জীবনে অসংখ্য বিরোধ রয়েছে এবং আমরা আপাদ-মস্তক বিমূঢ়তার শিকার। ইসলামের মহত্ব, তার নেতৃত্বের আকর্ষণ ও যাদু স্পর্শ, উহার মূলনীতি সমূহের নির্ভুলতা ও যথার্থতা এবং দলীল প্রমাণাদির প্রভাব ক্ষমতা আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। আমরা যারা তার সাথে সম্পৃক্ত, তাদেরকে তা নিজের জন্য চিন্তাযুক্ত রাখে। অপর দিকে পাশ্চাত্যবাদ তার মনোহারিত্ব, ষড়যন্ত্র এবং বস্তু শক্তি দিয়ে বরাবর চেষ্টা চালাচ্ছে আমাদের জীবনের সে সব বিভাগে প্রভাব বিস্তারের জন্য যা আজও এদের প্রভাব মুক্ত। এটা এতই পরিস্কার যে জাতির দরদী ব্যক্তি মাত্রই জানেন এবং দিবানিশি তা দেখতে পাচ্ছেন। এ টানাটানি একদিন অবশ্যই শেষ হবে এবং এ দু'য়ের যে কোন একদল জিতবে। কারণ যে কোন কাজেরই শেষ আছে। আমদের (ইখওয়ানদের) শংকায় বুক কাঁপছে যেন এ টানাটানির পরিণতি ইসলামের বিকাশের বিরুদ্ধে না হয় এবং পাশ্চাত্যবাদের অন্ধকার সাগরে ডুবে না যাই। এর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও আওয়াজ উঠেছে। এর ভিত্তিতে কয়েকটি আন্দোলনও গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন জাতি এবং রাষ্ট্রও আমাদের পূর্বে অনুরূপ আওয়াজ তুলছে। তবে বর্তমান দুনিয়া যে সব পরীক্ষা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সম্মুখীন, তাদের হৈ-চৈতে এসব আওয়াজও হারিয়ে গেছে। আমরা এর পরিণতি সম্পর্কে শংকিত। আমরা গভীর বেদনার সঙ্গে আবেদন জানাচ্ছি, মিসর পুনরায় ইসলামের আওতায় চলে আসুক, তাকেই সে নিজের আশ্রয় মনে করুক, তা থেকেই শক্তি সঞ্চয় করুক, তাকেই সে স্বীয় নতুন উন্নতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করুক এবং সমাধান করুক নিজেদের যাবতীয় সামাজিক কাজকারবার ইসলামী আইনের আলোকে। ইসলাম উত্তমকে গ্রহণের শিক্ষা দেয় এবং কল্যাণ ও বিজ্ঞানকে মু'মেনের হারানো সম্পদ মনে করে- তা যেখানেই পাওয়া যাক, মুমেন তার সব চেয়ে বেশী হকদার। আরো তাকিদ করছে যে, মুসলমান ভাল জিনিস যেখানেই পাবে নিজের জীবনে যেন গ্রহণ করে। সূতরাং কোন কারণ নেই যে, আমরা অন্যের উপকারী এবং কল্যাণকর জিনিষগুলো আত্মস্থ করব না এবং শামিল করবো না তাকে আমাদের প্রয়োজনের সাথে। কিন্তু আমাদের কর্ম জীবনে এ দ্বন্দ্বের অপক্রিয়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং মারাত্মক। বিচার, পরিবার ও সাংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে সব সংকট সৃষ্টি হচ্ছে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র যে সব জটিলতা মাথা চাড়া দিচ্ছে সবই এ দ্বন্দ্বের পরিণতি। মিসর ছাড়া অন্য কোথায় কি প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় দু'টি পদ্ধতি চালু আছে? এখানে একদিকে ধর্মীয় শিক্ষা দেশের অর্ধেক লোক এর সাথে জড়িত। এটা আজহার, তার শিক্ষালয় এবং

www.pathagar.com

কলেজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অপর দিকে আছে আধুনিক শিক্ষা। দেশের বাকি অর্ধেক লোক এর সাথে যুক্ত। এ দুই শিক্ষা পরস্পর বিরোধী এবং দেশের স্বঃ স্বঃ প্রভাব ফলাফল সম্পূর্ণ একে অন্যের বিপরীত। তাহলে কি এটা ঠিক নয় যে, প্রথোমোক্ত শিক্ষাব্যবস্থা এ জাতির নির্ভেজাল ইসলাম প্রিয়তার ফল এবং দ্বিতীয় হলো পাশ্চাত্যর দৌড়ে অংশ গ্রহণ এবং পাশ্চাত্যের ফাঁদে আত্মবিসর্জনের পরিণতি।

অতএব কি ক্ষতি হয় যদি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা খাঁটি ইসলামী ভিত্তির উপরে এক করে দেয়া হয়, অতঃপর বিশেষ বিভাগ রাখা হয়। মিশর ছাড়া অন্য কোথাও কি দু'টি আদালত আছে একটি শরীয়ত মাফিক অপরটি শরীয়ত বিরোধী? এরও তো কারণ এই যে, প্রথম আদালতটি এখানকার অধিবাসীদের ইসলামী প্রীতির ফল আর অপরটি পাশ্চাত্য শোষণ এবং পাশ্চাত্ত্য রীতি-নীতিতে অসহায় আসক্তির পরিণাম। তাহলে কি অসুবিধা হয় যদি ইসলামী শরীয়তকেই দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করে আদালতকে এক করে দেয়া হয়? আমাদের মিসরীয় পরিবারে কি এ দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট নয়? কত পরিবার রয়েছে, এ ধর্মীয় উত্তরাধিকার এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে জীবনের রক্ষাকবচ করে রেখেছে। অপর এমনও অসংখ্য পরিবার আছে, যাদের ইসলামী শিক্ষার সাথে কোন পরিচয় নেই। এরা ইসলামী রীতি-নীতির বিরোধী এবং পাশ্চাত্যের সব কিছুর ভক্ত, অনেকে তো পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্বয়ং পাশ্চাত্যেকেই হার মানিয়ে দিচ্ছে। গোটা জাতিকে একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে হলে অমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ থেকে চিন্তা ও জীবনের এই বিরোধ ও পার্থক্যের অবসান ঘটানো অপরিহার্য্য। কারণ, ঐক্যেই উন্নতির প্রথম শর্ত এবং অগ্রগতির প্রথম সোপান। এ ছাড়া উন্নতির আশা দুঃস্বপন ছাড়া আর কিছুই না। এ জন্যেই ইখওয়ানের দাবী হলো, সর্ব প্রথম জাতিকে ইসলামী ভিত্তির উপর ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। অতঃপর এ ঐক্যই হবে আমাদের উন্নতির বুনিয়াদ। এটাই একমাত্র উপায় যাকে অবলম্বন করে মিসর উন্নতি করতে পারে এবং তখনই সে পারবে মানব জীবনের পরিপূর্ণ নমুনা হিসাবে বিশ্বের সামনে দাঁড়াতে।

## *আমাদের সাধারণ পদ্ধতিঃ চিন্তাধারা ও সংগঠন*

ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সাধারণ কর্মপদ্ধতি কি? এ প্রশ্নের আলোকে ইখওয়ানদের প্রতি তাকালে আমরা দেখবো যে, একদিকে তারা একটি সেবামূলক সংস্থা অপর দিকে এমন একটি আন্দোলন যা নতুন করে জাতি

www.pathagar.com

গড়ার প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ। জাতির সামনে তারা এমন একটি জীবন নকশা তুলে ধরছে যা তারা বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী তারা নিজেরাও কর্ম তৎপর। এতে সন্দেহ নেই যে, ইখওয়ানী দলগুলো সব সময়ে জাতির সেবা ও জন কল্যাণের কাজে রত। তারা মসজিদ তৈরী করে এবং তার সংস্কার করে। মাদ্রাসা প্রতষ্ঠিা করে এবং তার তদারক করে, সভা সমিতি করে এবং তার খবরদারী করে। যথা-যোগ্য মর্যাদার সাথে ইসলামী পর্বগুলো উদযাপন করে, বস্তি এবং শহরে এমন সব মনোরম প্রতিষ্ঠান তৈরী করে যেন একে অন্যের সেবা লাভ করতে পারে, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যও হতে পারে। গাফেল আমীরদের দৃষ্টি অসহায় ফকীরদের প্রতি আকৃষ্ট করে, আমীরদের মধ্যে সহানুভূতি ও হামদর্দ্দি সৃষ্টির চেষ্টা করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা জন্মানোর চেষ্টা করে। সাদকার জন্য তারা সমবেত ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে জাতির প্রকৃত হকদারদের মধ্যে উহা বন্টন করা যায়। সন্দেহ নেই ইখওয়ানরা এসব কাজই করে। আল্ হামদু লিল্লাহ এতে তারা আশাতীত কামিয়াবও বটে। তাছাড়া অধুনা মানুষ দাওয়াতে আকৃষ্ট এবং ক্ষীপ্রতার সাথে তারা এদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই তাদের তৎপরতা এদিকে তীব্র এবং সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে তাদের কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপঃ সংগঠন, স্বেচ্ছামূলক কর্ম সাধনা, অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে এবং পৃষ্টপোষকদের দান, বা অন্য সৎ ব্যক্তিদের সাহায্য অথবা এ স্কীমের জন্য আগত অন্যান্য আমদানী দ্বারা এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ। আমরা বলি না যে, ইখওয়ান এসব কাজ শেষ করেছে। তবে আমরা অবশ্যই দাবী করবো যে, তারা দিন দিন সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তীব্র বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই যে, তওফীক আল্লাহর হাতে এবং আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থী। এ হলো ইখওয়ানদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং একটি জাতির খাদেম সংগঠন হিসাবে তাদের দাওয়াত।

তবে উপরে যা বলা হলো, এটাই ইখওয়ানের একমাত্র পরিচয় নয়। একটি চিন্তা এবং বিশ্বাস এ দাওয়াতের মৌল বস্তু। এ অনুযায়ী সাধারণ মানুষের মনকে তৈরী করার এবং তাদের অন্তরে এর আলো ও প্রেরণা সৃষ্টির জন্যে আমরা এ প্রচার করি। সে চিন্তা ও বিশ্বাস কি? তাহল্লো ইসলামের জন্য সংগ্রাম সাধনা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর রূপায়ণ।

অর্থ সম্পদ দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন হবে না। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস তাই বলে। অর্থ সম্পদ দ্বারা কোনো দিন দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর দ্বারা তা উন্নতি লাভ করে না। কোনো কোনো সময়ে এ জন্য অর্থ প্রয়োজন হয়

www.pathagar.com

বটে; কিন্তু অর্থই এর ভিত্তি বা প্রাণশক্তি নয়। দাওয়াতের নিশানবাহী এবং নিবেদিত মুজাহিদরা তো সব সময়ে গরীব অসহায়ই হয়ে থাকে।

ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করো, সে তাই বলবে। অনুরূপ শক্তি দ্বারাও এটা কায়েম হয় না। কারণ সত্যের দাওয়াত অন্তাকে সম্বোধন করে, অন্তরের সাথে কথা বলে এবং আঘাত করে মন ও মস্তিষ্কের বন্ধ দরজায় এবং ডান্ডা অথবা তীর-তলোয়ারের জোরে সেখানে পৌঁছানো কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। কোন দাওয়াতের গোড়া মজবুত করা এবং এর অন্তরে আস্থা স্থাপনের পথ সর্বজন বিদিত। পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলনের ইতিহাস জানে, এমন সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার। এর সার কথা হলো ঈমান ও আমল; ভাতৃত্ব ও প্রেম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদেরকে ঈমান ও আমলের দাওয়াতই তো দিয়েছেন। এরপর তিনি তাদেরকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এভাবে বিশ্বাসের শক্তির সাথে তাঁরা ঐক্যশক্তিও লাভ করেন, ফলে তাঁদের দল এমন দৃষ্টান্তমূলক জামায়াতে পরিণত হয় যে, সমস্ত পৃথিবীবাসী মিলে বিরোধিতা করলেও অবশ্যাম্ভাবী ছিল তাদের দাওয়াতের বিজয় এবং কালেমার প্রচার ও প্রসার। এছাড়া এর আগে বা পরে যারাই কোন আন্দোলন করেছে, তারা এছাড়া আর কি করেছে? তারা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। মানুষ এতে ঈমান এনেছে, একে বিজয়ী করার জন্য সংগ্রাম সাধনা করেছে এবং এজন্য সকলে একতাবদ্ধ হতো, এভাবে তাদের সংখ্যা বেড়ে যেতো চিন্তার প্রসার হতো এবং হাসিল হতো চরম কামিয়াবী। আর হারিয়ে যেতো অন্য সব চিন্তাধারা তাদের আন্দোলনের জোয়ারে। ইহাই আল্লাহর নির্দ্ধারিত পথ এবং আল্লাহর নির্দ্ধারিত পথ কখনো বদলায় না। ইখওয়ানী দাওয়াত বিচ্ছিন্ন দাওয়াত নয়। এটা পূর্বসূরীদেরই প্রতিধ্বনি। তাই পূনরায় মুমেনদের অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে এবং তাঁদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে মাত্র। এরা চায় গোটা জাতির মনে এ দাওয়াত এমনভাবে প্রবেশ করুক যেন এটাই তাদের ঈমানেও পরিণত হয়, এরই ভিত্তিতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সকল কাজে এরই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। কারণ, তা হলেই আল্লাহর সাহায্য আমাদের সহায় হবে অদৃশ্য থেকে আমাদের পথের দিশা আসবে। অতএব ভাই সব! ঈমান ও আমলের অনুশীলনকারী হও, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার বন্ধন মজবুত করে ধরে রাখো। এটাই তোমাদের অবলম্বন এবং হাতিয়ার। আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। অঁর ইচ্ছাকে কেউই প্রতিহত করতে পারে না।

---

www.pathagar.com

# আমাদের আন্দোলন

## স্পষ্টকথা

আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিতে চাই, কর্ম-পদ্ধতিও জনসমক্ষে পরিষ্কার করে আন্দোলনের আবেদনের স্পষ্টতা ফুটিয়ে তুলতে চাই। এর ফলে তা সকল অস্পষ্টতা কাটিয়ে উঠবে, প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সবাই জেনে নেবে।

## সহজ সরল

দুনিয়ার সকল মানুষ জানুক যে ইখওয়ানের আবেদন একদিকে যেমন সহজ সরল অন্যদিকে ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির সম্পূর্ণ উর্ধে। আল্লাহ সত্যের আহ্বায়কদের জন্য যে বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারা প্রথম থেকে সেই মতই চলছে।

"বল! এটাই আমার পথ, জেনে বুঝে আল্লাহর দিকে তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি-আমি ও আমার অনুসারীরা। আর আমি তো অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।"

সূতরাং আমি মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই চাই না। কোনো দয়া ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নই। যে স্রষ্টা আমাকে সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর কাছে প্রতিদানের আশা রাখি।

## ত্যাগের মনোভাব

আমাদের সমাজের জানা থাকা দরকার যে, তাদেরকে আমরা প্রাণের চেয়ে প্রিয় জানি। তাদের সম্মান-সম্ভ্রম, ধর্ম-সমাজ, আশা-আকাঙ্খার জন্য আমরা সদা উৎসর্গকৃত প্রাণ। এবং সময় উপস্থিত হলেই যেন আমরা নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি! এই আশা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে, মন-মানসিকতায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আজ সতর্ক দৃষ্টি অতন্ত্র প্রহরীর কাজ করছে, আহার বিহারে মন বসে না। সমাজের অবমাননা দেখে আমরা নিরস্ত্র হয়ে বসে থাকি এ হতে পারে না। অপমান সহ্য করে নৈরাশ্যের কাছে মাথা নত করতে পারিনা। আমরা নিজেদের তুলনায় অন্যের জন্য অধিক চিন্তা করে থাকি। ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা তোমাদেরই, অন্য কারো নয়। আমরা তোমাদের অমঙ্গল চিন্তা করি না।

www.pathagar.com

## আল্লাহর অনুগ্রহ

আমরা কারো প্রতি নিজ-অনুগ্রহের কথা বলি না, কল্যাণ ও উপকারের দাবীও করি না, আমাদের মনের কথা এ আয়াতেই স্পষ্ট হয়েছে।

"বরং তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ আছে। তিনি তোমাদের ঈমানের সৌভাগ্য দান করেছেন, এবার তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

আমাদের কত না আকাঙ্খা আছে! কেউ যদি আমাদের হৃদয় দেখার মত থাকে তবে তা বের করে দেখুক যে আমরা আমাদের ভাইদের জন্য কত প্রশস্ত হৃদয়বান ও আন্তরিকতা পূর্ণ। আজ এ পরোপকারিতা ব্যতীত আমাদের হৃদয়ে অন্য কোনো বাসনা নেই। আল্লাহই হৃদয়ের সাক্ষী, তিনি সকল বিষয়ে সাহায্যকারী। মন-মগজ ও হৃদয়ের চাবি তো কেবল তাঁরই হাতে, তিনি যাকে চান সুপথ দেখান, তার কোন চিন্তা থাকে না। আর তাকে পথভ্রষ্ট করেন যার সুপথ দেখাবার কেউ নেই,। তিনিই আমাদের অভিভাবক, নিঃসন্দেহে বান্দার জন্যে যথেষ্ট।

## চার প্রকার মানুষ

মানুষের কাছে আমরা যে আবেদন পেশ করি তারা তার চার প্রকারের যে কোনো প্রকার গ্রহণ করুক।

## বিশ্বাসীগণ

কেউ আমাদের আবেদন বুঝে নিক বা আমাদের সঙ্গে একমত প্রকাশ করুক, আমাদের মৌল শিক্ষায় প্রভাবিত হোক, নিজেদের কল্যাণের চাবিকাঠি জানুক, হৃদয়ে বিশ্বাসের তৃপ্তি আসুক তাহলে এমন লোকদের বলবো তারা যেন সত্বরই আমাদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। তারা আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুক। মুজাহিদদের দল ভারী করে আন্দোলনের বাণী মজবুত করুক। অন্যথা যে ঈমান হৃদয়ে প্রাণচাঞ্চল্য জাগায় না, কর্মে তৎপরতা বাড়ায় না সে ঈমানের কি প্রয়োজন? যে বিশ্বাস বাস্তব চালচলনে সাড়া জাগায় না তার দরকার কি? প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অবস্থা এরকম ছিল, তাঁরা নবীগণের উপর ঈমান এনেছেন, তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা আল্লাহর কাছে অশেষ প্রতিদান পাবেন। পরবর্তীকালে যারা সে পথ অনুসরণ করবে তারাও সেই পূণ্যের অংশীদার হবে, এতে হ্রাস হবে না।

www.pathagar.com

### স্বার্থের দাস

কেউ যদি সন্দিহান হয়, সত্য উপলব্ধি করতে অপারগ হয়, আমাদের কথায় কেউ আন্তরিকতার ছাপ খুঁজে না পায়, তাহলে তাকে আন্দোলনে শরীক হতে বলবো না। তবে এ কথা নিশ্চয়ই পরামর্শ দিবো যে, নিকট থেকে আমাদের দেখুক, অদূর সংস্পর্শে থেকে আমাদের বুঝবার চেষ্টা করুক। আমাদের বই পত্র পড়ুক, সভা-সমিতিতে অংশ গ্রহণ করুক, আমাদের সাথীদের সংগে সুস্পর্ক বজায় রাখুক। ইনশাআল্লাহ তারা সত্বরই সন্তুষ্ট হবেন। নবীদের যুগেও সন্দিহান ব্যক্তিদের এই অবস্থা হতো।

### দোদুল্য মানতা

কেউ যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, যতদিন কোন সাফল্যের গ্যারান্টি বা অর্থ সম্পদের আশা না জানাবে তারা ততদিন আমাদের আন্দোলনে শরীক হবে না। এমতাবস্থায় তাদেরকে বলবোঃ

শান্তভাবে কাজ করো, আমাদের কাছে তো কিছু নেই, তবে আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে কাজ করলে আল্লাহ তোমাদের অনেক কিছু দেবেন। তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট করে দেবেন, নিজ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, অন্যথা আমরা তো তুচ্ছ লোক, আমাদের কাছে কিছু নেই। ধন-দৌলত প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই নেই। ব্যস, যা আছে তা তো আল্লাহর পথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি। তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী। এখন যদি তাদের চোখ খুলে যায় এবং আশা-আকাঙ্খা বিদূরিত হয়ে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও চিরস্থায়ী। খোদার পথে ব্যয় করলে অশেষ পূণ্য পাওয়া যাবে। নিঃসন্দেহে এ দুনিয়ার আনন্দ সাময়িক, পরকালের আনন্দ চিরস্থায়ী। তবুও তাদের চোখ না খুললে, লোভ সংবরণ না করতে পারলে আল্লাহও তাদের উপেক্ষা করবেন। যারা ধন-প্রাণ পার্থিব- পরকাল জীবন-মরণের কোন গুরুত্ব বুঝলো না তাদের আর কি মূল্য আছে? নবীর যুগেও এমন ধরণেরই লোক ছিল, তাদের আশা পরবর্তী সময়ে তারা প্রশাসনের বাগডোর নিজেদের হাতে পাবে। সে সময়ে নবীও ঐ একই জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেনঃ "পৃথিবী আল্লাহর, তিনি যাকে চাইবেন তাকে তা প্রদান করবেন। আর খোদাভীরুদের জন্যই তো সাফল্য।"

### লড়াকু মনোভাব

কেউ আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলে, বিদ্বিষ্ট হলে, বা সর্বদা বক্র চোখে দেখলে এবং বিশ্রি ভাষায় গালি-গালাজ দিলেও আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া

www.pathagar.com

করবো যে, তিনি আমাদের সত্য বোঝার ও সে পথ অনুসরণ করার তওফিক দান করুন। মিথ্যা ও বাতিলকে উপলব্ধি করবার এবং তা থেকে দূরে থাকার ক্ষমতা দিন। তিনি আমাদের উভয় পক্ষের অন্তর প্রসারিত করুন। আমরা তাদের সত্য পথের আহ্বান জানাবো। তারা সে পথে কর্ণপাত করলে আল্লাহর কাছে সত্যানুসারীদের জন্য দোয়া করবো। এমন কিছু লোক আছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ

"নিঃসন্দেহে তুমি যাকে প্রিয় জানো তাকে সুপথে আনতে পারো না। বরং আল্লাহ যাকে চান সুপথে আনেন।" (কোরআন)

আমরা এ পথ ভালোবাসি, কখনও নিরাশ হই না। এ ব্যাপারে নবী (সঃ) যে ভূমিকা নিয়েছিলেন আমরাও সেই পথ গ্রহণ করবো। তিনি তাঁর সমাজের জন্য আবদেন করেছিলেনঃ

"হে আল্লাহ! আমার সমাজের লোকদের ক্ষমা করো, কেননা তারা বোঝে না।"

এই চার অবস্থায় আমরা মানুষকে দেখতে চাই। সময় হয়েছে এখন মুসলমানরা তাদের লক্ষ্য পথে যাত্রা শুরু করুক। যারা তন্দ্রাগ্রস্থ, নির্বাক, চোখ বুজে থাকে, মনগড়া মত অনুযায়ী চলে তারা তো মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

## উৎসর্গ

সমাজের এ কথাও জানা দরকার যে, এ আন্দোলনের জন্য সেই সব লোক দরকার যারা সত্যের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে পারে। তাকে নিজেদের আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্র বানাতে সক্ষম হবে। আন্দোলন যা প্রত্যাশা করবে তারা তার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আল্লাহ বলেনঃ

"হে নবী, বলে দাও যে, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের ধন-মাল যা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর যা তোমরা খুব পছন্দ করো-তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং খোদার পথে চেষ্টা-সাধনা করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তো ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়াত করেন না।"

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে এ হলো একত্ববাদের আবেদন, এখানে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। কেউ এর সঙ্গে একমত হলে সে আন্দোলনের সাথী হতে পারে। কিন্তু তার মন প্রস্তুত না হলে সে মুজাহিদের পূন্য হতে বঞ্চিত হবে। এরাই হলো অলস। অতঃপর আল্লাহ তার দ্বীনের প্রচারের জন্য অন্য সমাজকে আবির্ভূত করবেন, যারা মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও কাফেরদের জন্য অকল্যাণের প্রতীক হবে। তারাই আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, লোকের সমালোচনার তোয়াক্কা করবে না। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা এ দানে ভূষিত করেন।

## উদ্দেশ্য

আমরা জনগণকে এমন এক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বানে জানাচ্ছি যা একেবারে পরিষ্কার, সকলের কাছে পরিচিত। সকলের বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। আর সবাই চায় ও তার উন্নতি ও বিজয় হোক। সবাই স্বীকারও করবেন যে, আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি এটা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। পরক্ষিত ও সর্বজন স্বীকৃত সত্য, সকল যুগে যার মাধ্যমে সকলের সম্মতি হতে পারে। মানবতার সকল বিভাগেও এর কল্যাণ উদ্ভাসিত হতে পারে।

## দুই ঈমান

এ লক্ষ্যের প্রতি আমাদের যে ঈমান আমাদের সমাজেরও তাই। পার্থক্য কেবল তাদের ঈমানে আছে অনুভূতিহীন স্বপ্নের আবেশ আর আমাদের ঈসানে আছে প্রাণবন্ত সজীবতা। আমাদের প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের দূর্বলতা আছে যা আমরা সবাই বুঝি। আমরা যখন এ ভাবধারা সম্পর্কে কথোপকথন করি তখন মনে হয় আমরা বর্ণনার মাধুর্যে প্রকাশ করি যে, জীবন যৌবন কেবল উৎসর্গ করতে চাই, মৃত্যুকে পরোয়া করি না। সংকটের সম্মুখীন হলেও ভয়-ভীতির আশংকা করি না। অর্থের প্রয়োজন হলেও তা দিতে প্রস্তুত। রক্তের দরকার হলে রক্ত বহাবো, পথে বাধার পাহাড় থাকলে তা দূর করবো। আমাদের আন্দোলন সফল না হওয়া, জীবন উৎসর্গ না করা পর্যন্ত আমাদের আহার নিদ্রা নেই। কিন্তু কথা বার্তার মূহুর্ত শেষ হলে ঈমানের সে তেজদৃপ্ত বেলুন চুপসে যায়, কারো সে কথা মনে থাকে না। কেউ আর এর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেনা, আবেগের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। বরং সময় বিশেষে দেখা যায় অবহেলা ও গাফিলতির চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা পৌছেছে। জেনে না জেনে তখন তাদের কোন কোন জ্ঞানী শিক্ষিত জন ভ্রান্ত পাগলের

www.pathagar.com

দলে পাগল সাজে আবার সজ্জনদের দলে থেকে সজ্জন সাজে। কি অবস্থা এদের!

এই অবহেলা বা বিস্মৃতি কিংবা বিভ্রান্তির ঘুম থেকে সচেতন করার জন্য আমরা জাগরণের জোয়ার আনতে তৎপর হয়েছি। এ সেই প্রিয় ভাবধারা যা আমাদের সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে।

## আবেদন ও আন্দোলন

আবার আমি পূর্বের কথায় ফিরে গিয়ে বলবো যে, ইখওয়ানের আবেদন একটি কর্মপদ্ধতির ভাবাদর্শের আবেদন। এখন প্রাচ্যে প্রাশ্চাত্য ভাবধারার তুমুল আন্দোলন চলছে। মৌলবাদ ও ভাবাদর্শের বিরাট এক উন্নত আদর্শ ও আবেগের বিরাট তুফান প্রত্যেক হৃদয় মনকে আন্দালিত করে তুলছে। প্রত্যেক আদর্শের পিছনে কিছু কিছু সমর্থক আছে, প্রত্যেক মতের সাথে রয়েছে এক একটি বাহিনী। তারা নিজ নিজ আদর্শের প্রচারে ব্যস্ত। প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্যে তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে তৎপর।

## প্রচারকর্মী

আজ মতবাদ প্রচারেরও আধুনিক কৌশল সম্পন্ন প্রচারকর্মী রয়েছে। অত্যন্ত চর্চা সম্পন্ন ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা নিজ নিজ মতবাদের প্রচারক হিসাবে কর্মতৎপর। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে আজ মতাদর্শের প্রচারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা উপযুক্ত কৌশলসহ কাজ করছে। দৃষ্টি ভঙ্গী, বর্ণনার চাতুর্য ও প্রচারের উপকরণ এমন এমন পথে আবর্তিত হচ্ছে যা চমক সৃষ্টি করার মতো। সহজে মানুষের মনে রেখাপাত করছে। তাদেরকে নিজমতে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে।

## উপায় উপকরণ

প্রচার প্রপাগান্ডার পূর্বে যে উপায় উপকরণ ছিল আজ তা নেই। এক সময় এ জন্য বক্তৃতা সভাসমিতি, পত্রপত্রিকাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইদানিং সৃষ্টি হয়েছে প্রচার যন্ত্র, পত্র-পত্রিকা, সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোন ও কার্টুন। এসব মাধ্যম আজ হৃদয় জয় করার সহজ পথ এনে দিয়েছে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে তা ঘরে, বাইরে, দোকানে, ক্ষেত-কারখানা যেখানেই থাক- তাদেরকে নিজ নিজ মত শোনানো বা স্বমতে আকৃষ্ট করা আর কঠিন নয়। এসব মাধ্যমের কোনো একটায় তারা আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

www.pathagar.com

সুতরাং প্রচার কর্মীদের উচিৎ তারা এসব উপায় উপকরণের সব গুলোই আয়ত্ব করবে। সেগুলো যথাযথ পদ্ধতিতে কাজে লাগাবে। এর ফলে তাদের প্রচারে আরো বেশী সুফল ফলবে।

বা! আমি কি তাহলে অন্য কোন পথে চলেছি? না, আমি বলব, জগৎ আজ আন্দোলন ও প্রচার যজ্ঞে মেতেছে। এ প্রচার রাজনৈতিক, সামাজিক, জাতীয়তাবাদের, অর্থনৈতিক, সামরিক কিংবা শান্তি-শৃঙ্খলা প্রচারের। তোমরা এখন এসব বিষয়ে ইখওয়ানের কি ভূমিকা তা জানতে পারো।

এ ব্যাপারে তোমাদের দু'টি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের প্রচার নিছক ইতিবাচক, দ্বিতীয়তঃ এসব আন্দোলন বিষয়ে ইখওয়ানের ভূমিকা। আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে বলা যায় আমার কথা ও লেখনীর মধ্যে বৈষম্য থাকবে না। পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে বলা ভাল যে, লোকে আমাকে স্বরূপে দেখতে চায়, কোন আধিক্য বা প্রলেপ ছাড়া আমার কথা তারা শুনবে।

## *আমাদের ইসলাম*

আমাদের আবেদনের কোন সর্ব ব্যাপক সংজ্ঞা থাকলে তাহলো ইসলামী আবেদন (দাওয়াত)। অবশ্য আজকাল লোকে এর সংকীর্ণ অর্থ করায় নিরাশ বোধ করছে। ইসলাম ব্যাপক অর্থবোধক জিনিস, জীবনের সকল বিভাগে তা পরিব্যপ্ত। প্রতিটি দিকের পথ নির্দেশনা দান করে। তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সমস্যার সমাধানে অপারগ নয় বা এমন সমাধান দেয় না যা সমাজ সংস্কারে অক্ষম। যারা মনে করে ইসলাম কয়েকটি কর্ম সমষ্টি বা আচরণ বিশেষের নাম তারা মারাত্মক বিভ্রান্তি ও ধোকায় পড়ে আছে। ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা পার্থিব ও পরকালের সকল বিষয়ের সমাধান পেশ করে। এটা নিছক দাবী নয় বরং আল্লাহর কেতাব ও নবী-সাহাবাদের জীবন থেকে আমরা জেনেছি। পাঠক যদি কেবল 'ইসলাম' থেকে আশ্বস্ত না হতে পারে তবে মনের সকল পূর্ব প্রভাব দূর করে দিয়ে কোরআন খুলে দেখুক সে তার মধ্যে ইখওয়ানের সকল আবেদন পেয়ে যাবে। ইখওয়ানের সকল দাবীই ইসলামী। এ ব্যাপারে সংকীর্ণতার কোন অবকাশ নেই। এখন তোমার ইচ্ছামত তার মধ্যে ব্যাপকতা খুঁজে পাবে। অবশ্য এই ব্যাপকতা কোরআন ও পূর্ববর্তীদের অনুসৃতির মধ্যে হবে। কেননা আল্লাহর কেতাব তো ইসলামের মৌল ভিত্তি এবং রাসূলের সুন্নাত (আদর্শ) তার ব্যাখ্যা। পূর্ববর্তীরা তার শাখা-প্রশাখা, সৈন্য-সামন্ত, তার সেই শিক্ষার বাস্তব নমুনা বা প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল।

www.pathagar.com

## অন্যান্য প্রচার সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ণ

আজকের দিনে যে সব মতবাদের তুফান বয়ে চলেছে, চতুর্দিক দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত বা কর্মতৎপর করে তুলেছে সে সবেরও আমরা মূল্যায়ণ করবো। আমাদের আন্দোলনের প্রচার যোগ্য কিছু থাকলে তা সাদরে গ্রহণ করবো এবং প্রতিকূল হলে প্রত্যাখ্যান করবো। আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস যে আমাদের আবেদন সর্ব ব্যাপক। অন্য সকল আবেদনের এমন কোন অংশ নেই এ যার কোন অংশের পথ নির্দেশ করে না।

## দেশাত্মবোধ

মানুষ কখনো দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে আবার কখনো জাতীয়তাবাদের নেশায় মত্ত হয়ে থাকছে, বিশেষ করে প্রাচ্যের লোকেরা পাশ্চাত্যের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে জাতীয়তাবাদের হাওয়ায় মাতোয়ারা। কেননা তাদের অনুভূতি হলো, পাশ্চাত্য তাদের মান-সম্মান ধন-সম্পদ ও স্বাধীনতা হরণকারী। পাশ্চাত্যের শিকলে তারা আবদ্ধ, তারা সর্ব শক্তি দিয়ে যে কোনও প্রকারে এ-শৃঙ্খল মুক্ত হবার চেষ্টা করবে। সুতরাং নেতৃবৃন্দের মুখ খুলছে, সাহিত্যিক সাংবাদিকরা লেখনীর বন্যা বহিয়ে দিচ্ছে। দেশ-প্রেম ও জাতীয়তাবোধের উত্তাল হাওয়ায় বক্তারাও গা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

আচ্ছা, ভাল কথা! কিন্তু প্রাচ্যবাসীর নিকট একটি মূল্যবান কথা জিজ্ঞাস্য যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের যে শিক্ষা তোমরা পাশ্চাত্যের কাছে পেয়েছ তার চেয়ে উত্তম শিক্ষা যদি ইসলামের কাছে পাও; তাহলে তারা কখনো তার স্বীকৃতি দিতে চাইবে না বরং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে যাবে। তারা জবাব দেবে এর সঙ্গে ইসলামের কি সম্পর্ক? অনেকে এও বলে বসবে এর ফলে সমাজের মধ্যে ভাঙন ধরবে ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হবে।

এই ভ্রান্ত ধারণা তাদের জন্য ধ্বংসকর বরং আত্মহত্যার শামিল। তাই দেশাত্মবোধের সুস্পষ্ট ধারণা সম্পর্কে ইখওয়ানদের মন পরিস্কার করে দিতে চাই।

## দেশপ্রেম

দেশপ্রেম ঝান্ডাবাহীদের নিকট যদি দেশপ্রেম বলতে দেশের প্রতি ভালবাসা, আন্তরিকতা বোঝায়, তার প্রতিটি অংশের প্রতি হৃদ্যতা ও সহানুভূতি বোঝায় তাহলে বোঝা দরকার যে, এটা প্রতিটি মানুষের সহজাত কামনা। ইসলাম একে তো নিশ্চহ্ন করেনি বরং করেছে উৎসাহিত। যে হযরত

www.pathagar.com

বেলাল (রাঃ) ইসলামের জন্য একান্ত ছিলেন তিনি মদীনায় থাকলেও মক্কার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। হৃদয়ের কামনা থাকত মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট।

"হায়! যদি আমি জানতাম যে, এমন স্থানে রাত্রি কাটাব, যেখানে আমার চার পাশে ইজখার ও জলীল থাকবে।"

"আমি কি কোন দিন মাজিন্নার চূড়ায় পৌছাব।"

"কখনও কি শামা ও তাফিল চোখে দেখতে পাব।"

এভাবে রাসূল (সঃ) কবিতার মাধ্যমে মক্কার প্রশংসা শুনতেন এবং তার প্রতি বালবাসা ও আন্তরিকতার কারণে চোখ অশ্রুসিক্ত হোত।

## দেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদা

দেশপ্রেমের অর্থ যদি এই হয় যে, তাকে পরাধীনতার শৃংখল হতে মুক্ত করে স্বাধীনচেতা নাগরিকদের হাতে সোপর্দ করার চেষ্টা করা, তাহলে তাতে আমি একমত। এ বিষয়েও ইসলাম দৃঢ় সমর্থন যোগায়। আল্লাহ বলেনঃ

"আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমেনদের জন্য। কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না।"

"আল্লাহ কখনো মুসলমানদের উপর কাফেরদের বিজয় দেবেন না।"

## দেশরক্ষার সামগ্রিক চেষ্টা

দেশপ্রেমের মর্ম যদি দেশের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করণ এবং তাদের সাফল্য ও উন্নতি হয় তাহলেও আমি একমত। ইসলাম একে কর্তব্য বলেছেঃ

"তোমরা সবাই ভাতৃবৎ আল্লাহর বান্দাহ হয়ে যাও।"

" হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ভিন্ন অন্যদের নিজ গোপন বিষয় বলবে না। তারা তোমাদের ক্ষতি করার কোন ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের ক্ষতির প্রত্যাশী। তাদের মুখ থেকে শত্রুতা ও বৈরীভাব প্রকাশ পেয়েছে– তাদের অন্তরে যা গোপনে আছে তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম, তোমরা যদি বুঝতে চেষ্টা কর।"

## ধর্মীয় রাজনীতি

দেশপ্রেম থেকে যদি সারা দেশে ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বোঝায় তাহলে ইসলামও তাকে একান্ত কর্তব্য বলেছে। বিজয়ীদেশ উত্তমভাবে আবাদ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

www.pathagar.com

"লড়াই ও সংগ্রাম কর, যতক্ষণ না ফিৎনা (শিরক) বিদূরিত হয় এবং সর্বত্র আল্লাহর আনুগত্য হতে থাকে।"

## গৃহ বিবাদ

দেশপ্রেমের অর্থ যদি এ দাঁড়ায় যে সমাজ নানা গোষ্ঠী দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ঝগড়া, বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা বাড়বে। সমালোচনা, লোকো অপবাদ এবং এ জাতীয় স্বার্থ ও প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে যত গৃহবিবাদ ও অশান্তি বাড়বে। পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। এমতাবস্থায় শত্রুরা লাভবান হবে। তারা এতে উস্কানী দেবে। তারা মিথ্যা ও বাতিলের জন্য এ রকম কত কাজ না করবে। পারস্পরিক মিলনের স্বপ্নকে তারা সফল হতে দেবে না। তারা নিজেদের ছাড়া অন্যান্যদেরকে নিজেদের চারপাশে গলগ্রাহী করে রাখবে। দেশপ্রেমের চিত্র যদি এই হয় তাহলে একে বিকৃত না বলে পারি না। এতে সমাজের উপকার হবে না এবং দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি হবে না।

দেখলে, দেশপ্রেমের যে সকল যথার্থ চিন্তা, পদ্ধতি আছে, এবং যা দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর তার সকল বিষয়ের আমরা সমর্থক আছি। বরং সে সব ব্যাপারে আমরা দৃঢ়তার সাথে আছি। সে ব্যাপারে আমাদের কোন রকম মতভেদ নেই। দেশপ্রেমের এ দৃপ্তবাণী ইসলামী শিক্ষার অনুকূল, বরং তার একটা অঙ্গ।

## *আমাদের দেশপ্রেমের সীমা*

তবে আমাদের নিকট বিশ্বাস হবে দেশপ্রেমের সীমা, আর তাদের কাছে এটা হয়ে থাকে দেশের সীমাও বা ভৌগলিক সীমারেখা। বিশ্বের যে অংশে মুসলমান বাস করে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আযান দেয় সে সবই আমাদের দেশ। সেখানকার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের, তার কল্যাণ ও সাফল্যের কোনো চেষ্টার আমরা ত্রুটি করবো না। এর ফলে ঐ দেশের সকল মুসলমানদের সংগে আমাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। তাদের বিষয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো, তাদের আবেগ ইচ্ছার প্রতি সহযোগীতা থাকবে। কিন্তু যারা নিছক দেশপ্রেমের বুলি আওড়ায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের সীমাতো একটি মাত্র দেশের চৌহদ্দির মধ্যে, তবে যখন কোন মুসলিম সমাজ যদি অন্য মুসলিম দেশের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে তাহলে সেটাকে আমরা সঠিক মনে করবো না। আমরা সকলের সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবো।

www.pathagar.com

নিছক দেশপ্রেমের ঝান্ডা নিয়ে মাতামাতি করলে আমাদের সংহতি বিপন্ন হবে, শক্তি খর্ব হবে এবং দুশমন আমাদের মধ্যে নাক গলাবার সুযোগ পাবে।

### আমাদের দেশপ্রেমের উদ্দেশ্য

এ ছাড়াও দেশপ্রেমের মহান লক্ষ্য থাকে দেশের স্বাধীনতার সংরক্ষণ। তার বৈষয়িক উন্নতি ও শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। আজকের ইউরোপও তাই করছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এবং মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ও যে দেশের উন্নতি ও সাফল্যের জন্য জীবন দান, সেখানে সম্পদের মায়া থাকবে না। এ দায়িত্ব হলো, অন্তরকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে সারা দেশে তার দ্বীপ শিখা জ্বালাবে। এরপর সে শরীর ও জীবনের আরাম প্রিয়তা দেখবে না, নিজের মান-সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তির চিন্তা করবে না। তারা কোন সমাজকে দাবিয়ে রাখার চিন্তা করবে না। বরং তাদের সমস্ত তৎপরতার লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি, সত্যের সমুন্নতি, দ্বীনের তত্ত্বাবধায়ন ও মানবতার কল্যাণ সাধন। এই মহৎ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন পূর্ববর্তী বিদ্বানরা। সে বিজয়ে সারা দুনিয়া তখন চোখ তুলে কেবল বিস্ময়ে তাকিয়েছে। মানুষের ইতিহাস তখনকার মত সুবিচার, সাম্য, সভ্যতা, পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের উজ্জ্বল নমুনা আজও দেখতে পাচ্ছে না।

### একতা

এখন এমন নেতৃবৃন্দের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে তোমাদের অবগত করাতে চাই। যারা মনে করে ইসলামী সমাজ বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সমষ্টি তাদের সংঘবদ্ধ করা গেলেও পরে তারা বিচ্ছিন্ন হবে। ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন হবেই। তাদের জন্য দুঃখ হয় যে, তাদের এ কল্পনা জাগলো কিভাবে। অথচ ইসলামই তো সাম্য ও ঐক্যের বার্তা বাহক। মানুষ যতক্ষণ সৎ ও কল্যাণের পথে থাকবে ইসলাম তাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার দায়িত্ব নিয়েছে। আল্লাহ বলেছেনঃ

"যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে না, বা তোমাদের গৃহত্যাগ করায় না তাদের সংগে কল্যাণ ও সততার আচরণ করা থেকে আল্লাহ তোমাদের রোখার চেষ্টা করেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অধিকার আদায়কারীদের ভালবাসেন।"

এখন বল বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন কিভাবে আসে? এ সকল কথা সামনে রেখে ভাবো দেশের স্বাধীনতার ও উন্নতির সাধনা সংগ্রাম যারা করে আমরা তাদের নিষ্ঠার কত সমর্থক। আমরা তাদের সহযোগিতা করি। আমরা এও বলতে

www.pathagar.com

পারি যারা প্রকৃতপক্ষে দেশের কল্যাণ ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তৎপর থাকে তারা ইখওয়ানের কর্মসূচীর একাংশ যেন পূরণ করে। বাকি অংশ হলো দেশের সর্বত্র ইসলামের নিশানা উত্তেলিত করা। সকলকে ইসলামের পথে আকৃষ্ট করা।

## জাতি পূজা

এখন আমরা জাতি পূজা সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন কি তা বলার চেষ্টা করবো।

## প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা

যারা জাতি পূজার আওয়াজ তোলে তাদের লক্ষ্য যদি পরবর্তী বংশধরদের এদিকে আকৃষ্ট করা হয়, তাদের এটাকেই আদর্শ ও অনুসরণ যোগ্য বলে বিবেচনা করে, তাদের মর্যাদা, প্রভাব, গৌরব এক কথায় পিতৃপুরুষের মর্যাদা নিয়ে আত্ম-পরিচয় দেবার স্বপ্ন থাকে, এটাকে তারা বড় সম্পদ ও বংশের মর্যাদা বলে গর্ব করে তাহলে তাতে কিছু সায় আছে। এর জন্য তারা আশা-আকাঙ্খা পোষণ করুক। ভাবী বংশধরদের উদ্দীপ্ত করার জন্য ও তাদের সাহস বাড়াবার জন্য আমাদের তো কিছু করণীয় আছে। নিম্নের হাদীসও এর সমর্থন যোগায়।

"মানুষ খনি সাদৃশ্য। যারা অজ্ঞতার যুগে উত্তম ছিল, তারাই ইসলামের যুগেও উত্তম হয়। যদি তারা দ্বীনের মর্ম বোঝে!"

## জাতি সেবা

জাতি সেবার লক্ষ্য যদি এই হয় যে, নিজ জাতি ও সমাজের প্রাধান্য দেয়া, বেশী বেশী সেবা করা, শোকে-দুঃখে সহানুভূতি স্বাচ্ছন্দের চেষ্টা করা, তাদের সাফল্য ও কল্যাণের জন্য তৎপর থাকা, তবে এ চিন্তাও সমর্থন যোগ্য। মানুষ যে সমাজে লালিত পালিত হয়, যেখানে ক্রমবৃদ্ধি ঘটে যেখানেই তো তার কিছু সেবাকর্ম করার দায়িত্ব থাকে।

## সংগঠন

জাতি সেবার মর্মকথা যদি এই হয় যে, আমরা সব বিপদ ও দুঃখ কষ্টের ঝঞ্চায় নিমজ্জিত এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে তাহলে আমরা প্রত্যেকেই কোনো নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব না? আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা সবাই সাফল্যের ময়দানে সমুপস্থিত হতে পারি। এটা কত উত্তম পথ! প্রাচ্যের কোনো সমাজ এ রকম ঐক্য ও সংহতি স্থাপন

www.pathagar.com

করতে পেরেছে কি? সবাই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সংগ্রাম করবে এবং সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় একদিন সাফল্য লাভ করা যাবে।

সমাজ সেবায় এ সকল চেষ্টা কল্যাণকর। এ ইসলামের বিরোধী নয় বরং সমর্থক। একে আমরা উৎসাহ যোগাতে পারি, এর জন্য আনন্দ বোধ করতে পারি।

### অজ্ঞতার নবীনকরণ

সমাজ সেবার লক্ষ্য যদি এই হয় যে, প্রাচীন অজ্ঞতা সমূহ পুনর্জীবিত করা হবে, বস্তাপচা রীতিনীতি জীবন্ত করা হবে এবং আজকের সভ্যতার বিষয়সমূহ বিলোপ করা হবে, বর্ণ বংশ ও জাতীয়তার ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে ইসলামের নেতৃত্ব খতম করা হবে– যেমন কিছু শাসক শ্রেণী এ দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। আরববাদের নিশ্চিহ্ন করেছে, ইসলামের চিহ্ন সমূহ খতম করেছে, ইসলামী নাম, চিহ্ন ও ভাষা সমূহ মিটিয়ে তার পরিবর্তে অজ্ঞ যুগের শব্দসমূহ প্রবর্তন করেছে। সমাজ সেবার ধারণা এই হলে তা হবে বিধ্বংসীকর, পরিত্যাজ্য। এ ধারণা প্রাচ্যের তরী ডোবাবে, তাদের মত মান-সম্মান খোয়াবে– প্রাচ্যের যে বৈশিষ্টতা ছিল তা অচিরেই ভূলুণ্ঠিত হবে। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের কোনই পরিবর্তন হবেনা।

"তোমরা যদি খোদা বিমুখ হও, তবে তোমাদের পরিবর্তে অন্য সমাজকে আনা হবে, যারা তোমাদের ন্যায় খোদা বিমুখ হবে না।"

### অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার

সমাজ সেবার অর্থ যদি বর্ণ বংশের গৌরব প্রকাশ হয়, অন্যের অধিকার হরণ বোঝায়, তাদের উপর প্রভাব জমানো হয়, অন্যের উন্নতি সহ্য না করা ও অন্যকে গ্রাস করা বোঝায়– এ কাজ আজকের ইতালী ও জার্মানীর শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। বরং আজ যারা জাতীয়তাবাদের উত্তাল হাওয়া তুলছে তারা এমন কাজে তৎপর। সমাজসেবা ও জাতীয়তার মর্ম যদি এই হয় তাহলে তা অত্যন্ত নিম্ন মানের ও জঘন্য। মানবতার সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্ক নেই। এর অর্থ হলো সমগ্র মানব সমাজ একে অন্যের পিছু দৌড়াচ্ছে, এক ভ্রান্ত ধারণার পিছু ছুটছে। অন্যের রক্ত পিপাসু। আজকের এ সমাজ মরীচিকার পিছনে ধাবমান।

### দু'টি মৌলকথা

ইখওয়ান জাতি পূজা জানে না, বা ফিরাউন, আরববাদ, সিরিয়াবাদ জাতীয় মতবাদের পৃষ্ঠপোষক নয়। যারা অন্যকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এমন শব্দ

www.pathagar.com

ব্যবহার করে ইখওয়ান তাদের সংগে সম্পর্কহীন। তারা বরং রাসূলে আরাবী পূর্ণ মানুষ যা বলেছেন তার প্রতি আস্থাবান। তিনি বলেছেনঃ

"আল্লাহ তোমাদের থেকে অজ্ঞ যুগের গৌরব নিশ্চহ্ন করে দিয়েছেন, পিতৃ পুরুষের গৌরব বোধেরও অবকাশ নেই। সকল মানুষ আদমের সন্তান, আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। কোনো আরব অনারবের উপর, অনারব আরবের উপর বিশেষত্ব নেই। বিশেষত্বের মানদন্ড তো কেবল তাকওয়া।"

এই কথার মধ্যে কত উৎকর্ষ, কত সুবিচার রয়েছে। সমগ্র মানব মন্ডলী আদম থেকে, তাই মানবতার মর্যাদা সর্বাগ্রে। কর্ম মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করে। এই কারণে সকল মানুষের উচিৎ কল্যাণ ও পুণ্যের কাজে অগ্রগামী থাকা। প্রকৃতপক্ষে এই দুই'টি বিষয়ের উপর মানবতার ভিত্তি নির্ভর করে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বভাব বজায় রাখবে, সাহায্য সহযোগিতা করবে। প্রেম-প্রীতি ও সমমর্মিতা নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে। যখন কর্মের ভিত্তিতে মানুষ শেষ্ঠত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে তখন সবাই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তৎপর থাকবে। এর ফলে মানুষ সার্বিক উন্নতি করতে সক্ষম হবে এমন কোন মানুষ আছে কি যে সংশোধন ও প্রশিক্ষণের উন্নততর আদর্শ দেখাতে পারে?

## আরব বৈশিষ্ট্য

এর অর্থ এ নয় যে আমি উম্মতের আপোষের বৈশিষ্ট্যকে কোন গুরুত্ব দিই না কিংবা তাদের জাতীয় বা বংশগত বিশেষত্ব স্বীকার করিনা। এ তো সবার জানা যে সকলের মানসিক ভারসাম্য, চরিত্র ও যোগ্যতা সমান হয় না। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আরবদের পার্থক্য আছে। চরিত্র ও সভ্যতার দিক দিয়ে আরবরা সৌভাগ্যশালী। কিন্তু এর মধ্যে আরবরা যে পারস্পরিক অত্যাচার অবিচার করার মানসিকতা রাখবে না তা নয় বরং তারা এ দিক দিয়ে মানবতার উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। এ কাজ না করলে তারা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় রাখে। আজকের মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাদের মত কোনো মানব গোষ্ঠী মেলা ভার। যারা নিজেদের প্রতিটি কাজের অগ্রপশ্চাৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল এবং অনুভূতি সম্পন্ন। সেই আরব কাফেলা যাদেরকে আমরা সাহাবা নামে অভিহিত করি তারা প্রকৃত সত্যকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিল।

## বিশ্বাসের সম্বন্ধ

তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হও। তোমরা যখন উপলব্ধি করেছ যে ন্যায়ণের দিক দিয়ে মানুষ দু'প্রকারের হতে পারে। হয়ত তারা বিশ্বাস

www.pathagar.com

ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিচারে ইখওয়ান সমর্থক হবে, আল্লাহর কেতাব ও শরীয়তের উপর ইখওয়ান যেমন বিশ্বাস করে তারাও সেই বিশ্বাস করে। রাসূল (সঃ) ও তাঁর আনীত শিক্ষার প্রতি ইখওয়ানদের যে বিশ্বাস তাদেরও সেই একই বিশ্বাস। এরা সেইসব লোক যারা পুত-পবিত্র সম্বন্ধবিশ্বাসের সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কেননা আমাদের বংশ ও দেশের তুলনায় বিশ্বাসের সম্বন্ধ অনেক মূল্যবান। এই কারণে তারা আমাদের অত্যন্ত নিকটতম আত্মীয়। তাদের জন্য আমাদের প্রগাঢ় ভালবাসা ও আমাদের সকল শ্রম উৎসর্গ করা আছে। তারা যে দেশে যে স্থানেই থাকুক- জীবন-সম্পদ দিয়ে তাদের রক্ষা আমাদের যৌথ দায়িত্ব। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো যারা চিন্তার দিক দিয়ে আমাদের সম-মতের নয়, বিশ্বাস ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আমাদের থেকে বহু দূরে। তাদের সঙ্গে আমাদের সদ্‌ভাব থাকবে যতদিন তারা সদ্‌ভাব বজায় রাখবে। তারা আমাদের উপর হস্তক্ষেপ না করলে আমরা তাদের ব্যাপারে শুভাকাঙ্খী থাকবো। সত্যের দিকে তাদের আহ্বান জানাবো। কেননা যে সত্যকে আমরা সজ্ঞানে উপলব্ধি করে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছি তাদেরকে তার সন্ধান জানানো আমাদের দায়িত্ব। এটাইতো মানব সমাজের সাফল্যের চাবিকাঠি। সত্যের প্রচারের জন্য দ্বীনের পরীসীমার সকল পথই আমরা অনুসরণ করবো। কেউ আমাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে আমরাও তার প্রত্যুত্তর দেবো। আল্লাহর কেতাব থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

(১) "মুসলমানরা পারস্পরিক ভ্রাতৃ সমাজ, তোমরা তাদের দুই ভায়ের মনোমালিন্য মীমাংসা করবে।"

(২) "সেই সব লোকদের সঙ্গে ইনসাফ ও সদ্ব্যবহার থেকে আল্লাহ তোমাদের বিরত রাখেন না যারা তোমাদের দ্বীনের বিপক্ষে সংগ্রাম করে না, তোমাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবিচার কারীদের ভালবাসেন। যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করেছে, ঘর থেকে তোমাদের বিতাড়িত করার জন্য অন্যের সাহায্য করেছে আল্লাহ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা থেকে তোমাদের বিরত রাখেন।"

সম্ভবতঃ আমাদের প্রচারের এ দিকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইখওয়ানের আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে আর অসুবিধা হবে না।

www.pathagar.com

# ফেকাহ্ বিষয়ক মত পার্থক্য

এখন দ্বীনি ও ফেকাহ্ বিষয়ক মত পার্থক্য বিষয়ে আমাদের মূল্যায়ণ বলা যাক।

## *বিচ্ছিন্নতা নয় একতা*

আল্লাহ্ তোমাদের জ্ঞানের গরীমার দ্বার উন্মুক্ত করুন। সর্ব প্রথম এ কথা মনে রাখবে যে, ইখওয়ানের আবেদন এক সাধারণ আবেদন। কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, কোন নির্দিষ্ট মত বা জাতীয় স্বার্থের সাথে সংযুক্ত নয়, বরং সর্বদা দ্বীনের মৌল স্পৃহার দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমার একান্ত আশা আমাদের সকল লক্ষ্য, সকল দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু এক হোক। এর ফলে আমাদের কার্যাবলী বিফল হবে না। বরং অধিকতর কার্যকর হবে। ইখওয়ানের আবেদন সকল কলুষতা মুক্ত, এবং সত্যাশ্রয়ী। যে কোনো ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধতাকে প্রাধান্য দেয়, বিচ্ছিন্নতাকে করে পরিহার। সর্বজন স্বীকৃত রাজপথ থেকে বিচ্যুতিকে অবাধ্যতা (কুফরী) মনে করে। ঘটনা হলো মুসলমান সমাজে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দলবাজী ও পারস্পরিক মনোমালিন্য থেকে বড় কোনো পরীক্ষা আসে নি। এই কারণে মুসলমানরা আত্ম মর্যাদা হারিয়েছে। সর্বকালে মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের জন্য সাফল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছে। মনে রাখতে হবে, যে সব কারণে আমাদের পূর্বর্তীদের সাফল্য ও উন্নতি হয়েছে আমাদের সাফল্য ও উন্নয়নের পিছনে সেই সব কারণ বিরাজ করছে। এ মৌল কথাটি আমাদের সকল সাথীদের মনে রাখতে হবে। এ পর্যায় সর্বদা আমাদের সামনে যেন থাকে, এর আহ্বান আমরা জানিয়ে থাকি।

## *মতবিরোধ অস্বাভাবিক নয়*

দ্বীনের গৌণ বিষয়ে মতান্তর হওয়া স্বাভাবিক। গৌণ বিষয় ও গবেষণালব্ধ (ইজতেহাদী) একমত পোষণ নাও হতে পারে। কেননা মানুষ যত রকম হবে, চিন্তাও নানা রকম এবং গবেষণাও বিভিন্নমুখী হতে পারে। কোনো বিষয়ের যুক্তি, অর্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়নের ব্যাপারে মত পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। কোরআন ও হাদীসের কিছু বিসয়ের নাম হলো দ্বীন, জ্ঞান চিন্তা, ভাষা ও অভিধানের আলোকে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়, তাই এখানে মতান্তর তো হতে পারে। কারো চিন্তা সর্ব ব্যাপক ও কারো চিন্তা সীমিত হতে পারে।

www.pathagar.com

কোন বিষয়ের জ্ঞান কারো আছে কারো নেই, সুতরাং এক সময় ইমাম মালেক (রাঃ) খলীফা আবু জাফরকে বলেনঃ সাহাবারা (রাঃ) বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে বিস্তৃত হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামে কিছু কিছু জ্ঞানী আছে, এখন তুমি সকল জ্ঞানীকে যদি একই মসলকের (মতের) অনুসারী বানাতে চেষ্টা করো তাহলে বিপর্যয় বাড়বে। প্রত্যেক পরিবেশের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সে অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্তও বিভিন্নমূখী হওয়া স্বাভাবিক। ইমাম শাফেয়ী-র (রঃ) প্রসঙ্গ এখানে বিবেচ্য। তিনি যখন ইরাকে থাকতেন তখন তিনি ফতোয়া দিতেন; কিন্তু মিসরে থাকাকালীন সময়ে সেই একই বিষয়ের জন্য ভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন। উভয় পরিবেশের জন্য তিনি যা উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন তাই জানিয়েছেন। এরপর আবার বর্ণনাকারীর নির্ভরতার বিষয়েও কিছু পার্থক্য হতে পারে। কোন একজন বর্ণনাকারী এক ইমামের নিকট অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়। তোমরাও সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করে থাকো। কিন্তু সেই একই বর্ণনাকোরী ভিন্ন ইমামের নিকট দোষযুক্ত, তাই তাঁর সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। আবার যুক্তি প্রমাণের ধরনে মতভেদ হতে পারে। কোন ইমাম সাহাবাদের কাজকে প্রাধান্য দেন আবার কোন ইমাম খবরে আজাদের[১] উপস্থিতিতে তার কোন গুরুত্ব দেন না।

## *গৌণ বিষয়ে ঐক্যমত নাও হতে পারে*

আমি স্পষ্ট বুঝি দ্বীনের ছোট খাটো বিষয়ে সর্ব ঐক্যমত হওয়া সম্ভব নয়। এ কথাও দ্বীনের ভাবধারার বিপরীত। আল্লাহর ইচ্ছাও এ দ্বীন সর্বকালে সকল পরিবেশে চলমান থাকবে সময়ের সকল প্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যশীল হবে। এই কারণে এ দ্বীন সর্বকাল উপযোগী ও সর্বজনের গ্রহণযোগ্য।

## *মতান্তরে অক্ষমতা*

যারা ছোটো খাটো বিষয়ে আমার সংগে মতান্তর পোষণ করে তাদের আমি অজ্ঞতার অবস্থা মনে করি। এ মতান্তর পারস্পরিক ভাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সহযোগিতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। আমরা ইসলামের বিশাল সীমায় এক বিধি বিধান, চিন্তাধারা ও আদর্শের অনুসারী। তোমরাই চিন্তা করো আমরা কি মুসলমান নই, তারাও কি মুসলমান নয়? আমাদের অন্তর যে

টীকাঃ ১। যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সূত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, তাকে খবরে আজাদ বলে। যার সূত্র পরম্পরা থাকে তাকে খবরে মুতাওয়াতির বা পরম্পরাযুক্ত বর্ণনা বলে। ভিন্ন মতে যে হাদীসের বর্ণনা সকল যুগে এত বেশী থাকে যে তার মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে সম্ভাবনা থাকে না তাকে খবরে মুতাওয়াতির বলে। আর যার মধ্যে এ ব্যাপার থাকে না তা খবরে আজাদ।

www.pathagar.com

বিষয়ে পরিতৃপ্ত হয় আমরা কি সেই কাজ করি না? তাহলে তাদের ইচ্ছা প্রবৃত্ত কি এ রকম হওয়া উচিৎ নয়? ইসলামের এ নির্দেশ কি নেই যে তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো তা তোমার ভায়ের জন্যও পছন্দ করবে। তাহলে তাদের দেখে আমাদের বিদ্বেষভাব কেন? তাদের মতামত যদি আমাদের দৃষ্টিতে আপত্তিকর হয়, তবে আমাদের মতামততো তাদের কাছে আপত্তিকর হতে পারে? এখন যদি আমাদের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও সমঝোতার পরিবেশ থাকে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সমঝোতায় আসতে পারি না কি?

দেখো, সাহাবা কেরাম (রাঃ) তো নিজেদের মধ্যে মতান্তর পোষণ করতো। একে অপরের বিপক্ষে রায় দিতো। তাহলে কি তাদের অন্তরে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল? এর ফলে তাদের আপোষের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে, সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে? আল্লাহ সাক্ষী। আদৌ এ রকম হয় নাই। বনু কোরায়যায় আসরের নামাযের ঘটনা তো সবার জানা বিষয়।[১]

এটা রসূলের (সঃ) খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ের ঘটনা। সুতরাং রাসূল (সঃ) আশংকা প্রকাশ করে সাহাবাদের (রাঃ) উদ্দেশ্যে বললেনঃ আমি কসম দিয়ে বলছি তোমরা বনু কোরায়যায় গিয়ে আসরের নামায পড়বে। এরপর সাহাবাগণ বনুকোরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, কিন্তু সেখানে পৌঁছাবার আগে সূর্য ডুবে যায়। এবার লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কিছু লোক বললো, তোমরা নামায ছেড়ে দেবে রাসূলের (সঃ) এ ইচ্ছা ছিলনা (বরং তোমাদের ত্বরান্বিত করার তাগাদা ছিল)। কিন্তু অপর কিছু লোক বললো, রাসূল (সঃ) যখন কসম দিয়ে বলেছেন তখন বনু কোরায়যায় গিয়েই নামায পড়া দরকার। তাই নামাযের সময় পার হয়ে গেলেও আমরা দায়ী হবো না।

---

টীকা-১। পূণ্যাত্মা ইমাম এখানে যে ঘটনার দিকে ইশারা করেছেন তা হলো- হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) আমাদের কাছে থাকা অবস্থায় একজন লোক আমাদের সালাম জানালেন। রাসূল (সঃ) নিজে ভীত হলেন, আমিও তাঁর সাথে সাথে গিয়ে দেখলাম যে দাহিয়া কালবী (রাঃ) ফিরে এসে রাসূল (সঃ) বললেন, ইনি হযরত জিবরাঈল (আঃ) (যিনি দাহিয়া কালবীর আকারে ছিলেন)। তিনি বললেন, ভাল লোকেরা নবীর যুগে এবং তাঁর সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় মতভেদ ছিল। তারা ইসলামের নিয়ম নির্দেশ ভালভাবে বুঝতেন। তাহলে ছোট খাটো বিষয়ে আমরা কেনই বা বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতার প্রশয় দেবো এবং একে অপরের শত্রু হবো? খোদ ইমামরা আপোষে মতান্তর পোষণ করতেন। বাহাস বিতর্কও করতেন। জ্ঞানের দিক দিয়ে তাঁরা কোরআন হাদীসের পন্ডিত ছিলেন। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে তার অবকাশ থাকবে না বা কেন?

www.pathagar.com

প্রকাশ্য অথচ সামান্য বিষয়েও মতভেদ হতে পারে।[১] প্রত্যহ পাঁচবার যে আযান দেয়া হয়, যার সম্পর্কে কোরআন হাদীসের নির্দেশ রয়েছে তার মতভেদ যখন নিষ্পত্তি হয়নি তখন এমন সকল জটিল বিষয়ে-যা ইজতেহাদ ও গবেষণা সিদ্ধ-মতান্তর হওয়া সম্ভব নয় কেন? পূর্ববর্তীদের মধ্যে মতান্তর দেখা দিলে তারা তা খলীফা বা সময়ের কাযীর কাছে গিয়ে তার নিষ্পত্তি করে নিতেন। এভাবে তাদের মীমাংসা হোতো, মতান্তর দূর হোতো। এখন তো খলীফা নেই তাহলে কি হবে! তাই সমগ্র মুসলমান সমাজের উচিৎ একজন খলীফা (সুবিচারক) খুঁজে তাঁর নিকট নিজেদের সমস্যা পেশ করা। আজকের পারস্পরিক মতান্তর অব্যাহত রাখলে নিত্য নতুন মতান্তর সৃষ্টি হবে। সমস্যার আর কখনও সমাধান হবে না।

ইখওয়ান এ সব দূর্বলতা ভালভাবে বোঝে। তাই সর্বদা ভিন্ন মতের লোকদের প্রতি উদারতা পোষণ করে। তারা মনে করে প্রত্যেক গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে কিছু জ্ঞানী নিশ্চয়ই আছে, যেমন তাদের মধ্যে কিছু ভাল ও কিছু মন্দও আছে। তারা সত্যের অবকাশ রাখার জন্য সকল প্রতিপক্ষকে সহানুভূতির সংগে কাছে টানে। তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে ভাল অন্যথা তারা তাদের দ্বীনী ভাই হিসাবে মনে করে। তারা সব রকম দোয়া ও সহানুভূতি পাওয়ার দাবীদার।

## *অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম*

ইখওয়ান মনে করে আমাদের সমাজে এমন সংগঠিত অপকর্ম বিস্তৃতি লাভ করছে যা পরবর্তী সময়ে দ্বীনের জন্য ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিবে। আমাদের সমাজের সত্য প্রচারকরা যদি সম্মিলিতভাবে এদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হোতো তাহলে কত উত্তমই না হোতো! যারা সমাজের মধ্যে অপকর্মের শিকার, সর্বজন স্বীকৃত অপরাধে নিমজ্জিত তারা তাদের গতিরোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলে কতো ভাল হয়।

ইখওয়ানের চিন্তাধারার সাথে এভাবে পরিচিত হয়ে যাও যে, ইখওয়ান মতভেদের অবকাশ স্বীকার করে। তবে হঠকারিতা বরদাস্ত করে না। তারা সত্য অনুধাবন করার প্রচেষ্টায় থাকে এবং সহজ সরলভাবে অন্যকে তাদের কথা বোধগম্য করার জন্য উৎসাহিত করে।

---

টীকা-১। এই কারণে একদল রাস্তায় নামায পড়লেন আর অপর দল পড়লেন না। কিন্তু উভয় দলের উদ্দেশ্যে ছিল রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করা। পরে যখন রাসূল (সঃ) এর দরবারে এ ঘটনা এল তখন তিনি উভয়ের যুক্তি শুনে কাউকে কিছু বললেন না।

www.pathagar.com

## *সমাধান (ব্যক্তিত্ব)*

প্রিয় সাথীরা! দুর্বলতা ও শক্তিমত্তা এবং স্বাস্থ্যবান ও রুগ্ন ব্যক্তির যা হয় সমাজ জীবনেও তাই। কোন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে কত সুঠাম ও সবল দেহে দেখা যায় আবার রোগ জ্বরা এসে হঠাৎ তাকে এমনভাবে ঘিরে ধরে যে সবল শরীরকে নিস্তেজ করে ছাড়ে। জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে। এমন কি জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে তাকে এসে দাঁড়াতে হয়। এরপর সে এমন এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের সন্ধান পায় যে রোগের যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম এবং তা নির্ণয় করে আন্তরিকতার সাথে তার চিকিৎসা করে। কিছুদিন পর তোমরা দেখতে পাও যে সে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। কখনও এমনটিও হয় যে, পূর্বের চেয়ে সে অধিক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। একই অবস্থা সমাজ জীবনের। সংকট, সংঘাত সমাজকে জর্জরিত করে ছাড়ে। সমাজদেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়। শক্তি ও প্রভাব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শিকারে পরিণত হয়। ফলে সে নিজ সমাজ সত্তার অস্তিত্ব অবশিষ্ট রাখতে পারে না। এখন তার জীবন মরণ উন্নতি অবনতি নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। রোগের কারণ নির্নয় করা, ধৈর্যসহ তার চিকিৎসা করা এবং কোন বিশেষজ্ঞ তার তত্ত্বাবধান করবে। যতদিন তার তত্ত্বাবধান ও যত্ন নেয়া হবে তত সত্বর সে স্বাভাবিক ও সুঠাম হয়ে উঠবে।

## *সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত*

আমাদের অভিজ্ঞতা ও নিত্য নতুন ঘটনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, প্রাচ্যের সামাজিক রোগ এক প্রকার নয় বিভিন্ন প্রকার। কত অজানা রোগের শিকার তারা। যে দৃষ্টিতেই দেখ, তার অবস্থা শোচনীয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিপন্ন আবার সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের ক্রীড়নক, পুতুল। আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা, পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা ও সমান্তরের শিকার। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও দেউলেপনা। যেভাবে সব সূদের বাজার সরগরম, অজানা কোম্পানীগুলো এদের সকল আয় উপায়ের উপর কব্জা করে রয়েছে। চিন্তার দিক দিয়েও বিপন্ন। নাস্তিকতা, অপকর্ম ও আত্মম্ভরিতার শিকার হয়ে তারা আজ তাদের ঐতিহ্যের ইমারতকে ভেঙ্গে খান খান করে ছাড়ছে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপর্যস্ত। চরিত্র ও অভ্যাসে তারা দেউলিয়ে ও উগ্রমনতার শিকার। মানবতার যে সব মহান গুণের জন্য তাদের সমৃদ্ধ করা হয়েছিল, সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল, সে সব আজ নগ্ন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বিবর্জিত হয়েছে। তা বিষাক্ত রক্তের মত তাদের

www.pathagar.com

শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের ভাগ্য লিপিকে কদর্য করে দিচ্ছে। তারা এমন ভুয়া আইন ও শাসনতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে যা কখনও অপরাধ দমন করতে পারে নি। কে উদ্বত্যকে সুপথে আনতে পেরেছে আর কোন্ অন্যায়কারীর হাত রুখতে সক্ষম হয়েছে। এসব কি কখনও ঐশী নিয়ম-কানুনের সমকক্ষ হতে পারবে, না পেরেছে?

এভাবে তারা শিক্ষার জগত থেকে বিচ্ছন্ন। বক্র স্বাধীন চিন্তার বেড়াজালে পড়ে নিজ সন্তানাদির সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হচ্ছে না। ভাবী বংশধরদের সকল দিক দিয়ে দেউলিয়ে করে ছাড়ছে। চিন্তা ও ভাবাদর্শের দিক দিয়েও বিমুখ! তারা ধ্বংসাত্মক ও নিরাশার স্বপ্ন দেখে। তারা নির্লজ্জ ও জঘন্য কাপুরুষতার শিকার। তারা এমন দুর্বলচিত্ত ও নিতান্ত স্বার্থপর যে আল্লাহর পথে সামান্য ব্যয় করতে পারে না, আর আত্মত্যাগ তো তাদের সাধ্যে কুলোয় না। কর্মোদ্দীপনা 'সাধনা' চঞ্চল ও পরিশ্রমী মানসিকতা লোপ পেয়ে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, আরাম ও ভোগ সর্বস্ব মানসিকতায় ভুগছে। যে সমাজ এমন মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন তারা কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ, দলীয়স্বার্থ, সূদ, নাস্তিকতা, হঠকারিতা, নৈরাজ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে হীনমন্যতা, নৈরাজ্য, কাপুরুষতা ও ভীরুতার বিপদ থেকে কিভাবে কাটিয়ে উঠবে? দূর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রতিটি ধোকা ও চালাকির শিকার যে মুসলমান সমাজ, তাদের থেকে কি ভাল আশা করা যেতে পারে? এগুলো এমন এক মারাত্মক ব্যধি যে, এর এক একটি ব্যধি বিরাট প্রতাপশালী সমাজকেও ধ্বংস করে ফেলবে। তাহলে এ সমাজের কি দূরবস্থা! প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ দূরবস্থা বিদ্যমান। ঘটনা হলো, দীর্ঘকাল প্রচ্যের এ অধিবাসীরা দুশমনদের শিকার হয়ে রয়েছে। তাদের অত্যাচার সমাজ দেহে ক্রীয়া সৃষ্টি করেছে। সে ক্রীয়া উতরোত্তর বৃদ্ধি পচ্ছে। প্রাচ্যবাসীরা শক্ত দৃঢ় না হলে আজ তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। পৃথিবী তেকে তারা বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা নয়। মুসলমানরা সে জন্য তৈরীও নয়।

ভ্রাতৃবৃন্দ! আজকের সমাজের রোগ সম্পর্কে ইখওয়ান যে চিন্তা করেছে তার সমাধানের জন্যও পথ বাতলে দিয়েছে। আর এ পথে চললে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

### *আশার আলো নব জাগরণের সূচনা*

সুধী ভ্রাতৃবৃন্দ! আশার আলো ফোটবার পূর্বে আমরা এ কথাও বলে রাখি যে, জাতি ও সমাজ থেকে আমরা নিরাশ হয়নি। আমরা বড় সাফল্য ও

www.pathagar.com

কল্যাণের প্রত্যাশী। আমাদের ধারণা এ রকম নৈরাশ্যভাব আমাদের মৃত্যুর কারণ ও ধ্বংসকর। এই নিরাশা আমাদের বঞ্চনার উৎস। অন্যথায় কল্যাণ ও সাফল্যের কত সুযোগ না আমরা পেতাম। তাই আমরা কখনো নিরাশ হতে চাই না। আল হামদুলিল্লাহ, আমাদের হৃদয়ে নিরাশা বিন্দুমাত্র রেখাত করতে পারে না। নানা প্রতিকুলতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের পরিবেশ আমাদের আশার আলো জোগাচ্ছে। কোন রুগীর নিকট পৌঁছে তার শ্বাসকষ্ট নাড়ীর স্পন্দন হ্রাস পেতে দেখলে কিংবা দম-খেঁচা ও শরীর শীতল অনুভূত হলে বুঝে নেয়া হয় যে, এ রোগ আমাদের আয়ত্বের বাইরে। তার সময় শেষ এবং মৃত্যু আসন্ন মনে করা হয়। কিন্তু এর বিপরীত ক্ষেত্রে ঠান্ডা শরীরের স্পন্দন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে দেখলে আমরা কতকটা শান্ত্বনা পাই। তার জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রত্যাশা জাগে।

অনুরূপ ব্যাপার প্রাচ্যের জনগণের। তাদের মৃত্যুদশা এক সময় অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছিল। জড়তা, স্পন্দন সবই এক সময় তাদের কাছ থেকে লোপ পেয়েছিল; কিন্তু এখন সমগ্র জাতির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জেগেছে। এক গণ চেতনা অনুভূত হচ্ছে। অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত চেতনা এসেছে। এখন যদি তারা নানা প্রতিবন্ধকতা ও নেতৃত্বেহীনতার শিকার না হোতো- যদি সঠিক পথ নির্দেশনা লাভ করতো তাহলে এই চেতনা আজ গণ জোয়ারের রূপ পেতো। তা সত্ত্বেও একটি কথা স্বীকার্য যে, এ রকম প্রতিবন্ধকতা দীর্ঘদিন থাকবে না। এ সংকট বেশী দিন থাকবে না। পরিবর্তন তো সময়ের স্বাভাবিক ধর্ম, কখনো এক সময়ে চিরস্থায়ী থাকে? বিশ্বাস করো এ দৌরাত্ম শেষ হবে। সুসময়ে মুসলিম সমাজ তথা ইসলামের যথার্থ সেবকরা যুগের কর্ণধার হবে। আল্লাহ পূর্বেও যেমন সর্বাধিনায়ক ও ক্ষমতার মালিক ছিলেন, আজও তো আছেন। তাই আমাদের নিরাশ হবার কারণ নেই। কোরআনের নির্দেশ রাসূলের বানী, প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি, সমাজের উত্থান-পতন, আবির্ভাব, পুনর্গঠন, উন্নতি, অবনতির ইতিহাসে আল্লাহর বিধানের চিরন্তন নিয়ম এ সবই আজ আমাদের আশার আলো। এ সকল বিষয়ই দূর-দূরান্তের আশার আলো প্রজ্বলিত করে রাখে। আশার বিজয় পতাকা পৎ পৎ করে উড়তে দেখা যায়। উন্নতি ও সাফল্যের সঠিক পন্থা নির্দেশ করে। এ সকল কথা মুসলমানরা ভালবাবে জানে। এখন যদি তারা যথার্থ উপলব্ধি করে।

তোমরা সূরা কাসাসের প্রারম্ভের অংশগুলো পড়। এগুলো কতই না আশা উদ্দীপনা জাগায়ঃ

www.pathagar.com

"ত্বা, সীন, মিম। এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাক্য। আমি তোমার নিকট বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মুসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি। ফেরাউন আপন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ওদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; ওদের পুত্রদের সে হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রাখতো। নিঃসন্দেহে সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। সে দেশে যাদের হীনবল করা হয়েছিল আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদের নেতা করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে ইচ্ছা করলাম। ইচ্ছা করলাম, দেশ তাদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা সে সম্প্রদায় হতে ওরা আশংঙ্কা করতো।"

এ আয়াতের দৃষ্টিতে তোমরা দেখতে পাবে যে, বাতিল শক্তি সঞ্চয় করে কিভাবে দৌরাত্ম এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করছে। স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভাবের জন্য সে আজ কতখানি পরিতৃপ্ত। সে মনে করে যে সত্য সর্বদা তার অনুকূলে। সে যখন আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাতীত পন্থায় খরচ করে তার মনে আত্ম মহিমা ফুটে ওঠে, লোকের চোখে তাক লাগায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ অত্যাচারিত ও বঞ্চিতের হাহাকার কবুল করে তাকে পাকড়াও করেন। এভাবে বাতিল তার শেষ পরিণতি লাভ করে ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। তার সাধের সৌধ ধ্বংস হয়। সত্যপন্থীদের তৎপরতায় সুফল সমৃদ্ধ পরিবেশ গড়ে ওঠে। কোরআন ও আল্লাহর প্রজ্ঞাময় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বে আজকের ইসলাম পন্থী মুসলিম সমাজের নিরাশার কিছু নেই। এখন প্রয়োজন কেবল যথাযুক্তভাবে উপলব্ধি করে সুষ্ঠভাবে তার বাস্তবায়ন করা।

ভ্রাতৃবৃন্দ! কোরআনের এ ধরনের আশাপূর্ণ অজস্র আয়াতের কারণে ইসলামী আন্দোলনের অগ্র কাফেলা নিরাশ হয় না। তারা উদগ্রীব আকাঙ্খা ও সুদৃঢ় আস্থা নিয়ে আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছে। সম্মুখে বাধার বিন্ধাচল, অগণন সংকট থাকলেও দৃঢ় সংকল্প চিত্তে কর্ম দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর রয়েছে। তবে যে সকল উপকরণের উল্লেখ পূর্বে করেছিলাম তা তিনটি। ইখওয়ান তার ওপরই নির্ভর করে।

প্রথমঃ সঠিক কর্মপন্থা যা আল্লাহর কেতাব, রাসূলের সুন্নাহ ও ইসলামের বিধানের মধ্যে নিহিত আছে। তবে মুসলমানরা তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করবে এবং প্রবৃত্তি ও আবেগ বশে তার মধ্যে কোন রকম রদবদল করবে না। তার নির্মল ও পবিত্রতা বজায় রাখবে। ইখওয়ানরা এই উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলামকে গভীর অধ্যয়ন করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ঃ মুসলমান কর্মতৎপর হবে। এই জন্য ইখওয়ান যা বুঝেছে তা বাস্তবায়িতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। আল্লাহর মহিমা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আত্মনির্ভরতা রয়েছে। তাদের আস্থা রয়েছে যতদিন আল্লাহর পথে এবং মহানবী (সঃ)–এর আদর্শ মতে জীবন যাপন করবে তারা আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে।

তৃতীয়ঃ বিচক্ষণতা, চেষ্টা, সুক্ষ্মদৃষ্টি, নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা। আল্লাহর মহিমা ইখওয়ানের এ সুবিধাও আছে, যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করেছে। তাই তারা নেতার পূর্ণ অনুসরণ করছে।

ভ্রাতৃবৃন্দ! এটাই আমাদের আবেদনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এটাই তোমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য। এই স্বপ্ন আমাদের বাসনা। এ স্বপ্নের ইউসুফ তোমরাই। এখন এই রাস্তায় তোমরা যদি আত্ম নিয়োগ করতে চাও তবে আমাদের সংগে হাত মিলাও। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি উত্তম কর্ম বিধায়ক, উত্তম সহায়ক ও বন্ধু।

আল্লাহ মহান! সমস্ত গুণগান তাঁরই।

---

www.pathagar.com

# আমাদের আবেদন

## *উপক্রমনিকা*

আলোচনা প্রসঙ্গে কখনো কখনো তোমাদের ধারণা হয় যে, আমাদের উদ্দেশ্য পুরাপুরি ব্যক্ত হয়েছে, কথা স্পষ্ট হয়ে সামনে এসেছে। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সকলের বোধগম্য হয়ে গেছে। যাকে উদ্দেশ্য করে তোমার বক্তব্য শুরু হয়েছিল তাকে সত্য সমুজ্জ্বল পথে এনে দাঁড় করাতে পেরেছো। তত্ত্ব ও সত্য বিষয়টি সে দিবালোকের ন্যায় বুঝতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তুমি বিস্মিত হয়ে যাও যখন দেখ তার আচরণের কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সে পূর্বে যেমন ছিল এখন তেমনই রয়ে গেছে।

## *মানদন্ড*

আমার ইচ্ছা, আজ ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই। তার কর্ম কৌশলও আজ মধ্যাহ্নকালীন সূর্যসম প্রতিভাত হয়ে যাক। তার পূর্বে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, আমাদের মানদন্ড কি হবে এবং কোন যুক্তিতে সে কথাগুলো পরখ করা হবে। এরপর আমাদের বক্তব্য সহজ সরল করে বলবো যাতে প্রতিটি সত্য-সন্ধানীকে এজন্য সংকটে না পড়তে হয়। আমার নিকট সে মানদন্ড হলো 'আল্লাহর কেতাব', যার কল্যাণ থেকে আমরা সামগ্রিকভাবে উপকৃত হতে পারি, যার পরশ থেকে জীবন ধন্য হয়। আমার বিশ্বাস এই মানদন্ডে সকলের স্বীকৃতি থাকবে, কেউ কোন প্রকার দ্বিমতন্ত করবে না।

## *হে সমাজ!*

কোরআন অত্যন্ত সর্বব্যাপক গ্রন্থ। এতে আল্লাহ আমাদের বিশ্বাস সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি কি হবে? আমাদের নিয়ম পদ্ধতি কি হবে? কিছু বিষয়ের আদেশ রয়েছে আর কিছু সম্পর্কে নিষেধও রয়েছে। আজকের সকল মুসলমান কি কোরআনের বিধান মত জীবন যাপন করছে? তার বিশ্বাসসমূহ কি উপলব্ধি করেছে? তার বর্ণিত উদ্দেশ্য গুলোও কি বুঝে নিয়েছে? যে সামাজিক জীবন ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে তার মত কি জীবন যাপন করছে? আমরা যদি স্বীকার করি সেসব আমরা মেনে চলছি তবে শতবার ধন্যবাদ, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছেছি। কিন্তু আমরা কোরআনের রাজপথ থেকে অনেক দূরে অবস্থান

www.pathagar.com

করছি, তার বিধান থেকে আমরা রয়েছি গাফেল। অথচ আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা নিজেরাই সে পথে প্রত্যাবর্তন করি এবং অনুসারীদেরও তার অনুগামী বানাই।

### *কোরআনে জীবন লক্ষ্য*

কোরআন সুনির্দিষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে, মানব জীবনে কি কি কামনা বাসনা ও লক্ষ্য হওয়া দরকার। এ সত্বেও কিছু লোকের জীবনের লক্ষ্য হলো নিছক ভোগ বিলাস ও আনন্দ উপভোগ করাঃ

"যারা কাফের তারা তো আনন্দই উপভোগ করে, জীবজন্তুর মত কেবল আহার বিহার করে থাকে। পরিণামে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।"

কতক লোক আবার সহায়-সম্পদ ও জমিজমার প্রতি জীবন উৎসর্গ করে থাকেঃ

"মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে মোহিনী নারীর ভালবাসা, সন্তানাদি, স্বর্ণ রৌপ্যের স্তুপ, উৎকৃষ্ট ঘোড়া, জীবজন্তু, ও শস্যক্ষেত। এগুলো তো পার্থিব জীবনের সরঞ্জাম। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়।"

অপর কিছু লোক আছে যারা কেবল ফেৎনা-ফাসাদ ও অন্যায়-অরাজকতা সৃষ্টি করতে তৎপর থাকেঃ

"কিছু লোকের কথা তো এ পার্থিব জীবনে তোমাদের নিকট উত্তম বলে মনে হচ্ছে, আর তারা তাদের মনের কথার জন্য আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। কিন্তু তারা কঠোর দুশমন। তারা যখন তোমার নিকট থেকে বিদায় নেয় তখন পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত ও বংশধারা নস্যাৎ করে। অতঃপর আল্লাহ বিপর্যয়কে পছন্দ করেন না।",

জীবনের সাধারণতঃ এটাই লক্ষ্য হয়ে থাকে, আর আল্লাহ এসব থেকে মুমিন ব্যক্তিদের দূরে রেখেছেন। তিনি এর চেয়ে উত্তম কাজে তাদের নিযুক্ত করেন তাদের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন যা এর চেয়ে অনেক উত্তম ও উন্নত। সে দায়িত্ব হলঃ "মানুষের কল্যাণ সাধন, সমগ্র মানবতার হিত কামনা এবং বিশ্বের সর্ব সমুন্নতি।" সূতরাং আল্লাহ বলেনঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! রুকু করো, সিজদা করো, নিজ প্রভুর বন্দেগী করো, সফল কাম হবার জন্য সুকৃতি করো। আল্লাহর পথে নিরলস সংগ্রাম করো। তিনিই তোমাদের সম্মান ভূষণে নির্বাচিত করেছেন এবং দ্বীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তোমাদের জন্য সংকীর্ণতার সুযোগ রাখেননি। তোমাদের পিতা ইবরহীমের দ্বীন অনুসরণ করো। তিনিই সর্ব প্রথম তোমাদের 'মুসলিম' নামে

www.pathagar.com

অভিহিত করেছেন, পূর্বে এবং এখনও। এভাবে রাসূল তোমার ওপর সত্যের সাক্ষী হবেন এবং তোমরাও সমগ্র মানব সমাজের জন্য সত্যের সাক্ষী হবে। তোমরা উত্তমভাবে নামায পড়, যাকাত দাও, সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর রশিকে ধারণ করো, তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত না উত্তম বন্ধু! কত উত্তম সাহায্যকারী।"

মুসলমানরা যেন সমগ্র মানব সমাজের অভিভাবক। তারা সমগ্র বিশ্বের তত্ত্বাবধায়ক। তাদের এ মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হলো যে, তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। এভাবে নেতৃত্ব আমাদের কাজ-পাশ্চাত্যের নয়। তত্ত্বাবধায়ন তো ইসলামের পথ- পাশ্চাত্যের পথ হতে পারে না।

## মুসলমানের অভিভাবকত্ব ত্যাগের জন্য

এরপর আল্লাহ স্বয়ং এ লক্ষ্য ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলমানের সকল কামনা এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা তাদের সব কিছু আল্লাহর হাতে বিক্রয় করে দিয়েছে। এখন তাদের কাছে যা কিছু আছে তা তাদের নিজস্ব নয়- আল্লাহর। তাদের জীবন তাদেরও নয়, ধন-সম্পদও নয়। এগুলো যা তা তো এই জন্য যে আল্লাহর বাণীর প্রভাব বিস্তার হবে। আল্লাহ বলেনঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বেহেশতের বিনিময়ে মুসলমানের জীবন ও ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন।"

সূতরাং মুসলমান তো আল্লাহর আবেদনের নিকট তাদের দুনিয়া বিক্রয় করে দিয়েছে। এর বিনিময় তারা পরকালে নেবে। এভাবে একজন বিজয়ী মুসলিম প্রকৃতপক্ষে এমন এক শিক্ষক যিনি শিক্ষক-সুলভ সকল গুণে বিভূষিত হবেন। তিনি একদিকে সত্য-পথ প্রদর্শক অপর দিকে দয়া ও করুণার জ্বলন্ত প্রতীক হবেন। তার সাফল্য সংস্কৃতি সভ্যতার সাফল্য। তার প্রসার হবে আল্লাহর বাণীর ও জ্ঞানের প্রসার। সে একাধারে ইসলামের উজ্জল দৃষ্টান্ত এবং এর জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, অপরদিকে প্রাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পাশবিক থাবা নির্মূল প্রচেষ্টায় সর্বদা তৎপর। এ দুয়ের মধ্যে কি কোন সামঞ্জস্য সম্ভব?

## সঠিক পথে কে?

প্রিয় সাথীরা! তোমাদের প্রভুর শপথ। মুসলমানরা কি আল্লাহর কেতাব থেকে এ তত্ত্ব উপলব্ধি করেছে? তাদের চিন্তায় ও ধ্যান-ধারণায় কি এ উন্নতি এসেছে? তারা বস্তু পূজা থেকে নিরাসক্ত ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে

www.pathagar.com

পেরেছে? তারা কি নিরাসক্ত ও মোহমুক্ত জীবনের প্রত্যাশী হতে পেরেছে? তারা কি বিশ্বপ্রভুকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম, হয়েছে? আল্লাহর বাণীর সমুন্নতির জন্য তারা কি জীবনের সহায়-স্বপ্ন সব কিছুকে উৎসর্গ করতে পেরেছে? তারা দ্বীনের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের জন্য দৃঢ় সংকল্প হতে পেরেছে? অথবা তারা আজও আশা-আকাঙ্খা ও প্রবৃত্তির দাস হয়েই রয়েছে? আজও কি তারা ভোগ-বিলাস ও কামিনী-মোহিনির সাধনায় লিপ্ত রয়েছে?

"তারা আশার সাগরে দোলায়মান, ভাগ্য তাদের পরীক্ষার বিষয়। তারা শ্রমের মহাসমুদ্রে হাবু ডুবু খাচ্ছে অথচ তাদের পরীক্ষা আজ কেমনতর!"

রাসূল (সঃ) সত্যই বলেছেনঃ

"ধ্বংস হোক দীনারের দাস, ধ্বংস হোক দিরহামের দাস, ধ্বংস হোক রেশমের দাস।"

## *লক্ষ্য যার মূল কর্ম যার শাখা*

লক্ষ্য যখন আমাদের আন্দোলন এবং সকল তৎপরতার কেন্দ্র। এই কারণেই মানসিক উদ্বিগ্নতা ছিল। তার ওপর অন্ধকারের আবরণ চেপে ছিল। তাই তার স্পষ্ট বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় নিঃসন্দেহে তার বর্ণনা যথেষ্ট হয়েছে। এখন আমাদের ভূমিকা হলো, বিশ্বের পথনির্দেশনা ও মানবতার কল্যাণ সাধন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সুষ্ঠ বাস্তবায়ন। এ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

## *আমাদের লক্ষ্যের উৎস*

আমাদের আবেদন সর্বস্তরে প্রসার ঘটাতে হবে। আমার আহবান মুসলিম সমাজ এ আবেদন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করুক এবং তার বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করুক। এ আবেদন ইখওয়ানের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়, বরং এর বর্ণনা কোরাআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে পাওয়া যায়। রাসূলের একটি হাদীসও তার ঘোষণা করে। প্রাথমিক যুগের সৎ ও নিষ্ঠাবান মহান ব্যক্তিদের প্রতিটি কাজ থেকে আভাষ পাওয়া যায়। ইসলাম ও ঈমানের সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য আবেদনের প্রয়োজন, কিন্তু কেউ যদি এর মধ্যে ত্রুটি বা দুর্বলতার লক্ষণ পায় তাহলে আল্লাহর কেতাব উভয় মতের মধ্যে ফয়সালা করবে তারা সত্যের অনুকূলে না আমরা।

"হে প্রভু! তুমি আমাদের এবং এ সমাজের মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দাও, তুমিই উত্তম সিদ্ধান্তকারী।"

www.pathagar.com

## প্রাসঙ্গিক কথা

অনেক ভাই আমাদের সমালোচনা করেন অথচ আমরা আন্তরিকভাবে তাদের মঙ্গল কামনা করি এবং তাদের সাফল্য ও উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করি। তাদের উপকার ও কল্যাণের জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। আমরা জীবন ও সহায়-সম্পদের মায়া এমন কি স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের মায়া ত্যাগ করেছি তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য। এই সকল সমালোচকরা যদি আমাদের নিদ্রাহীন যুবকদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যারা অন্যান্যদের আরামের সময় নিজেরা পর-মঙ্গলের জন্য তৎপর থাকে। বিকাল থেকে অর্দ্ধরাত পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অফিসের কাজকর্ম দেখাশোনা করে। সারা মাস এভাবে কাজ করার পরও মাসের শেষে নিজেদের উপার্জিত অর্থ নিয়ে জন সেবামূলক কাজে ব্যয় করে। সংগঠনের ব্যয়কে নিজের ব্যয় মনে করে। যারা তাদের সম্পর্কে অবগত থাকে না তাদের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করে। তাদের মন বলেঃ

"আমরা তো তোমাদের নিকট কোনও বিনিময় প্রার্থনা করি না, যা প্রাপ্য তা আল্লাহর নিকটই কামনা করি।"

আমরা সমাজের উপকারের কথা বলছি না। আর তা বলার প্রয়োজন বা কি? আমাদের জীবনের লক্ষ্যও তাদের কল্যাণের জন্য। আমাদের ত্যাগ ও উৎসর্গের উল্লেখ তো এই জন্য করছি যাতে সমাজ আমাদের আবেদন উপলব্ধি করে, হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে।

## অর্থ কোথা থেকে আসে?

আমাদের যে সকল সুধী বন্ধুরা দূর থেকে আমাদের দেখে এবং আড়চোখে তাকাতে থাকে এবং ভাবে এরা এত ব্যয়ভার বহন করে কি প্রকারে? এত বড় সংগঠনের কাজ চালাতে অর্থ আসে কোথা থেকে? লোকের অর্থ ব্যবস্থার মন্দাভাব এবং সংকটজনক অবস্থাতেও তাদের সংগঠন দিন দিন ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে কি করে? তাদের জানা উচিৎ, ইসলামী সংগঠনের জন্য অর্থ বলের তুলনায় ঈমানী বলের চাহিদা অতীব প্রয়োজন। বৈষয়িক পূঁজির চেয়ে জ্ঞানের পুঁজির প্রয়োজন বেশী। প্রকৃত মু'মেন পাওয়া গেলে সাফল্যের সকল উপকরণও পাওয়া যায়। অল্প অর্থ থেকে ইখওয়ান কর্মীবৃন্দ প্রয়োজনীয় সঞ্চয় করে রাখে এবং সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় বহন করে চলে। তারা এ আশা বুকে নিয়ে ব্যয় করে যে যদি তাদের কাছে আরো অর্থ থাকত তাহলে তাও ব্যয় করত। কারো কাছে অর্থ না থাকলে অশ্রুসিক্ত নয়নে পরিতাপ করে যে তাদের কিছু থাকলে

www.pathagar.com

আল্লাহর পথে ব্যয় করতো। এইভাবে স্বল্প অর্থে আমাদের কর্মীরা নিছক ঈমানী মনোবল নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের কাজ করে। তাদের কাজের মধ্যে তারা তৃপ্তির পরশ পায়। আল্লাহ ইখওয়ানদের প্রতিটি পয়সার জন্য বরকত দেন।

"আল্লাহ সূদকে হ্রাস করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন।"

"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যে দান করো তার জন্য আল্লাহ তা বহুগুণে সমৃদ্ধ করেন।"

## *রাজনীতি ও আমরা*

কতক লোক ইখওয়ান কর্মীদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করে এবং তাদের আবেদনকে রাজনৈতিক আবেদন ও এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে বলে প্রচার করে। পরিতাপ যে, আমাদের এ জাতি কতকাল অপবাদ দিতে থাকবে, মিথ্যার বেসাতী করে কতদিন আমাদের দুর্নাম রটাতে তৎপর হবে! চাক্ষুস প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কতকাল সত্য ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করবে।

হে আমার সমাজ! আমাদের এক হাতে কোরআন, অন্য হাতে রয়েছে রাসূলের সুন্নাহ। সামনে আছে পূর্ববর্তী পূণ্যাত্মাদের আদর্শ। আমরা তো ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ, বিধি-বিধানের প্রচার করছি, এখন এগুলো যদি তোমাদের কাছে রাজনীতি হয় তাহলে তা রাজনীতি বটে। যে এই মৌলনীতির আবেদন জানায় তা যদি রাজনীতি হয় তবে আল্লাহর শোকর আমরা সে রাজনীতি করি, তোমরা একে যা পারো বলো। আমাদের লক্ষ্য তো এটাই।

হে আমার জাতি! শব্দের জন্য তত্ত্ব ও মর্ম ত্যাগ করা, নামের জন্য উদ্দেশ্যে বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। ইসলামের রাজনীতি তো চিরস্থায়ী সুখ ও কল্যানের বার্তাবহন করে। এটাই আমাদের আদর্শিক রাজনীতি যা কখনো পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। এই রাজনীতির আবেদন তোমরা সকলকে দাও, এতে রয়েছে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি। সন্দেহ থাকলে অপেক্ষা করো- সত্য সত্বরই পরিস্পুট হবেই।

## *আমাদের সমাজের ভিত্তি*

ভ্রাতৃ সমাজ! বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহর যে আহবানে সমগ্র জগৎ অনুরণিত হচ্ছে আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিই। পৃথিবী ও সপ্ত আকাশ তার অনুগত। মুসলমান যখন সে আওয়াজ শোনে পৃথিবী ও সপ্ত আকাশের মত

www.pathagar.com

ঐকান্তিকতার সাথে শোনে। বিশ্বের দরবারে রাসূল (সঃ)-এর সে আওয়াজের প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে।

"যারা বিশ্বাসী আল্লাহ তাদেরই বন্ধু।"

সত্যই হে ভ্রাতৃবৃন্দ! এটাই তোমাদের প্রভুর আওয়াজ। তিনি তোমাদের ডাকছেন, আমরাও উপস্থিত রয়েছি। হে খোদা! তোমার গুণগান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তোমার প্রশংসা করার মত ভাষা আমাদের নেই, তুমিই মু'মেনদের প্রকৃত বন্ধু। দ্বীনের সেবকদের সাহায্যকারী। সেই সকল অত্যাচারিত উৎপীড়িতদের আশ্রয়দানকারী যারা ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে, দেশ থেকে দেশান্তরিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে, তোমার আশ্রয়ে যারা এসেছে তাদের আর কিসের ভয়, কিসের চিন্তা।

"যারা আল্লাহর সাহায্য করে আল্লাহ নিশ্চিত তাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী।"

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! কোরআনের মধুর বাণী শোনো, তার আয়াত তেলাওৎ করো, তার শিক্ষা ও মাধুর্য থেকে অন্তর তৃপ্ত করো, তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রয়েছে আলোর ঝলক, তা থেকে হৃদয়ের শান্তি নাও।

হে ভ্রাতৃ সমাজ! উপলব্ধি করো কোরআনের আয়াতে কত মধুর স্বাদ আছে কত মিষ্টতা আছে।

১) "যারা ঈমান পোষণ করেছে আল্লাহ তাদেরই বন্ধু। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন।"

২) "বরং আল্লাহই তোমাদের বন্ধু, তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।"

৩) "তোমাদের বন্ধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেইসব লোক যারা ঈমান পোষণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং সর্বাবস্থায় বিনত থাকে।"

৪) "নিশ্চয়ই আমার অভিবাবক হলেন আল্লাহ। যিনি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, তিনি সৎ লোকদের বন্ধু।"

৫) "বলো, আমার তো সেই বিপদটুকু পৌছতে পারে আল্লাহ যা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের প্রভু, তাঁর ওপর সকল মুসলমানের নির্ভরতা রাখা উচিৎ।"

৬) " শোন! আল্লাহর বন্ধুর জন্য কোন চিন্তা নেই, উদ্বেগের কোন কারণ নেই। যারা ঈমান এনেছে এবং খোদাভীরুতার পথ অবলম্বন করেছে।"

www.pathagar.com

৭) "এটা তাদের জন্য যারা ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ তাদের বন্ধু। কিন্তু কাফেরদের বন্ধু কেউ নেই।"

দেখ! আল্লাহ তোমাদের আপন করে নিচ্ছেন, তাঁর অভিভাবকত্বে নিয়ে নিচ্ছেন, তোমার মান-সম্মান ও উচ্চ আসনে সমৃদ্ধ করছেন। কেননাঃ

"সম্মানের একক মালিক তো আল্লাহ! তাঁর রাসূল ও মুসলমানরা। কিন্তু মুনাফেকরা তা বোঝে না।"

রাসূল (সঃ) বলেছেন- "কেয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি একটা বংশধারা ঠিক করেছি, তোমরাও বংশধারা ঠিক করেছো। তোমরা বলো- অমুকের পুত্র অমুক। আমি বলি- আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই যে খোদাভীরুতায় শ্রেষ্ঠ! আজ আমার বংশধারাকে উন্নত ও তোমাদের বংশধারাকে অপদস্ত করবো।"

প্রিয়তম! এই জন্য সজ্জনেরা সর্বদা আল্লাহকে প্রশয় দেয়, খোদার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, তাদের নামায ও সকল প্রকার তৎপরতা তার অনুকূলে অবর্তিত হতে থাকে। সূতরাং সৎ লোকমাত্র এই আশা করেঃ

"তুমি আমাকে তাঁর বান্দা বলে চিহ্নিত করো, এটাই আমার নিকট অতীব প্রিয়।"

অন্য জন এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলে ওঠেঃ

"লোকে যখন তামিমের বা কায়েসের সন্তান হওয়াকে বংশ গৌরব মনে করে আমি তখন ইসলামের সন্তান বলে নিজেকে গর্ববোধ করি।"

## *মান-সম্মানের চূড়ান্ত সীমা*

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! পিতৃ-পুরুষের জন্য লোকে কেনই গর্ববোধ করে? যেহেতু তাদের সুনাম ছিল তো তাই। আর এই কারণে বংশধরদের মধ্যে লোকে জাতীয় চেতনার জোয়ার বইয়ে রেখে যেতে চায়। এ ছাড়া তৃতীয় কোন চিন্তা থাকে না। লক্ষ্য করো, আল্লাহতায়ালার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কি চূড়ান্ত পরীসীমা বিরাজ করছেঃ

"সম্মানের সবটুকুই তো কেবল আল্লাহর।"

এখানে উন্নতির সর্বাধিক মাত্রাও পাওয়া যাবে যা উদীয়মান সমাজের রন্ধে রন্ধে আবেদন সৃষ্টি করবে। তোমাদের প্রভুর নিকট অতি প্রিয় ও একান্ত অনুগত হওয়ার জন্য এর থেকে কি সম্মান থাকতে পারে? এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করো। তার সঙ্গে সম্পর্ক সম্পৃক্ত করো।

www.pathagar.com

"বরং তোমরা আল্লাহতায়ালার হও, তোমরা অন্যকে যে শিক্ষা দাও, নিজেরাও তা পড়।"

## শক্তির সর্বাধিক উৎস

আল্লাহগত প্রাণ হওয়ার আরও একটি সুফল আছে আর তা তারই ভাগ্যে জোটে যার হৃদয়ে পরিপূর্ণ ভাবে ঈমানী আলোক বিরাজ করছে। চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সবটুকুই তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত। তার অন্তরে নিছক আল্লাহ ভীতিই কাজ করে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকেও পরোয়া করে না। সমগ্র বিশ্ব তার বিরোধীতা করলেও সে মূল শিক্ষা থেকে পিছপা হয় না।

"এরা সেই সব লোক যাদেরকে শোনানো হয় যে, শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে তৈরী হচ্ছে, তোমরা তাদের দেখে ভীত হও। এমতাবস্থায় তাদের ঈমান বর্দ্ধিত হয় এবং বলে আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম নির্ভরস্থল।"

অস্ত্রবলহীন সামান্য কোনো ইসলামী সেনা অসংখ্য কাফেরী সেনাদের সামনে উপস্থিত হলেও ঈমানী মনোবল আবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না, নির্ভয় দৃপ্তভাবে সে আল্লাহর কাজ করে যায়, আল্লাহর শত্রুদের দেখে তার চিত্তে ঈমানী মনোবল জেগে উঠে।

"আল্লাহ যদি তোমাকে সাহায্য করেন তবে কেউ তোমাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না।"

এমন মুহূর্তে সে কত মহান শক্তির আশ্রয় পায়, সুতরাং এ সর্বাধিক শক্তির উৎস পেয়ে কেউ কি হীনবল হবার আশা করে?

## বিশ্ব সম্পর্ক

মানুষ যদি আল্লাহগত প্রাণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে তা সামাজিক উন্নতির এক কার্যকর পদক্ষেপ হবে। সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সমৃদ্ধি ঘটবে, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার পরিবেশ দীর্ঘায়িত হবে। জাতীয় সংকীর্ণতার দরুন যে স্বার্থপরতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল তার আগুন নিভে যাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সংকটের নিরসন ঘটবে। পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ত বিনষ্ট হয়ে ঘৃণা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেলে এরপর কি বিশ্বশান্তি স্থাপন করা সহজ হবে?

www.pathagar.com

## আজকের স্বপ্ন আগামী দিনের বাস্তব

এ ধরনের কথা মুসলমানরা শুনতে শুনতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাদের কাছে আশ্চর্য ও দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। তাই একজন বলেনঃ 'তারা কি মনে করছে? যার আদৌ সম্ভাবনা নেই তারা তা বলছে বা কেন? তারা কতকাল কল্পনার রাজ্যে বাস করবে? প্রিয় ভাই একটু অপেক্ষা করে যাও! আজকের যে কথা তোমাদের কাছে আশ্চর্য ও কল্পনা বলে মনে হচ্ছে আগামী দিনে তাই তোমাদের বংশধরদের কাছে বাস্তব বলে মনে হবে। মনে রাখবে, তোমাদের সংকল্প ও লক্ষ্যের প্রতি অটুট আস্থা না থাকলে তা কোন কালেও বাস্তবে সফল হবে না। কোরআন পাক যখন প্রাথমিক পর্য্যায়ে অবতীর্ণ হোতো তখনও এই অবস্থা দেখা দিয়েছিল আজ আমি যা বলছি।

আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, এটাই হলো ইখওয়ানদের দৃঢ় বিশ্বাস তারা এর জন্য জীবন-মরণ সাধনায় নেমেছে। এতেই তারা সমগ্র তৎপরতা ও শান্তি খুঁজে পায়। যে আনন্দ তারা খোঁজে তাইও পায়।

"যারা ঈমান এনেছে তাদের অন্তর কি এর জন্য অবনত হচ্ছে না যে, আল্লাহ যে সত্য নাযিল করেছেন? তোমাদের অবস্থা তাদের মত যেন না হয় পূর্বে যাদের কাছে গ্রন্থ এসেছিল- দীর্ঘ সময় তারা বুঝলো না। তাদের অন্তর বক্র হলো, অধিকাংশই অবাধ্য হয়ে গেলো।"

ভাই সব! আল্লাহ তোমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা তোমরা পালন করার জন্য সদা তৎপর হয়ে যাও। তোমরা তৈরী আছো কি?

## মুসলমানদের দায়িত্ব

মুসলমানদের সামগ্রিক দায়িত্ব আল্লাহ কোরআনের একটি আয়াতে স্পষ্ট বলেছেন। এরপর কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ কথা বারংবার বলা হয়েছে। তা হলোঃ

"হে মোমেনগণ! তোমরা রুকু, সিজদা ও তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকো। সৎ কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। আর আল্লাহর কাজে যথাসাধ্য সাধনা করতে থাকো। তিনি তোমাদের বিশিষ্ট করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে কোনো রকম কঠোরতা করেন নি। স্বীয় পিতা ইবরাহীমের দ্বীনে অধিষ্ঠিত থাকো। তিনি তোমাদের ইতিপূর্বে এবং এতেও মুসলমান নাম দিয়েছেন যাতে রাসূল সাক্ষী হয় তোমাদের এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ব্যাপারে। অতএব নামায

www.pathagar.com

আদায় করো, যাকাত দাও, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি বড় উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সহায়ক।"

সংক্ষেপে কত উত্তম বর্ণনা এতে রয়েছে। কোন সংশয় নেই। বর্ণনা মাধুর্যে সত্য সকালের সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কর্ণকুহরে সাড়া দিচ্ছে এবং হৃদয়ের পরতে স্পষ্ট ছাপ ফেলছে। মুসলমানরা কি সে আওয়াজ শুনছে না? কিংবা না শোনার ভান করে হৃদয়ে তালাবদ্ধ করে রেখেছে? আমাদের আল্লাহর নির্দেশ যে, আমরা রুকু-সিজদা করি এবং নামায প্রতিষ্ঠা করি, এটাই প্রকৃত পক্ষে ইসলামের ভিত্তি, ইবাদতের মর্মকথা ও ঈমানের বৈশিষ্ট্য আনে। আল্লাহর বন্দেগী করি, তার সংগে কোনো রকম শরীক না করি। যতটা সম্ভব কল্যাণের ও সুকৃতিমূলক কাজ করি। সুকৃতির এ নির্দেশে অন্তর্ভূক্ত আছে দুষ্কৃতির নিষেধ। সুকৃতির দাবী হলো অমরা দুষ্কৃতি রোধ করব। এটা কত উত্তম কথা! এর পরিণাম স্বরূপ মুসলমান ভাল, কল্যাণ ও সাফল্যের সুসংবাদ পায়। এটা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব, তার বাস্তবায়ন প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। তা সে একাকী থাক বা সমাজে, ঘরে থাক বা বাইরে।

## *মানবতার দাবী*

এরপর বলা হয়েছে, আমরা যেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করি, যুক্তি প্রমাণ সহ এ আহ্বান আমরা ব্যাপকতর করবো। লোকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ পথে আকৃষ্ট করবো। কিন্তু তারা যদি এর বিনিময়ে অত্যাচার, ঔদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ি করে তবে আমরা খাপ থেকে তরবারী বের করবো।

"লোক যদি যুক্তির উপর অবিচার করে, বাড়াবাড়ি করে, তাহলে পার্থিব বিবেচনায় সন্ধির চেয়ে উত্তম হলো লড়াই করা।"

## *শক্তি দ্বারা সত্যের সুরক্ষা*

একজন কত বিজ্ঞোচিৎ কথাই না বলেছেন; সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিই চূড়ান্ত কথা। সত্য ও শক্তি যদি একাত্ম হোতো কত উত্তম হোতো। ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহের সুরক্ষা করাও যেমন আবশ্যক, তার জন্য আল্লাহ মুসলমানদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর এই দায়িত্ব ও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও সুকৃতির নির্দেশের ন্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজ প্রত্যেকের জন্য করণীয়, যারা শক্তি সামর্থ থাকতে রবে না আল্লাহর দরবারে তারা নিশ্চিত জবাব দানের সম্মুখীন হবে। একবার এ আয়াত পড়ঃ

www.pathagar.com

"তোমরা প্রস্তুত থাকো বা যৎ সামান্য প্রস্তুত থাকো- হালকা অথবা ভারী থাকো- তোমাদের জীবন ও ধন-সম্পদ সহ আল্লাহর পথে বহির্গত হও।"

দারিদ্রের কি গুরত্ব ও রহস্য তা আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাদের মনোনীত করেছেন সৃষ্টির নেতৃত্ব দানের জন্য, শরীয়তের সংরক্ষণের জন্য, পৃথিবীতে তাঁর খলীফা ও রাসূলের উত্তরাধিকার প্রদানের জন্য তাদের নিকট এক দ্বীন- জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন যা-প্রকৃতি অনুযায়ী। সর্বকালের ও সর্বাবস্থায় উপযোগী জীবন-ব্যবস্থার জ্ঞান দান করেছেন। সহজ সরল ভাবে সবাই যাতে এটা বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ তার মধ্যে নিজের আশা-আকাংখার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

"তিনি তোমাদের বিশিষ্ট করেছেন এবং দ্বীনের মধ্যে কোন রকম সংকীর্ণতা রাখেন নি, স্বীয় পিতা ইবরাহীমের দ্বীনে অধিষ্ঠিত থাকো, তিনি সর্ব প্রথম তোমাদের মুসলমান নামে অভিহিত করেছেন, তোমরা রাসূলের ওপর সাক্ষী থাক এবং রাসূলও তোমাদের ওপর সাক্ষী থাকবেন।"

এই সামগ্রিক দায়িত্বই মুসলমানদের উপর অর্পিত হয়েছে, আল্লাহর নির্দেশ হলো, সমগ্র মুসলমান এক শক্তি ও শৃঙ্খলে ঐক্যবদ্ধ হোক। সংঘবদ্ধ হয়ে এমন এক সেনাবাহিনীতে রুপান্তরিত হোক যারা দুষ্কৃতি রোধ করবে এবং মানুষকে ভ্রষ্টতা ও অপকর্ম তেকে সঠিক পথের নিশানা দেখাবে।

## *রাত্রে সাধক দিনে মুজাহিদ*

নামায, রোযা ও অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে কি সম্পর্ক তা আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে নামায-রোযা, হলো সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রাণ ও তার পূর্ণতার উপকরণ। সঠিক বিশ্বাস উভয়ের ভিত্তি। তাই কেবল ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ব উপেক্ষা করার কোন কারণ আসতে পারে না। ব্যক্তিগত ইবাদতে মশগুল থাকার বাহানা করে সামাজিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! নিজ প্রভুর উপাসনা করা, দ্বীনকে বিজয়ী ও উন্নত করা, ইসলামের প্রচার প্রসার, সত্যের পথে নিরলস সাধনা সংগ্রাম করা- এ সকল তোমাদের দায়িত্ব। এখন যদি তোমরা তার কতক গ্রহণ করো আর কতক উপেক্ষা করো কিংবা সবটাই উপেক্ষা করো তাহলে আল্লাহর সতর্ক বাণী শুনে নাওঃ

"তোমরা কি মনে করছো আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমারা

www.pathagar.com

আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না? আল্লাহতায়ালা মহান উন্নত ও প্রকৃত মালিক।"

এই কারণে নবী (সঃ)-এর পূত পবিত্র সাথীরা যারা পরবর্তী সময়ে মানব সমাজে বিশিষ্টতা পেয়েছিলেন, যাঁরা আল্লাহর মহাত্মা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা ভালোঃ

"রাত্রের সাধক ও দিনের সৈনিক।"

তোমরা তাদেরকে দেখ রাত্রের নির্জনতায় মসজিদে মেহরাবের কাছে বিনয়াবনত, প্রভুর দরবারে কাকুতি-মিনতি করছে, শিশুবৎ আচরণ নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। তাদের হৃদয় থেকে বারংবার উচ্চারিত হচ্ছেঃ

"হে পৃথিবী! অন্য কাউকে ধোকা দাও, হে পৃথিবী! যাও অন্য কাউকে ধোকা দাও।"

কিন্তু যখন সকালের আলোকরেখা ফুটে ওটে তখন জিহাদের জন্য সাজসজ্জায় বিভূষিত হয়ে যায়। ব্যঘ্র গর্জনে যুদ্ধের ময়দানে ছুটে চলে। যার এক হুংকারে সকল দিক কেঁপে ওঠে। আল্লাহ সাক্ষী! বস্তু ও আধ্যাত্বিকতার কি মধুর সম্পর্ক! ইসলামের কল্যাণেই এহেন সুসামঞ্জস্য সম্ভব।

## *সংশোধন ও গঠনমূলক কাজ*

মুসলমান সমাজ! এই কারণেই রাসূল (সঃ)-এর বিদায়কালে মুসলমানরা পৃথিবীর দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কোরআন বুকে নিয়ে যুদ্ধের ঘোড়ার জিঞ্জির হাতে ধরতেন। মুখে হাসত যুক্তির ক্ষুরধার প্রভাব আর হাতে তরবারী। তাঁরা লোকদের তিন অবস্থার কথা বলেছেন। ইসলাম, জিযিয়া অথবা যুদ্ধ। যারা ইসলাম গ্রণ করে তারা আমাদের ভাই। আমাদের যা অধিকার তাদেরও তাই। আমাদের ও তাদের সম দায়িত্ব। আর যারা জিযিয়া দেবে তাদের নিরাপত্তা রক্ষক আমরা। তাদের অধিকার আমরা প্রদান করবো। তাদের অঙ্গীকার সংরক্ষণ করবো। তাদের শর্তাবলী মেনে চলবো। যারা তা অস্বীকার করবে তাদের সংগে যুদ্ধ করবো। তাদের পরাস্ত না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করবো।

"আল্লাহ তো তাঁর নূর-দ্বীনকে পূর্ণ করেই ছাড়বেন।"

তিনি এমনটি কোনো ক্ষমতার মোহে করেন নি, প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যও নয়। মানুষ যেসব প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য শক্তির প্রদর্শনী করে ইসলাম তার সব শেষ করে দিয়েছে। তাদের খলীফা তাদেরই একজন। তাদের একজনের যা পারিশ্রমিক, বায়তুল মাল থেকে খলীফাকে সেই পারিশ্রমিকই দেয়া হয়।

www.pathagar.com

তাদের পরামর্শে সকল কাজ হয়। ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার কারণে কেবল খলীফার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আর তাঁর প্রত্যেক কাজ ও তৎপরতা থেকে এ বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে। ধন-সম্পদের জন্য তাদের সমস্ত তৎপরতা ছিলো না। বরং এক টুকরো রুটি তাদের জন্য যথেষ্ট ছিলো। রোযা রাখা উত্তম জানতো, এবং ক্ষুধাই ছিল খাদ্য তৃপ্তির থেকে উত্তম। প্রয়োজনের অধিক পোষাক তাদের থাকতো না। কেননা তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনের লক্ষ্যে সকল কাজে তৎপর থাকতো।

"যারা কুফরী করে এবং নিছক উপভোগ করে যেমন জীবজন্তু উপভোগ করে- তাদের আবাস হলো জাহান্নাম।"

নবী (সঃ)-এর ও বাণীও তাঁদের মনে উদয় হোতো!

"ধ্বংস হোক দীনারের দাস, ধ্বংস হোক দিরহামের দাস, ধ্বংস হোক রেশমের দাস।"

বোঝা গেলো, তাদের ঘর থেকে নির্গত হওয়ার উদ্দেশ্য সম্মান প্রতিপত্তি, ধনোপার্জন, প্রভাব বিস্তারের বাসনা ছিল না। তাঁদের তৎপরতা তো নিছক এক বিশেষ আবেদন-অত্যন্ত মূল্যবান কাজের জন্য ছিল। যার জন্য তিনি তাঁদের রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। যে পথে চেষ্টা-সাধনার জন্য তাঁরা রত ছিল। তাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি ও বিপর্যয় রোধ করার জন্য সমগ্র তৎপরতা ব্যয় করেছেন।

## *সচেতন হবার সময় এসেছে*

আজ আমাদের মধ্যে সে অতীত চেতনা ফিরে আসা উচিৎ। তখন মুসলমানরা জিহাদকেই জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করতেন, কারণ ঈমানের চরম পরকাষ্ঠা জিহাদের মাধ্যমেই প্রদর্শিত হতে পারে। সূতরাং ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ঈমানের এই সত্যিকার ও বাস্তব নমুনা প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁরা তাঁদের গোটা জীবনটাকে আল্লাহর পথে জিহাদের মধ্যে শামিল করে রেখেছেন। তাঁরা ঈমানের পথে আত্মত্যাগ ও সীমাহীন কুরবাণী করেছেন।

কিন্তু আজকাল মুসলমানরা দুর্বলতার শিকার হয়ে অলস চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। তারা বিভিন্ন ওযর-আপত্তি পেশ করে জিহাদের প্রকৃত পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অথবা নির্লিপ্ত রয়েছে। তাদের কেউ বলছেন- এখন আর জিহাদের সময় আছে কোথায়? অবার কেউ কেউ এ ধরনের দুর্বল মন্তব্য পেশ

www.pathagar.com

করছেন যে, জেহাদের উপায়-উপকরণ আছে কোথায়? তাছাড়া শতোধা বিভক্ত উম্মতের মধ্যে কি জিহাদ সম্ভবপর?

আর তৃতীয় পক্ষে আর এক দল লোকেরও অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের সমাজে যারা শুধু সকাল-সন্ধ্যা তসবীহ্ তাহ্লীল পাঠ এবং দু'চার রাকাত নামায আদায় করাকেই আসল দ্বীনদারী মনে করে থাকেন। মনে রেখো, এ কখনো হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা তাঁর পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

"হ্যাঁ তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে। অতঃপর কোন সন্দেহ সংশয়ের পতিত হয়নি এবং আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে জিহাদ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই সত্যিকার মুমিন।"

এই প্রসঙ্গে মহানবীর এই হাদীসটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ

"যখন লোকেরা টাকা-পয়সার জন্য লালায়িত হবে, সূদী কারবারে জড়িয়ে পড়বে, গৃহপালিত পশু তথা গরু-মহিষের পিছনে পিছনে লেগে থাকবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহতায়ালা তাদের ওপর চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা অবতীর্ণ করবেন।"

আলোচ্য হাদীসটি আহমদ (রহঃ) তাঁর মুসনাতে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তাবরাণী (রহঃ) তাঁর 'আল কবীর' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এ ছাড়া ইমাম বায়হাকী (রহঃ) 'শোআবুল ঈমান'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া আলোচ্য হাদীসটির রাবী বা বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমরের মতো একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তোমরা নিশ্চয়ই ফেকার কিতাব সমূহে পড়ে থাকবে যে, জিহাদ কখন 'ফরযে কেফায়া' এবং কখন তা 'ফরযে আইন' তথা অবশ্য পালনীয়। জিহাদের আসল তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তোমাদের জানা আছে। এরপরও তোমরাও কি করে এতোটা নির্লিপ্ত। কি করে তোমরা এখনো সজাগ হচ্ছো না। মুসলমানদের মনে রাখা আবশ্যক যে, এটা হচ্ছে সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাল। কাজেই আজ তোমাদেরকে সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সত্যিকার মু'মিন ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী লোকের প্রয়োজন। প্রথমতঃ তোমাদের স্ব স্ব ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় ঈমান ও প্রত্যয়ের আলোকে গড়ে তুলতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য আজ তোমাদের ধন-দৌলত, শক্তি-সামর্থ এবং অবিরম অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এসব কিছুর জন্যই তোমাকে

www.pathagar.com

প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমাদের ধন-দৌলত এবং যাবতীয় জাগতিক উপকরণ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা অবিনশ্বর। আর আল্লাহ তো জান্নাতের পরিবর্তে মু'মিনের জান মাল পূর্বেই খরিদ করে নিয়েছেন। সে জান্নাত বা বেহেশতের কোনো তুলনা এই পৃথিবীতে হতে পারে না। কাজেই তার উত্তরাধিকারী হবার জন্য আজ সে পথে তোমাদের অগ্রসর হতে হবে।

## *এর উৎস কোথায়*

আজ এ কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য যে, যারা এ জাতির পুনর্গঠণে আত্মনিয়োগ করতে চায়, জাতির নৈতিক প্রশিক্ষণই যাদের লক্ষ্য, ইসলামী মূল্যবোধ ও মূলনীতিগুলোর সংরক্ষণই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নই যাদের একমাত্র জীবনব্রত অথবা কমপক্ষে যারা এগুলোর প্রচারক তাদের জন্য একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি আবশ্যক। সব কাজের পূর্বে তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রথমেই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। কোন দুর্বলতাই যেন তাদেরকে গ্রাস করতে না পারে সে দিকেও তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে। রংবদলানো স্বভাব তথা কপটতা ও বন্ধুত্বহীনতার মতো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাদেরকে অনেক দুরে থাকতে হবে। লোভ-লালসা এবং কার্পণ্যের মতো মৌলিক ত্রুটি সমূহকে পরিহার করতে হবে। দ্বিধাহীন চিত্তে তাদেরকে অতিশয় প্রিয় জিনিসগুলোও আল্লাহর পথে বিসর্জন দেয়ার মতো মনোবল সঞ্চয় করতে হবে। তাদের দলের মূলনীতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের যাতে কোন প্রকার ভুল না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এসব মূলনীতি ও লক্ষ্য থেকে তারা কখনো কেটে পড়তে পারে না। আর পারবে না এ থেকে সরে দাঁড়াতে। প্রকৃতপক্ষে এ গুলোর বাস্তবায়নই হবে তাদের দ্বীন ও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ ব্যাপারে তাদের শৈথিল্য পরিহার করতে হবে। পরিহার করতে হবে তাদের যাবতীয় ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গীকে। এ ধরণের চারিত্রিক কাঠামোই হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তির বুনিয়াদ। আর এমনি বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করেই সে সব মূলনীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে থাকে। এ ধরণের নৈতিক গুণাবলি ও মূলনীতিগুলো যে দল বা জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়- যদিও সে দল বা জাতি দীর্ঘদিন ধরে একটি নির্বাপিত প্রদীপের মতো পড়ে থাকে অথবা তাদের জীবনী শক্তি রহিত হয়ে একটি শুষ্ক কাষ্ঠ খন্ড অথবা শুষ্ক জলাশয়ের মতো হয়ে থাকে, তথাপি

www.pathagar.com

তারা নব জীবনের নবীন চেতানায় পুনরায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বিশ্বে নিজেদের সে সুপ্ত শক্তি ও মহিমাকে প্রদর্শন করতে সক্ষম। কিন্তু কোনো দল যদি এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে থেকে বঞ্চিত হয় অথবা তাদের নেতৃবর্গ ও চালকদের মধ্যেও যদি এ গুলোর সমাবেশ না ঘটে, তাহলে তাদের দলকে একটি অকোজো বা পংগু দল ব্যতিরেকে আর কিই বা বলা যেতে পারে? আর এ ধরণের দল বা জামায়াত দ্বারা কোনো প্রকার মঙ্গলজনক কাজের আশা করা যায় না। এ ধরনের দল কোনো সময় কৃতকার্য হতে পারে না। কৃতকার্যতার দ্বার প্রান্তে পৌছানোর চেষ্টা না করে, তারা শুধু বাতিল চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যাণ-ধারণার মধ্যেই তাদের সে মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে থাকে। এভাবে তাদের ভাগ্যে অকৃতকার্যতাই থেকে যায়। এ বাতিল চিন্তা-ভাবনা দ্বারা কস্মিনকালেও কোনো ফায়দা লাভ করা যায় না। সৃষ্টি পরম্পরায় এটাই হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত নীতি বা সুন্নাত। আর আল্লাহর এই নীতিতে কোন ব্যত্যয় নেই- নেই কোন ব্যতিক্রম।

"আল্লাহতায়ালা শুধু শুধুই কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি তার নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে।" (কুরআন)

আর এরই ব্যাখ্যা হযরত নবী করিম (সঃ)-এর নিম্নলিখিত হাদীসটির মধ্যে রয়েছেঃ

"শীর্ঘই বিভিন্ন জাতি তোমাদের ওপর এমনিভাবে আপতিত হবে- অর্থাৎ তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে, তোমাদেরকে গ্রাস করবে- যেমন করে কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যগ্রাসের উদ্দেশ্যে সহসা খাবার পেলে ঝুঁকে পড়ে। আর এমনি অবস্থায় আল্লাহতায়ালা শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয়-ভীতিকে দূরিভূত করে দেবেন। এর বিপরীত দিকে আল্লাহতায়ালা তোমাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করে দেবেন।"

আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করার পর জনৈক সাহাবী, হযরত (সঃ) কে এই বলে প্রশ্ন করলেনঃ "হে আল্লাহর নবী! আমরা কি সেদিন সংখ্যায় খুবই নগণ্য হবো?" মহানবী (সঃ) জনাব দিলেনঃ "না সেদিন সংখ্যার দিক দিয়ে তোমরা মোটেই কম হবে না। বরং তোমরা হবে বিপুল সংখ্যক। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতধারা বা ঢলের ওপর ভাসমান বুদবুদের মতো।" এরপর আর একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! ভয় বা সন্ত্রাস কিরূপ'? এর জবাবে তিনি বললেন- "তাহলো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং মৃত্যুর ভয়।" আজ ভাববার বিষয়- মহানবীর এ ব্যাখ্যা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

তাঁর এসব বক্তোব্যের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্তরের দুর্বলতা, আধ্যাত্মিক বা অন্তর্নিহিত শক্তির বিলোপ, নৈতিক পদস্খলন এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার অবলুপ্তিই কোনো জাতির দুর্বলতা ও দূরাবস্থার একমাত্র কারণ। কোন জাতির অবস্থা যদি এমনি পর্যায়ে উপনীত হয় তাহলে তার সংখ্যা যতোই বিপুল হোক না কেন, অথবা তার ধন-সম্পদ যতোই অধিক হোক না কেন সে জাতি কখনো কৃতকার্য ও সফল হতে পারবে না। সত্যি কথা এই যে, কোনো জাতি যখন আরাম-আয়েশ ও বিলাশ-ব্যসনের মধ্যে ডুবে যায়, ঐশ্বর্য্যই তার একমাত্র কাম্য হয়, অপর পক্ষে রুঢ় ও কঠিনকে গ্রহণ করা, পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করা এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে জীবন উৎসর্গ করার মতো মনোবৃত্তি ও মনোবল যদি সে হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে জাতির গৌরব ও আত্মমর্যাদা কখনো টিকিয়ে রাখা যায় না। আর তার আশা-আকাঙ্খা কখনো বাস্তবায়িত হতে পারে না। বরং আশার প্রদীপটি ধীরে ধীরে নিভে যেতে বাধ্য।

## *দুই শক্তির মাঝে*

অনেকের ধারণা,- প্রাচ্যবাসীদের নিকট বৈষয়িক শক্তি সামর্থ সাজ-সরঞ্জাম, যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষার কি উপকরণ রয়েছে যা দ্বারা তারা এ অগ্রগতির যুগে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে? তাদের নিকট এমন কি ব্যবস্থা রয়েছে যা দ্বারা সে ঐসব দুশমনের বিরুদ্ধে নিজেদের সুসজ্জিত করতে পারে, যারা তাদের অধিকার হরণ করেছে, তাদের অসংখ্য লোকদের শহীদ করেছে। হ্যাঁ, এ কথা সত্য এবং এর একটি গুরুত্বও রয়েছে। কিন্তু আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ থেকে আধ্যাত্মিক শক্তির মূল্য আদৌ কম নয়। উত্তম চরিত্র, মানসিক ভারসাম্য বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা সুদৃঢ় ইচ্ছা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, মজবুত ঈমান, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব এবং অনাবিল প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি এমনি কতকগুলো গুণ যা কোনো জাতি বা দলের মধ্যে সৃষ্টি হলে সে জাতি বা দল পৃথিবীর বুকে ক্ষমতাসীন না হয়ে পারে না। কাজেই প্রাচ্যের দেশগুলো যদি সত্যিকার জীবন-ব্যবস্থা তথা আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করে তার নিজের অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য যদি সেসব জাতি উদ্যোগী হয়, আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যদি তারা অগ্রসর হয় এবং চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যকে অর্জন করার জন্যেই যদি তারা তৎপর হয়, তাহলে বৈষয়িক শক্তি সামর্থ আপনা আপনিই তাদের হস্তগত হয়ে পড়বে। বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা আমাদেরকে খুঁজে বের করবে। এ ব্যাপারে আমাদের সামনে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। অতীতকালের

www.pathagar.com

ইতিহাসই তার বাস্তব সাক্ষী। আর সত্যি কথা বলতে কি, ইখওয়ানদের এর ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে। আর এ জন্যই আমাদের এ সংগঠন শুরু থেকেই আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি, নৈতিক পুনর্গঠন, আভ্যন্তরীণ শক্তিকে সম্প্রসারিত ও বৃদ্ধি করার জন্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের ব্যাপারেও আমাদের সংগঠনের মৌলিক কাজই হচ্ছে গোটা জাতিকে ইসলামী অনুসরণের প্রতি আহবান জানানো। তাদের চরিত্র সংশোধন ও আত্মশুদ্ধিই হচ্ছে আমাদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। এ পর্যন্ত যে সব গুণাবলীর কথা আলোচনা করা হলো সে গুলোকে নিছক আমাদের সংগঠনের মূলনীতি বা আমাদের কল্পিত ও উপস্থাপিত ধ্যান-ধারণা বললে ভুল হবে। কারণ, এটা আমাদের বৈশিষ্ট্য নয় বরং এ হচ্ছে সে মহাগ্রন্থ কুরআনের উপস্থাপিত নীতি ও বৈশিষ্ট্য। যার কথা এর পূর্বেও আলোচনা করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ শুধু শুধুই কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে, বনি ইসরাঈল থেকে শুরু করে বহু জাতির ইতিহাস এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

## উন্মুক্তপথ

ইখওয়ানুল মুসলেমুনের এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, যখন আল্লাহতায়ালা অহী বা কোরআনকে পৃথিবীর মানুষের জন্য অবতীর্ণ করেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে রেসালাতের মর্যাদায় অভিশিক্ত করেছেন এবং পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির জন্য দ্বীন বা শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন তখন তার মধ্যে মানবজাতির জীবন ব্যবস্থা, জীবন ধারণ প্রণালী এবং উন্নতি ও অগ্রগতির যাবতীয় মূল নীতিও সন্নিবেশিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে তারই ইংগিত রয়েছেঃ

"যারা আল্লাহর প্রেরিত নবীর আনুগত্য করে, যে নবীর কথা তওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে তারা দেখতে পাচ্ছে, তিনি তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করেন এবং মন্দকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখেন। এ ছাড়া তিনি তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলোকে বৈধ বা হালাল এবং অপবিত্র জিনিসগুলোকে অবৈধ বা হারাম হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন এবং তারা যে বোঝা ও শৃঙ্খলভার বহন করিতে অক্ষম তিনি তা থেকে তাদের মুক্তি প্রদান করেন।"

www.pathagar.com

মহানবীর একটি হাদীসও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহর শপথ এমন কোন মন্দ ব্যাপার নাই, যা থেকে আমি তোমাদের বিরত রাখিনি।"

ইসলামকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাবো যে, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা সকল বিষয়েই ইসলামের ব্যাপক সুসামঞ্জস্য, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুক্ষ বিধান বিদ্যমান রয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বেশেষে সকলের জন্যই ইসলাম বিস্তারিত রীতিনীতি পেশ করেছে। আমাদের পারিবারিক জীবন-পদ্ধতি সুবিন্যস্ত হোক অথবা অবিন্যস্ত হোক, পৃথিবীর জাতি সমূহ উন্নত হোক অথবা উন্নয়নশীল হোক, অথবা দুর্বল হোক-সর্বাবস্থায় ইসলাম পৃথিবীর মানুষকে পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। মোটকথা, দেশ ও জাতির কর্ণধারদের জন্য ইসলামী জীবনাদর্শে সঠিক ব্যবস্থা রয়েছে। আঞ্চলিকতাবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ভাবধারাকে ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। ইসলাম একদিকে যেমন এগুলোর বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে তেমনি ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ বিধান পেশ করে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ সাধনে বিশ্ব মানব সমাজকে আহবান জানিয়েছে। ইসলামের এসব বিধান অনুসরণ করে মানব সমাজ একদিকে যেমন সমূহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, অন্যদিকে তারা জীবনকে করতে পারে সুখী-স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর। ইসলামের সেসব বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করার মতো অবকাশ এখানে নেই। তবে আমাদের একথা দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে যে, তাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র বিশ্বাস। আমরা পৃথিবীর মানুষকে সেদিকেই দাওয়াত দিয়ে থাকি। ওপরে যাহা কিছু বর্ণনা করা হলো তাই হচ্ছে ইখওয়ানদের আকীদা ও বিশ্বাস। আর এ জন্যেই ইখওয়ানুল মুসলেমুন দাবী জানিয়ে আসছে, প্রাচ্যের পুনর্গঠন ইসলামী মূলনীতি ও ভাবধারার ওপরই হওয়া উচিত। প্রাচ্যবাসীর জীবনধারা যতোদিন পর্যন্ত ইসলামী মূলনীতি ও ভাবধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে না, ততদিন পর্যন্ত তাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসতে পারে না।

### *অনুসরণ আবশ্যক*

ইখওয়ানুল মুসলেমুন এটা বিশ্বাস করে যে, আধুনিক অগ্রগতি ও প্রগতির যে সব উপকরণ ইসলামী মূলনীতি ও ভাবধারার বিরোধী, সেগুলোকে বর্জন করে মুসলিম মিল্লাতের পথকে সুগম করে নিতে হবে। কিন্তু ইসলামী ভাবধারা ও কোরআনের মূলনীতির বিরোধী উপায়-উপকরণ সমূহের মধ্যে

www.pathagar.com

ডুবে থেকে আমরা এ পথে যতো বড় ত্যাগই স্বীকার করিনা কেন, আমাদের সকল চেষ্টা ও ত্যাগ ব্যর্থ হতে বাধ্য। সূতরাং যে জাতি ইসলামের পথে অগ্রসর হতে চায়, চায় অগ্রগতি ও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে একটি সহজ সরল পথ অবলম্বন করা। অর্থাৎ ইসলামী জীবনাদর্শের ওপর অটল ও অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা।

আমাদের এ আহবান কোন একটি বিশেষ দেশের লোকদের উদ্দেশ্যে নয়। বরং এটা হচ্ছে আমাদের বিশ্বব্যাপী ও আন্তর্জাতিক আহবান। আমাদের বিশ্বাস, পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির কর্ণধারগণ এ আহবানে সাড়া দিয়ে বিশ্ব মানবের কল্যাণে এগিয়ে আসবেন। বিশেষ করে যারা ইসলামী জীবনাদর্শের দাবী করেন তারা শীঘ্রই এ পথে সাড়া দেবেন। অনেক আশার কথা যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতিতে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টায় আছে। ভবিষ্যতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অগ্রগতির ভীত রচনা করার প্রত্যাশী। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে আমাদের এ আহবান তাদের অন্তরে দাগ কাটবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাদের চেতনাশক্তিকে আরও সতেজ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

## *বিকৃতি হতে সাবধান*

ইখওয়ানুল মুসলেমুন যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে, তা হচ্ছে এই যে, মুসলিম জাতি যেন অন্ধ অনুকরণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে না পড়ে। মুসলিম জাতির অগ্রগতির ভিত এমনি পুরানো ও সেকেলে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ হবে না যা আদপেই নড়বড়ে। কারণ, আমরা অভিজ্ঞতা থেকে এটা জানতে পেরেছি যে, কোন দুর্বল শাখার উপর যদি কোন পাখী তার নীড় রচনা করে তা হলে নীড় রচনা করা পর্যন্তই শেষ, সেখানে বসবাস করা তার জন্য আদৌ সম্ভব নয়। ইখওয়ানুল মুসলেমুনের মতে মুসলিম জাতির একটি সাধারণ গঠনতন্ত্র থাকা আবশ্যক। আর এ গঠনতন্ত্রের সকল দফা ও অধ্যায় পবিত্র কুরআনের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। কারণ, যে জাতি ইসলামকেই তার একমাত্র জীবন ব্যবস্থা বলে মনে করে তার গঠণতন্ত্র যে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই তৈরী হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে এমন কোন বিষয় সন্নিবেশিত হতে পারবে না যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী।

www.pathagar.com

## নীতির সংশোধন প্রয়োজন

প্রতিটি মুসলিম দেশেই কোনো না কোনো আইন-কানুন প্রচলিত রয়েছে। আর তাদেরকে সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হয়। মুসলিম দেশগুলোর সে প্রচলিত আইন-কানুনগুলোকে ইসলামী আদর্শে রূপান্তরিত করতে হবে। ইসলামী আদর্শের বিপরীত কিছু করা যাবে না। কুরআন ও সুন্নাহই হবে তাদের আইন-কানুনের মৌলিক ভিত্তি। এভাবে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তিত হলে একদিকে যেমনি আমাদের হৃদয়ের পিপাসা নিবারিত হবে, অন্যদিকে এর ফলে গোটা মুসলিম জাহানের চেহারা পালটে যেতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার সমস্ত অত্যাচারী, পাপী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকেরা দমে যেতে বাধ্য। তারা যত বড় শক্তিশালী ও সংখ্যার দিক দিয়ে যত বৃহৎই হোকনা কেনো, তাদের বিদ্রোহ ও খোদাদ্রোহিতা যত প্রবলই হোকনা কেনো, তারা মুসলিম জাতির মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারবে না। ইতিহাসে এ ব্যাপারে বহু সাক্ষী রয়েছে। তবে মুসলিম জাতিগুলো যদি ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তনে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা কখনও খোদাদ্রোহিদের মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারবে না। কারণ, ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তন না করে তারা আল্লাহর নির্ধারিত ফরযকে অমান্য করছে। অথচ আল্লাহ বলেনঃ

"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেনা, তারা কাফের।"

## জাতির সংস্কার চাই

প্রতিটি জাতির সামাজিক জীবনে কিছু কুসংস্কার লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। দুর্ভাগ্য যে, অধিকন্তু সমসাময়িক সরকারগুলো তার সমর্থন দিয়ে যায়। সরকারের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থন না থাকলে সমাজে এগুলো বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে পারেনা।

আজ প্রতিটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর উচিত এগুলোর মূলোৎপাটন করা। কারণ অশ্লীলতা, ব্যাভিচার ও কুসংস্কার সমূহকে যে সমাজ বা সমাজ ব্যবস্থা অনুমোদন করে সে সমাজ কখনও অগ্রগতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারেনা। এ ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও সমাজ দেহের জন্য ধ্বংস ডেকে আনতে বাধ্য। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের বাণী আমাদের জন্য দিশারীর ভমিকা পালন করতে পারে।

www.pathagar.com

"খোদার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তোমাদের মনে যেন কিছুমাত্র অনুকম্পার সৃষ্টি না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের জীবনে বিশ্বাস রেখে থাকো এবং তাদের শাস্তিদানের সময় মুমিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।"

আজ মুসলিম সমাজে মদ, জুয়া ও ব্যাভিচারের যে সয়লাব চলছে তা কোরআন ও নবীর অনুসারীদের জন্য লজ্জার কারণ হওয়া উচিত।

## অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো

জনপদ, বাজার, পার্ক, হোটেল রেস্তোরা প্রভৃতিতে উলঙ্গপনা ও নির্লজ্জ তৎপরতা চলে আসছে। ইসলামের সাথে এর কি সম্পর্ক রয়েছে? ইসলাম তো পবিত্রতা, ভদ্রতা এবং আত্মসম্মানবোধ ও সৌন্দর্য বিধানকেই পছন্দ করে।

"আল্লাহতায়ালা উন্নত ও ভালো কাজে সন্তুষ্ট ও মন্দ কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।"

এমতাবস্থায় যে সব জাতি ইসলামকে তাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ বলে বিশ্বাস করে তাদের উচিত সকল ইসলাম বিরোধী কাজকে প্রতিহত করা এবং এর মোকাবিলায় আইনগত বিধি নিষেধ আরোপ করা। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। আর দায়িত্বকে একে অন্যের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না।

## শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন

প্রতিটি মুসলিম জনগোষ্ঠীরই একটি সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সে শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে গড়ে তুলতে হবে। যে দল জাতির ভবিষ্যত কর্ণধারের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এ শিক্ষা ব্যবস্থা এমনি হওয়া দরকার যাতে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে গড়ে উঠতে পারে। এর কর্মসূচী এমনি প্রজ্ঞাভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক কাঠামোতে গড়ে ওঠা উচিত যাতে করে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে সভ্যতা সংস্কৃতির পূর্ণ বিস্তারে তারা যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো শুধু তাই নয়। বরং এ ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ে আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে। আর সে সব মূলনীতিগুলোকে গ্রহণ করে আমাদেরকে তথা ইখওয়ানদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ইখওয়ানুল

www.pathagar.com

মুসলেমুনের আকাঙ্খাই হচ্ছে যে, সমগ্র মুসলিম জাতি এ সব দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে তারা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে। ইখওয়ানুল মুসলেমুন মুসলিম জাতির প্রতি এ আহবানই জানাচ্ছে। মুসলিম জাতির জনগণ এবং সরকার উভয়ের নিকটই এ প্রত্যাশা করে আসছে।

ইসলামী শাসন প্রবর্তনের এ একটা মাত্র মাধ্যমই রয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রসারের জন্য ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে পূর্বশর্ত। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও প্রসারের মাধ্যমেই ইসলামী বিপ্লব সম্ভব।

"হে নবী! আপনি বলে দিন! আমার পথ তো এটাই। আমি এবং আমার অনুসারীরা বুঝে শুনেই (মানুষকে) আল্লাহর পথে ডেকে থাকি। খোদার মহিমার কোন শেষ ও সীমা নেই। তিনি অতিশয় পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।"

## ভ্রাতৃত্বভাব থেকে সুফল গ্রহণ করো

ইসলাম তার অনুসারীদের এই বলে আহ্বান জানায়ঃ

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা খোদার সে অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর শত্রুতা পোষণ করতে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই কল্যাণে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।"

কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।"

আরো বলা হয়েছেঃ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলা পরস্পর বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ।"

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এ নির্দেশই দিয়েছেন যে, তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাকো। ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, প্রথম যুগের মুসলমানরা ভ্রাতৃত্বের এ শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে দৃঢ়ভাবে কার্যকর করেছিলেন। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার ফলে তাদের মধ্যে ভাতৃত্বের এ সুদৃঢ় বন্ধন একান্ত ভাবেই মজবুত শিকড় গেড়ে বসেছিল। তাঁরা ছিলেন মূলতঃ দু'টি দেহের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রাণ। বরং আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা ছিলেন মূলতঃ এক দেহ ও হৃদয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রাণসত্ত্বা। আল্লাহ তাঁর সে অনুগ্রহের কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনিই তাদের অন্তরকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

" তোমরা যদি পৃথিবীর সমস্ত ধনরাজি বিলিয়ে দিতে তবু তা সম্ভব হতো না। বরং আল্লাহই এটা করেছেন।"

## বাস্তব দৃষ্টান্ত

ইসলামের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ সত্যটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত না হয়ে পারে না যে, ইসলাম ভ্রাতৃত্বের বাস্তব নমুনা প্রতিষ্ঠা কল্পে কি ভূমিকা পালন করেছে। আমরা জানি যেসব মুসলমান নিজস্ব ঘরবাড়ি সহায়-সম্পদ এবং ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য পরিত্যাগ করে যখন স্বদেশ থেকে সুদূর ইয়াসরেবে বা মদীনায় এসে উপনীত হয়েছেন, তখন মদীনার যুবক, বৃদ্ধ সকলেই তাদেরকে প্রাণভরে গ্রহণ করেছে। তাদের আগমনে আনসারদের মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। শুধু তাই নয়, তাঁরা মুহাজিরদের পাদমূলে সব কিছু লুটিয়ে দিতে লাগলেন। অথচ এর পূর্বে তাঁদের সাথে না ছিল কোন আলাপ পরিচয় আর না ছিল কোন আত্মীয়তার বন্ধন। এটা এর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, তাঁদের মধ্যে আল্লাহর দ্বীনের আলোক মালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। অবস্থা এমনি পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, তারা মসজিদে নববীর প্রাঙ্গনে এসেছে শোনা মাত্র আনসারদের ভীড় পড়ে যেতো। 'আওস' এবং 'খাজরাজ' গোত্রের লোকদের মধ্যে আনন্দের আতিশয্যে হৈ-চৈ পড়ে যেতো। তারা দলে দলে এসে এসব নবাগতদেরকে স্বাগত জানাতেন। অনেকেই মুহাজিরদেরকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতেন। তাদের পরিবার পরিজনের সকল সদস্য মুহাজিরদের জন্য আত্মোৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। এমনকি মুহাজিরদের স্ব স্ব বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাপকভাবে প্রতিযোগিতা হতো। ইমাম বুখারী থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত আছেঃ

"লটারী ব্যতিত কোন মুহাজির কোনো আনসারের বাড়ীতে যেতে পারতেন না।"

আনসারদের এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এইভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

"তাদের (মুহাজেরিন) আগমনের পূর্বেই তারা দারুল হিজরতে অবস্থান করে আসছিল এবং তারা ঈমানের উপর অটল রয়েছে। যারা হিজরত করে তাদের নিকটে আসছে তারা তাদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয় সেজন্য তাদের মধ্যে কোনো প্রকার প্রতিদানের আকাংখা নেই। আর তারা একে অপরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে যদিও তারা অনেক অসুবিধার মধ্যে কাল কাটিয়ে থাকে। আর সত্য কথা এই যে, যা

www.pathagar.com

প্রতিদান এবং লোভ-লালসা থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে পারে তারাই তো পরিণামে সাফল্য অর্জনে সক্ষম।"

মোট কথা, ইসলামের অনুসারীরা এই ভাবেই নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানী ঐক্যের বীজ বপন করেছিল। আর এ ঐক্যই তাদেরকে একটি সুদৃঢ় জাতিতে পরিণত করেছিল। তাদের মধ্যে মুহাজির-আনসার, মক্কী-ইয়ামনী এবং আরব-অনারবের কোন প্রভেদই আর রইলো না।

মহানবী এ ভ্রাতৃত্বের কথা প্রসংগে ইয়ামনের আশায়েরা গোত্রের লোকদের সম্পর্কে বলেছিলেনঃ

"এই আশায়েরা গোত্রের লোকেরা কতই সুন্দর যে, সফর অথবা বাসস্থানে অথবা যেখানেই থাকুক না কেনো যখন তারা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের নিকট যা কিছু আছে তা একত্রিত করে নেয় এবং খাঞ্চায় ভরে নিয়ে তা সমভাবে বন্টন করে খায়।"

কুরআন ও হাদীস আলোচনা করলে এ ধরনের ভ্রাতৃত্বের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে ভেসে উঠবে।

## *মানবতার জন্য যে ভ্রাতৃত্ব কাম্য*

এ মতাদর্শ ও বিশ্বাসের দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা সংক্ষেপে হলেও এখানে কিছুটা বর্ণনা করা আবশ্যক বলে মনে করি। ইসলাম কখনো সাম্রাজ্য বিস্তারের ভূমিকা নিয়ে আসেনি। ইসলামের রাজ্য বিস্তারের ধারা ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিণাম ফলের দিক থেকে তা ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। কোনো মুসলমান যখন কোনো দেশকে জয় করে তখন তা শুধু এই উদ্দেশ্যেই করে থাকে যে, সেখানে আল্লাহর দ্বীনের কালেমা সমুন্নত হবে এবং সেথায় সর্বত্র কুরআনে হাকিমের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এইভাবে কোনো রাজ্য জয়ের পর সেখানে যখন আল্লাহর দ্বীনের বাণী সর্বত্র পৌঁছে যেতো,তখন সর্বপ্রকার ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যেতো, সেখানে বিজয়ী ও বিজিত এবং জয়ী ও পরাভূত বলে কোনো প্রকার ভেদাভেদ থাকতো না। বরং পরস্পর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে তারা আবদ্ধ হতো। তারা একে অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হতো। এ ছাড়া পূর্ব থেকে প্রচলিত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সকল ধ্যান-ধারণা তাদের অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে যেতো, যেমনিভাবে প্রখর সূর্য কিরণে বরফের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে থাকে। এই ভাবে একটি মাত্র অখন্ড জাতীয়তা তথা ইসলামী জাতীয়তা জন্ম লাভ করলো। আর এ ইসলামী জাতীয়তা তথা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই গড়ে

www.pathagar.com

উঠেছিল মিল্লাতে ইসলামিয়া। মুসলিম বিজয়ীদের জীবন-গাথা স্মরণ করলে আমরা দেখবো যে যখন তারা জিহাদের ময়দানে যেতো, তখন নিজের পরিবার পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়েই রওয়ানা হতো। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং গোত্রবাদের কোনো মোহ তাদের স্পর্শ করতে পারতো না। তারা এর কোনটির জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। বরং তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ছিল কিভাবে আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাই পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তো। এ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একদিন মহানবীর দরবারে এক ব্যক্তি এসে বললোঃ

"হে আল্লাহর রসূল! আমি চাচ্ছি আল্লাহর পথে জিহাদ করবো। এবং এমনিভাবে জিহাদ করবো যাতে লোকেরা আমার বীরত্ব ও সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।"

মহানবী এতে নীরব রইলেন। তিনি কিছুই বললেন না। এমনি সময় কুরআনের বাণী অবতীর্ণ হলোঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চায় তার উচিত ভালো কাজ করা এবং ইবাদতে কাউকে শরীক না করা।"

আজ আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, প্রশংসা কুড়ানো যা মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপারে- ইসলাম কি করে তাকে একটি অন্যূহ্য শিরক হিসাবে অভিহিত করেছে এবং কিভাবে এ থেকে মুমিনকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে নিজের আত্মা ও আত্মপরিচয়কে ভুলে যাবার মতো এত বড় উন্নত মানসিকতা সৃষ্টির প্রেরণা পৃথিবীর আর কোনো ধর্মমতে পাওয়া যেতে পারে কি? যে ব্যক্তি আত্মপূজা, আত্মাভিমান, ব্যক্তিস্বার্থ প্রভৃতিকে নিজের মন-মগজ থেকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়, সে কি কখনো এ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ এবং আত্মপ্রচারকে স্থান দিতে পারে? কস্মিনকালেও নয়। তার জিহাদের ভূমিকা ও ধারণাই স্বতন্ত্র। ইসলামী রাজ্যের বিস্তারের সাথে সাথে বিজিত দেশ সমূহের যে সব লোক মুসলমান হয়েছে তাদেরকে তাদের মাতৃভূমি অন্যদের নিকট ছেড়ে দিতে হয়নি। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট থাকেনি। বরং তারা যা কিছু ছেড়েছে তা এ জন্যেই ছেড়েছে যে, তারা (বিজয়ীরা) বলেছিল তোমাদের ও আমাদের অধিকারের মধ্যে কোন প্রকার

www.pathagar.com

পার্থক্য বা বৈষম্য নেই। বরং এক্ষেত্রে আল্লাহর কালাম-ই হচ্ছে আমাদের মানদন্ড। এইভাবে পবিত্র কোরানের অনুশাসনের বদৌলতে তারা গড়ে তুলেছিল এক ব্যাপক ভিত্তিক ইসলামী হুকুমাত।

## ইসলামী দেশের সীমা

উপরোক্ত বিশ্বাস ও মতাদর্শের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর যেখানে মুসলমান রয়েছে তাকে ইসলামেরই একটি আবাস স্থান হিসাবে গণ্য করতে হবে। আর মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে এর সাহায্যে ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। আর এভাবেই মুসলিম জাহানের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে এবং হবে তা সম্প্রসারিত। ভৌগলিক ও বংশীয় সীমারেখা কখনো তাদের আটকে রাখতে পারবে না। এভাবে ইসলামের কিরণমালায় উদ্ভাসিত গোটা ইসলামী বিশ্ব নিয়ে তারা রচনা করবে এক আন্তর্জাতিক সমাজ ব্যবস্থা। কোনো সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে ইসলামী সমাজ আটকা পড়ে থাকতে পারেনা। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এক দিকে যেমনভাবে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম-প্রীতির নিগড়ে প্রথিত করতে প্রয়াস পায়, তেমনিভাবে তার অনুসারীদেরকে এই শিক্ষাও দিয়ে থাকে, কি করে তাদের ভূখন্ডকে যালেম ও অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। মোটকথা আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং চিরন্তন সচেতনতা হচ্ছে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূল লক্ষ্য।

## লম্বা রাস্তা

আমার একান্ত বিশ্বাস, ইখওয়ানুল মুসলেমুনের দাওয়াতী কাজ প্রসঙ্গে আমার এ দীর্ঘ বক্তব্য কর্মীদের অন্তরে রেখাপাত করবে। আমি এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছি আশা করি তা সুস্পষ্ট করে বলতে পেরেছি। আমি এর পূর্বেও এ প্রসংগে অনেক কথা বলেছি অনেক বক্তব্য রেখেছি। আর সেগুলো এই প্রকৃতিরই ছিল। যাদের উদ্দেশ্যে আমি এসব বক্তৃতা দিয়েছি তারা অতি গুরুত্ব সহকারে আমার কথা শুনেছে। তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমরা বুঝে শুনেই এপথে পা বাড়িয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একান্তই পবিত্র। এই পবিত্র উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যাপারে আমরা একান্ত ভাবেই আশাবাদী। আমরাও আমাদের ব্যাপারে একমত। আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত কিন্তু একথাও সত্য যে, এপথ অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় দুর্গম। অনেক অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে আমাদেরকে। এই পরীক্ষার কথা শুনলে অনেকে হয়তো ঘাবড়ে যাবে, বিশেষ করে আমার পাঠকেরা। তবে আমি অভয় দিচ্ছি ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আমাদের সামনে আশার আলো বিদ্যমান। নিরাশার এ

www.pathagar.com

অন্ধকার তিরোহিত হতে বাধ্য। হ্যাঁ, এসব কিছুই নির্ভর করছে আল্লাহর সাহায্যের ওপর। আজ আমরা যদি আমাদের কর্তব্যের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হই, হই আমদের দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্রে সদা তৎপর, তাহলে আল্লাহর সাহায্য নেমে না এসে পারে না। আর আল্লাহর ফেরেশতারা আমাদের ওপর শান্তির ছায়া দান করে থাকবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহই সবকিছুর মালিক ও সবকিছুর নিয়ন্তা। তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, আজও তাই আছেন।

## *বিজ্ঞানের আবিষ্কার*

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেসণা পৃথিবীর ধারা পালটে দিয়েছে। আজ বাস্তব বলে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি অতীতে সেটা ছিল স্বপ্ন। আজ যেটাকে আমরা স্বপ্ন বলে মনে করছি আগামী দিন সেটাই বাস্তব বলে ধরা দেবে। পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহ আজ এ কথার সাক্ষ্য বহন করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় আজ যে অভূতপূর্ব উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এমন একদিন ছিল যেদিন আমরা এ সম্বন্ধে কল্পনাও করতে পারতাম না। নব নব আবিষ্কার আজ পৃথিবীকে চমৎকৃত করছে। একদিন বিজ্ঞানীরাও এ সম্পর্কে বে-খবর ছিলেন। এ সম্বন্ধে আজ আর বেশীদূর না গিয়ে শুধু এটাই বলবো যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির সাথে আমাদের সম্বন্ধ সাধন করে চলতে হবে। আমাদেরকে এ থেকে ব্যাপক কল্যাণ লাভ করতে হবে।

## *ইতিহাসের সাক্ষ্য*

আজ পৃথিবীতে যেসব জাতি ও দেশকে আমরা উন্নত ও প্রগতিশীল বলে দেখছি, একদিন তাদের নাম নিশানাও ছিল না। সেকালে কেউ ভাবতে পারেনি যে, তারা এভাবে অগ্রগতির শীর্ষে আরোহণ করবে। কিন্তু অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, চেষ্টা ও সাধনা এবং বিরামহীন অগ্রযাত্রা তাদেরকে এতটা উন্নতির উচ্চ শিখরে এনে পৌছিয়েছে। তাদের আশা-আকাংখ্যা ও অধ্যবসায়ই তাদেরকে এতটা উন্নত করছে বলতে হবে। আরব দেশের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই আমাদের এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। কে ভেবেছিল যে, এই মরুময় দেশে একটি নব জাগরণের সাড়া পড়ে যাবে। কে জানতো, এই দেশই এক কালে পৃথিবীকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সভ্যতায় পথ দেখাবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতায় এই এক কালের অখ্যাত দেশটি গোটা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিলো। সমগ্র পৃথিবী তার দিকে অবনত মস্তকে চেয়ে রইলো। হযরত আবুবকর এবং

www.pathagar.com

ওমরের মত ব্যক্তিত্ব এ দেশেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) যিনি ছিলেন একান্তই একজন সাদা-সিধে এবং নম্র প্রকৃতির লোক। কিন্তু সে আবুবকরই বিদ্রোহীদের দমন ও শায়েস্তা করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং অস্বীকার কারীদের সমোচিত শিক্ষা দিয়ে যাকাত আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

এভাবে এ আরব দেশে এমনি অসংখ্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক জন্মেছিলেন। এটা আরবের গৌরব নয়, বরং যে আদর্শের সংস্পর্শে এসে তাঁরা এমনিভাবে অগ্রগতি ও উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন সে আদর্শের কথাই বড়। আর এই আদর্শের বলেই সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মতো লোক ইতিহাসের এক অধ্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এতো হলো ইতিহাসের কথা। আধুনিক কালের ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেও আমরা এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারি। সুলতান আব্দুল আযীয আল সাউদের কথা একবার ভেবে দেখুন। তাকে তো স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। শাসন ক্ষমতা থেকে বের করেছিল। কিন্তু অসামান্য ব্যক্তিত্বের বলে তিনি তাঁর হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে জগতে অনেক কিছু করা সম্ভব। জার্মানের হিটলারের দৃষ্টান্তও এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে।

## *অন্য পথ আছে কি?*

আজ আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যে পথ গ্রহণ করেছি তা মোটেই সহজ ও সুগম নয়। এপথ একদিকে যেমন দুর্গম, তেমনি দীর্ঘ। কিন্তু এপথ যতই দুর্গম ও দীর্ঘ হোকনা কেনো এ পথই আমাদের একমাত্র কাম্য। এর কোন বিকল্প আমাদের নিকট নেই। এ জন্য আমাদের কোনো নতুন করে প্রমানাদিও উপস্থিত করার আবশ্যকতা নেই। কারণ আমাদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাই এ উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট।

## *প্রথমে কর্তব্য সম্পাদন*

আমাদের সংগঠনের প্রতিটি কর্মীর নিকট যে কাজটি অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা হওয়া আবশ্যক, তা হচ্ছে এই যে আল্লাহর নির্ধারিত- ফরয সমূহকে যথাযথ রূপে আদায় করার মাধ্যমেই আমরা আখেরাতের শান্তি ও পুরস্কারের আশা করতে পারি। এরপর আমাদের যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক তা হচ্ছে আমরা যে বিষয়টিকে সত্য বলে স্বীকার করেছি তা

www.pathagar.com

অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়া, অন্যদেরকে এর কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত করা। তবে এটাও আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিতে হবে। কারণ আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছা ব্যতিত ও দায়িত্ব আমরা কখনো পালন করতে পারি না। কারণ, এমন কিছু অলৌকিক ভাবে ঘটে থাকে যা আমাদের কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এইতো গেল আমাদের কর্তব্যের একদিক। এর বিপরীত দিকে আমরা যদি এই দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকি, তাহলে আমরা জিহাদের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবো। আমাদের দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে। বাকী যারা আমাদের এ দাওয়াতে সাড়া দেবে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ যা ভালো মনে করেন তাই করবেন। কাউকে এপথে নিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব নয়। তাছাড়া আমরা আমাদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে পেতে থাকবো। এই প্রসংগে কুরআনের এই বাণীটি প্রণিধানযোগ্যঃ

"তোমরা তাদেরকে কেন উপদেশ দান করছো, যাদেরকে আল্লাহ হয় ধ্বংস করে দেবেন অথবা ভীষণ শাস্তি প্রদান করবেন। তারা বললো, এটা এ জন্য যে, যাতে তোমাদের প্রভুর নিকট আমরা আপত্তি পেশ করতে পারি। আর এটাও হতে পারে যে, তারা হয়তো আল্লাহকে ভয় করবে। সেসব উপদেশকে তারা ভুলে গেলো। যা তাদেরকে করা হয়েছিল। তখন যে সব লোক অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বাধা দান করতো (এবং আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতো) তাদেরকে নিকৃতি দিলাম। আর যারা যালেম ছিল তাদেরকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করা হলো।"

## *এক নবাগত জাতির কথা*

ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। আমাদের সামনে অতিশয় অহংকারী ও অত্যাচারী একজন বাদশার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সে আল্লাহর বান্দাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। তাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ খর্ব করে দিয়েছিল। তাদেরকে নিজের স্বার্থে খাঁটিয়েছিল। তার সামনে তারা ছিল আজ্ঞাবহ দাসের চেয়েও অধম। আর এরই বিপরীত দিকে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত রয়েছে একটি সম্মানিত ও সৎকর্মশীল জাতির। তারা সে অত্যাচারী বাদশার কোপানলে দীর্ঘদিন পড়েছিলো। সে তাদের ওপর অত্যচারের ষ্টীম রোলার চালিয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তার সে অত্যাচার হতে সে জাতি মুক্তি পেলো। তারা তাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরে পেলো। সে যালেম ডিকটেটর কর্তৃক ধ্বংসকৃত তাদের সব কিছু পুনর্গঠিত হলো। তাদের সে আযাদী যে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তিনি হচ্ছেন হযরত

www.pathagar.com

মূসা (আঃ)। স্বাধীনতার অগ্রদূত হযরত মূসা (আঃ) এর জন্মের ও আবির্ভাবের মধ্যে দিয়েই এ আযাদী অর্জিত হয়েছিল। কোরআন বলছেঃ

"আমি আপনাকে মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী শোনাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা তাদের জন্যেই কাজে আসবে যাদের প্রকৃত ঈমান রয়েছে। সত্যই ফেরাউন তার দেশে (মিসর) অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে রেখেছিলো। সে তার দেশের লোকদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করে রেখেছিলো। তাদের মধ্যে থেকে একটি শ্রেণীকে সে দুর্বল করে রেখেছিলো। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলতো এবং মেয়েদেরকে ছেড়ে দিতো। নিঃসন্দেহে, সে সীমালঙ্ঘন করেছিলো।

আর আমি চেয়েছিলাম যে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদেরকেই উন্নত করবো, তাদের ওপর করুণা বর্ষিত করবো। (শুধু তাই নয়) তাদেরকে আমি নেতৃত্ব দান করতে ও এই দেশের উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলাম। আর এটাও চেয়েছিলাম যে তাদেরকে এ ভূখন্ডে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে মর্যাদা দান করবো।"

## নেতৃত্ব

সে মহান নেতা তথা হযরত মূসার (আঃ) দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি অত্যাচারিত জাতিকে মুক্তি দানের জন্য সেই যালেমের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করলেন। তার অন্যায় অধিকার এবং যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। তিনি তাঁর নির্যাতিত জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করলেন। এ সময় আল্লাহতায়ালা তাঁর ওপর রেসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করলেন, তাঁকে ফেরাউনের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁর জাতিকে একতা, ঈমান ও শৃংখলার ভিত্তিতে গঠন করলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন তাঁরা যালেমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে টিকতে পারলেন না, তখন তাঁরা হিজরত করলেন। কিন্তু যালেমের সাথে কোনো প্রকার আপোষ করলেন না। কোন প্রকার বৈষয়িক স্বার্থ ও লোভ-লালসার জন্য তাঁরা এরূপ করেন নি। তাঁদের দাবী ছিল এই যে, তাদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হোক, তাদের লুণ্ঠিত আযাদী ফিরিয়ে দেয়া হোক এবং আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবীর ওপর ঈমান এনে সে অনুযায়ী কাজ করা হোক। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী।

এ প্রসংগে হযরত মূসার বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কুরআনের মাধ্যমে বলা হয়েছেঃ

www.pathagar.com

"হে ফেরাউন তুমি কি আমাকে এই ইহসানের দোহাই দিচ্ছ যে, তুমি বনি ইসরাঈলদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছো।"

হযরত মূসা (আঃ) ঘোষণা করলেনঃ

'হে বিদ্রোহী ও খোদাদ্রোহী! হে ক্ষমতার গর্বে গর্বিত! এরা সকলেই আল্লাহর বান্দাহ তোমার নয়। তুমি আমার জাতিকে গোলাম বানিয়ে রেখেছো। আমার এ জাতিকে তুমি লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করে রেখেছো! শুধু তাই নয়– তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর মতো খাটিয়ে নিয়েছো।"

হযরত মূসার মুখ নিঃসৃত এ ঘোষণা নিঃসন্দেহে সত্যের ঘোষণা এবং সত্যের জন্য এক যুগান্তকারী আহ্বান ছিল। তাঁর এ বলিষ্ঠ ঘোষণায় বাতিলের হৃদ কম্পন শুরু হলো। তার সিংহাসন কাঁপতে আরম্ভ করলো এবং সে পরিশেষে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।

"তোমরা দুইজন ফেরাউনের দরবারে চলে যাও এবং বলো, আমরা আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছি। আর এই জন্যই এসেছি যে, তুমি বনি ইসরাঈলদেরকে আমাদের সাথে চলে যেতে দেবে। এরপর সে বললোঃ আমি কি তোমাকে শৈশবকাল থেকে লালন পালন করিনি? তুমি তো জীবনের একটি দীর্ঘ সময়েই আমাদের নিকট ছিলে। নিঃসন্দেহে তুমি একজন কৃতঘ্ন ব্যক্তি। তিনি বললেনঃ আমি তা সে সময় করেছি যখন আমি পথভ্রষ্ট ছিলাম। অপঃপর তোমার ব্যাপারে আমার যখন সন্দেহ হলো, তখন আমি তোমার দরবার থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার প্রভু আমাকে হিকমত বা জ্ঞানদান করলেন। আর আমাকে নবী হিসেবে মনোনীত করলেন। আর তুমি কি এই কৃতজ্ঞতারই দোহাই দিচ্ছ যে, তুমি বনি ইসরাঈলদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছো?"

## সংঘর্ষ

হযরত মূসার (আঃ) এই ভূমিকায় শাসকবর্গ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলো। তাদের রক্ত চক্ষু হযরত মূসা ও তাঁর দল– বলের ওপর কটাক্ষ হানতে শুরু করলো। সত্যের এই পতাকাবাহীদের ওপর তারা চালাতে শুরু করলো নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। যুলুম নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চললো। কিন্তু এটাই শেষ নয়, একদিকে তাদের ওপর চললো চরম নির্যাতন আর অপর দিকে তাঁরাও দেখাতে লাগলেন অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা। তাঁরা নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় আল্লাহর নির্দেশ পালন করে যেতে লাগলেন। আর অব্যাহত রাখলেন দুশমনের বিরুদ্ধে সীমাহীন সংগ্রাম বা জিহাদ। তাঁদের

www.pathagar.com

দুশমনরা কিভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে লেগেছিল তা কুরআনের এ বাণীতে ফুটে উঠেছেঃ

"ফেরাউনের আমীর-ওমরাহগণ বলতে শুরু করলোঃ হে রাজন! আপনি কি মূসা ও তাঁর সংগীদেরকে এমনিই ছেড়ে দেবেন, আর তারা দেশের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকবে, আপনি ও আপনার দেবতার বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকবে?" সে বললোঃ

"আমি তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবন্ত ছেড়ে দেবো। তারা আমার কব্জা থেকে কোথায় যাবে?" এমনি পরিস্থিতিতে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে সম্বোধণ করে বললেনঃ

"তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য্যের সাথে কাজ করে যাও। এ পৃথিবী আল্লাহরই। তিনি যখন যাকে ইচ্ছা করেন এর কর্তৃত্ব দান করেন। আর পরিণামে মোত্তাকী বা খোদাভীরু লোকেরাই সকল হয়ে থাকে।"

## ঈমান

ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের এই যুলুম নির্যাতনের মোকাবিলায় তাঁরা দুর্বলতার পরিবর্তে দৃঢ় ঈমানের পরিচয়ই প্রদান করলেন। তাদের এই ঈমান ও দৃঢ়তা কতই সুন্দর, সত্যাশ্রয়ীদের জন্য কতই আকর্ষণীয়, তা বলে শেষ করা যায় না। হযরত মূসার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দুশমনদের সর্বপ্রকার যুলুম নির্যতনকে তাঁরা অকাতরে সহ্য করে যেতে লাগলেন। এমনকি তাঁরা এজন্য তাঁদের জীবনকেও বিলিয়ে দিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করলেন না। তাঁরা ফেরাউন ও তার আমীর ওমরাহদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন। কুরআনের ভাষায়ঃ

"হে ফেরাউন! তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো! হ্যাঁ এ পৃথিবীর জিন্দেগীতে তুমি যা ইচ্ছা করার অধিকারী; কিন্তু জেনে রেখো, আমরা আমাদের প্রভুর উপর ঈমান এনেছি। তা এই জন্য যে, তিনি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর তুমি বলপূর্বক আমাদের দ্বারা যে যাদু করিয়েছো তা যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ মঙ্গলময় ও চিরন্তন।"

www.pathagar.com

## সাফল্য

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির অবসান হলো। এরপর দেখা দিলো বিজয়ের শুভ সূচনা। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও জিহাদের পর আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁদের বিজয় হলো। আল্লাহ তাদেরকে অত্যাচারির কবল থেকে মুক্তি দিলেন। কুরআনের ভাষায়ঃ

"হে বনি ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের দুশমনের মোকাবিলায় মুক্তি ও নাজাত দিয়েছি।"

www.pathagar.com

# জ্যোতির পথে

## পূর্বকথা

১৩৬৬ হিজরীর রজব মাসে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের মূখ্য পথপ্রদর্শক শহীদ হাসানুল বান্না মিসর ও সূদানের শাসনকর্তা ফারুক এবং প্রধান মন্ত্রী নুহাস পাশার নামে এই পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শাসক ও নেতৃবর্গের নিকটও এই চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়– মুসলিম বিশ্বের পরিচিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকটও তিনি এ পত্র প্রেরণ করেন। তাঁর সে পত্রটি পুনরায় পাঠকদের সমীপে পেশ করলাম। কারণ এ পত্রে তিনি যে হেদায়েত ও পথনির্দেশ রেখে গেছেন আমাদের জন্যে তার আবেদন চিরন্তন। চিঠিটির মধ্যে প্রতিটি মুসলমানের সত্যিকার মনোভাবের প্রতিধ্বনি রয়েছে। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য শুভ দিনের সূচনা করুন এবং গোটা মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করুন, এটাই আজ আমাদের কাম্য।

## পত্র

কায়রো রাজধানী, রজব মাস ১৩৬৬ হিঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম,

জনাব,

আপনার নিকট এই পত্র প্রেরণের মাধ্যমে এটাই আশা করছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে জাতির কর্ণধার করেছেন, এই আধুনিক যুগে যে জাতির সর্বময় ক্ষমতা আপনার হাতের মুঠোয় অর্পণ করেছেন, আপনি সঠিকভাবে সে জাতিকে পরিচালিত করবেন। আমি আশা করি আপনি সঠিকভাবে এ জাতিকে পরিচালিত করলে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। আমি আশা করি আপনি এ জাতির জন্য এমন কিছু পথনির্দেশ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যা তাদের জন্য শুভ ও কল্যাণের বাহন হতে পারে। অস্থিরতা ও হতাশা হতে সে জাতি নিষ্কৃতি পাবে। আমার এ পত্রের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় আমি আমার দায়িত্ব পালন করার মানসেই এ পত্র লিপিবদ্ধ করলাম। আপনার একান্ত কল্যাণকামী হিসেবেই আমি আমার দায়িত্ব পালনার্থে এই পত্র লিখলাম। দায়িত্ব পালন ব্যতীত অন্য কোন আকাংখ্যা ও লক্ষ্যই আমার নেই। কারণ, আমি জানি আল্লাহর পুরস্কার সব চেয়ে উত্তম ও চিরস্থায়ী।

www.pathagar.com

## নেতার দায়িত্ব

জনাব.....

আল্লাহতায়ালা এ গোটা জাতিটি আপনার নিকট সোপর্দ করেছেন। তাদেরকে সুপথে অথবা কুপথে পরিচালিত করার দায়িত্ব আপনারই। তাদের বর্তমান ভবিষ্যৎ আপনারই হাতে আমানত স্বরূপ। তাদের ব্যাপারে আপনাকে আল্লাহর নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। মনে রাখুন! (আল্লাহ আকবার)! এটা কত বড় জিম্মিদারী! একটি বিরাট জাতির জিম্মিদারী বহন করা কত গুরু দায়িত্বের কথা। এটা একদিকে যেমন বিরাট আমানত, তেমনি অন্য দিকে একটি বিশাল দায়িত্বভারও বটে।

"তোমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

দীর্ঘদিন পূর্বের কথা। ইমামে আদেল (রহঃ) বলেছিলেনঃ ইরাকে পথ চলতে গিয়ে যদি কোনো খচ্চর হোঁচট খায় তাহলে সে ব্যাপারে আমাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে, এই জন্য যে, আমি কেন তার জন্য সে পথ-ঘাট ঠিক-ঠাক করে রাখিনি। এই ব্যাপারে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন আমার ইচ্ছা এই দায়িত্বভার থেকে আমাকে দূরে রাখা হোক। তাহলে আমি যেমন কিছু পাবোনা তেমনি আমার ওপর কোনো জিম্মাদারীও বর্তাবে না।

## কয়েকটি প্রাথমিক কথা

(ক) পরিবর্তনের সময়ঃ একটি জাতির জীবনে সবচেয়ে লাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়, আর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে জাতির সব কিছুই নতুন করে সূচিত হয়। তার সংগঠন-সংবিধান, তার পথ ও পথনির্দেশ সে প্রক্ষিতেই রচিত হয়ে থাকে।

তার জন্য এমনি ধরনের নতুন নতুন আইন-কানুন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরী হয়ে থাকে, যার ভিত্তিতে সে জাতির জাতীয় কাঠামো তৈরী হয়। অতঃপর যে জাতির প্রনীত আইন কাঠামো এবং কার্যপ্রনালী উত্তম ও বিশুদ্ধ হলে সে জাতির ভবিষ্যত মঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং সে জাতি অবশ্যই দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, সে জাতি বিরাট বিরাট কীর্তিমালা সম্পাদান করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া যেসব লোক এমনি পরিস্থিতিতে তাদের জাতিকে আল্লাহর দ্বীনের মাধ্যমে বেহেশতের পথে

www.pathagar.com

পরিচালিত করবে এবং সৌভাগ্যের দ্বার প্রান্তে তাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে সচেষ্ট হবে। তারা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পেয়ে যাবে। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। তাদের সুনাম পৃথিবীতে আহবানকাল ধরে জিন্দা থাকবে এবং ইতিহাস কখনো তাদেরকে বিস্মৃত হতে পারবে না।

## উভয়পথে

আমাদের এ পরিস্থিতির দু'টি পর্যায় রয়েছে। প্রথমতঃ আমাদের জাতিকে রাজনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত ও আযাদ করতে হবে। আমাদের যে রাজনৈতিক গৌরবের মুকুট ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাকে পুনরায় উদ্ধার করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এই যে, আযাদী হাসিলের পর আমাদের এ জাতিকে পুনর্গঠন করতে হবে। তাহলেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে এ জাতি দৃঢ় কদমে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। বর্তমানে এক পর্যায়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ-সংঘাতের অবসান হয়েছে। ফলে আমাদের জাতিটি একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

আর এ প্রেক্ষিতে আপনার সামনে দু'টি পথই খোলা রয়েছে। প্রতিটি পথই আপনাকে সেদিকে ধাবিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। প্রতিটি পথই আপনাকে এই বলে আহ্বান জানাচ্ছে যে, আপনি তার দিকে আপনার জাতিকে এগিয়ে দেবেন। আর সত্য কথা এই যে, প্রতিটি পথেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। প্রতিটি পথের কিছু কিছু নিদর্শন ধরন-ধারণ ও সে পথে চলার একটি পরিণতি রয়েছে। এর একটি পথের নাম হচ্ছে ইসলাম। আর তার রয়েছে একটি ব্যাপক ভিত্তিক নিয়মনীতি ও আইন-কানুন এবং হৃদয়গ্রাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। এর, দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে পাশ্চাত্য আদর্শ। আর এরও একটি আকর্ষণীয় যা বাহ্যতঃ হৃদয় ভুলানো চিন্তা ও উপায়-উপকরণ রয়েছে। কিন্তু আমাদর মতাদর্শ ও বিশ্বাস হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। আমাদের ও আমাদের জাতির জন্য এটাই পথ ও জীবন বিধান। আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের পথও সেটাই। আজ সে পথে আমাদের জাতিকে পরিচালিত করা আমাদেরই অপরিহার্য কর্তব্য।

## ইসলামী ব্যবস্থাপনার কল্যাণ

আমরা যখন আমাদের গোটা জাতিকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করবো, তখন আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উপকৃত ও লাভবান হবো।

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রথম থেকেই আমাদের নিকট একটি পরীক্ষিত সত্য দ্বীন রূপে প্রমাণিত। এর উপযোগিতা ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইতিহাস সাক্ষী।

এ জীবনাদর্শ অতীতে এমন একটি উম্মত বা জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যে জাতি বা উম্মত সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে দয়ালু, সবচেয়ে সহানুভূতিশীল এবং মানবতার কল্যাণে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী বলে প্রমাণিত হয়েছে। সে জীবন ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা, তাকে উপলব্ধি ও অনুধাবন করা এবং তারই ডাকে সাড়া দেয়া সকলের জন্যই অতীব সহজ বলে অতীতেও প্রমাণিত হয়েছে এবং বর্তমানেও প্রমাণিত হচ্ছে। যেদিন আমরা এইভাবে ইসলামী আইনের উপকারিতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো, সেদিন আমরা এই অন্ধ জাতীয়তাবাদের মিথ্যা গৌরবে নিজেদেরকে আবদ্ধ করবো না। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে আমাদের জীবনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় আমাদের ইসলামী মূলনীতিগুলো বাস্তবায়িত হোক। বিদেশীদের আদর্শ ও রীতিনীতি আমাদের জন্যে পরিত্যাজ্য হওয়া আবশ্যক। এমনি করে আমরা যদি নিজেদের আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ ও বিদেশী আদর্শকে বর্জন করতে পারি তাহলে প্রকৃত অর্থে আমরা রাজনৈতিক আযাদী ছাড়াও জাতীয় সামগ্রিক আযাদী হাসিল করতে সক্ষম হবো। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী মূলনীতি ও আইনসমূহ বাস্তবায়িত হলে আরব তথা গোটা মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর এরই ফলে গোটা ইসলামী দুনিয়ার সাথে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তখন গোটা বিশ্বের মুসলমান আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার সাথে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং ভ্রাতৃত্বের দাবীতেই তারা আমাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবে। আর আমাদের ব্যাপারেও তারা অনুরূপ আশা করতে পারবে। এইভাবে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠার ফলে আমাদের পারস্পরিক ক্ষেত্রে এমনি কতোকগুলো সুযোগ সৃষ্টি হবে যার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, ইসলামী আইন একটি ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামী আইন-কানুনই আমাদের জীবনের সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দিতে পারে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকেও এ আইন আমাদের একমাত্র চালিকাশক্তি। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য একক। এখানে অন্য কোন জীবন বিধানের প্রবেশাধিকার নেই। ইসলামী জীবন বিধান আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড সরবরাহ করে থাকে। আর তা হচ্ছে এই যে,

www.pathagar.com

যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু মন্দ তা বর্জন করো। যা কিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত তা বর্জন করো।

আমরা যেদিন এপথে চলতে অভ্যস্ত হবো, সেদিন আমাদের জীবনের অনেক প্যাঁচালো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বৈকি। আজ পৃথিবীর জাতিগুলো যে সব সমস্যায় হাবু-ডুব খাচ্ছে ইসলামী আইনের প্রবর্তন হলে পৃথিবীতে সে সমস্যা আদৌ স্থান পাবে না। এ পথ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান না থাকার দরুনই আজ তারা হাজারো সমস্যায় দিনাতিপাত করছে। আধুনিক বিশ্বে সৃষ্ট অনেক সমস্যা যা আধুনিক জগৎ সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম অতি সহজ পন্থায়ই তার সমাধান দিতে সমর্থ।

বিশেষতঃ যখন আমরা এ পথে চলতে আরম্ভ করবো তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর অসংখ্য রহমত ও সাহায্য অবতীর্ণ হতে থাকবে।। আর আল্লাহই একমাত্র সত্ত্বা, যিনি আমাদের দুর্বল মুহূর্তে শক্তি প্রদান করবেন, আমাদের দুঃখ দুর্দশার সময় আমাদেরকে অহরহ সাহায্য প্রদান করবেন।

"আর তোমরা কাফেরদের উপর হামলা পরিচালনার ব্যাপারে মোটেই নিরাশ হইও না। তোমরা যদি দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকো তাহলে মনে রেখো যে, তারাও তোমাদের মতোই অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছে। আর তোমরা তো আল্লাহর নিকট থেকে এমন কিছু আশা করো, যা তারা করে না। আর আল্লাহই সবকিছু জানেন, সবকিছু বোঝেন।" (আল্ কোরআন)

## *পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থতা*

পাশ্চাত্য সভ্যতার শোচনীয় পরাজয় ও ব্যর্থতার কথা যদি আমি খোলাখুলিভাবে তুলে না ধরি তাহলে আমার আলোচনা অনেকটা অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে বলে মনে করবো। তাই এখানে তার কিছুটা স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা কর্তব্য বলে মনে করি। এমন একদিন ছিলো, যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহিমায় পৃথিবীকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলো। তার অবিক্রিয়া সমূহের দ্বারা গোটা পৃথিবীকে নিজ বশে এনেছিলো। কিন্তু ইদানিং পাশ্চাত্য সভ্যতা এক শোচনীয় পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার অস্তিত্বের ভীত ধ্বসে গিয়েছে। তার আদর্শিক বালাখানা আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন প্রনালী আজ বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে গিয়েছে। আজ সেখানে লাখ লাখ লোক বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছে। প্রতি বছর হাজার

www.pathagar.com

হাজার শ্রমিক তাদের অভাব অভিযোগের প্রেক্ষিত বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে রাস্তায় নামছে। তাদের সামাজিক আইন-কানুনগুলো আজ যথাযথ কার্যকরী হচ্ছে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ বিরাজ করছে চরম অশান্তি। বিদ্রোহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা তো সেখানে লেগেই আছে। আজ পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজের সমাজ ব্যবস্থার এই শোচনীয় পরিণতি দেখে হয়রান ও পেরেশান। তারা আজ কিংকর্তব্য বিমূঢ়। আজ তাদের অগ্রগতির রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সম্মেলনের পর সম্মেলন, চুক্তির পর চুক্তি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু কোনো সুরাহা বের হচ্ছেনা। তাদের মধ্যে আজ কোনো প্রকার স্পিরিট নেই। আন্তর্জাতিকভাবে আজ তাদের অবস্থা একান্তই শোচনীয়। আজ তাদের অবস্থাকে জড় পদার্থের সাথে তুলনা করা যেতে পারে-যার কোনো সঞ্চালন শক্তি নেই। তেমনিভাবে আজ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কোনো ইচ্ছাই কার্যকরী হতে পারছে না।

আজ পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ শক্তিই পাশ্চাত্যের এই শোচনীয় পরাজয়ের সুযোগে এক ঘা বসিয়ে দিচ্ছে। শুধু পাশ্চাত্য দেশ সমূহেই নয়। এমনি করে আজ গোটা পৃথিবীতেই অশান্তি নেমে এসেছে। আজ পৃথিবীকে ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গাভিঘাতে উম্মাত্ত একটি সমুদ্রের ভাসমান জাহাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আজ গোটা পৃথিবী সমস্যায় জর্জরিত। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আজ শান্তির সন্ধানে দিশেহারা। পাশ্চাত্য সভ্যতা পৃথিবীর মধ্যে যে বস্তুবাদিতা, স্বার্থপূজা ও সংঘাতের বীজ বপন করে গেছে, আজ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তারই ফল ভোগ করছে। তাই পাশ্চাত্য জগতেই আজ সে সত্য সনাতন জীবন ব্যবস্থার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, যা মানবের জীবনে শান্তি এনে দিতে পারে। পৃথিবীতে এমন একটা সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন তার শাসন ক্ষমতা প্রাচ্যবাসীর হাতে নিবদ্ধ ছিলো। অতঃপর রোমক এবং গ্রীকদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এর পরই হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও হযরত নবী করীমের (সঃ) আভির্ভাব হলো। এবং দ্বিতীয় বারের মতো পৃথিবীর কতৃত্ব প্রাচ্যবাসীর হাতে এসে গেলো। এরপর প্রাচ্যের জীবনযাত্রায় শুরু হলো আবার মন্দাভাব। অন্য পক্ষে পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হলো নব জাগরণ। এইভাবে আল্লাহর নীতি অপরিবর্তিত রইল এবং নেতৃত্ব পুনরায় পাশ্চাত্যবাসীর হাতের মুঠোয় চলে গেল। তারপর শুরু হলো আমাদের উপর অকথ্য যুলুম ও নির্যাতন। ক্ষমতার মোহে পাশ্চাত্যের লোকেরা গোটা পৃথিবীর বুকে একারাশ ত্রাস সৃষ্টি করে তুললো এবং তাদের সে ত্রাস ও সন্ত্রাস অব্যাহতভাবে চললো। আজ প্রয়োজন হচ্ছে প্রাচ্যের বুকে একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আবির্ভাবের। যে নেতৃত্বের সামনে অগ্রসর হবে ইসলামের ঝান্ডা

www.pathagar.com

বহন করে এবং কোরআনকে সঙ্গী করে। শুধু তাই নয়, এ নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত হবে ঈমানের বলে বলিয়ান একটি সৈন্যদল। আর এ ভাবেই গোটা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে। আর সাথে গোটা বিশ্ব শান্তি, সুখ ও স্বাচ্ছন্দে ভরপুর হয়ে যাবে। খোদার অশেষ শোকর, যিনি আমাদেরকে তার পথে চলার পথ শিখিয়েছেন। তিনি যদি আমাদেরকে পথ না দেখাতেন তাহলে আমরা কোথা থেকে এ পথের সন্ধান পেতাম। এটা কোনো খেয়ালীপনার বিষয় নয়। এটা ইতিহাসের অমোঘ বিধান। আল্লাহর দ্বীনের এ দায়িত্ব যদি আমাদের দ্বারা পূরণ না হয়, তাহলে শীঘ্রই আল্লাহতায়ালা এ পৃথিবীতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটাবেন, যারা তাঁর প্রিয়পাত্র বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেবে এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনের দায়িত্ব পালন করবে। তাঁরা মুমিনদের বেলায় হবে অতিশয় দয়ালু এবং কাফেরদের বেলায় হবে একান্তই কঠোর। তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদে অবতীর্ণ হবে এবং যে কোন দুঃখ-কষ্টের জন্যে তৈরী থাকবে। এটা একান্তভাবেই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করতে পারেন। আর মুসলমান হিসাবে এ দয়া ও অনুগ্রহের অধিকারীতো আমাদেরই হবার কথা। এ ইজ্জত ও গৌরব যদি আমাদেরই ভাগ্যাকাশে উদিত হতো, তাহলে কতইনা ভাল হতো।

## ইসলাম প্রগতিশীল জাতির সাফল্যের চাবি

একটি প্রগতিশীল জাতি যে সব রীতি, আইন-কানুন আশা-আকাঙ্খা এবং কর্ম প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, ইসলাম তার সকল দাবী মিটাতে সক্ষম। পৃথিবীর কোন জীবনাদর্শন ও জীবন ব্যবস্থা এক্ষেত্রে তার সমকক্ষ হতে পারে না। ইসলাম নিজেই তার নিজের দৃষ্টান্ত। কোরআন এ ব্যাপারে তথা এর বৈশিষ্টগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে বার বার। কোরআন কখনো সংক্ষিপ্ত আকারে এবং কখনো বিস্তারিতভাবে এর বর্ণনা আমাদের সামনে পেশ করেছে। অধিকন্তু কোরআন আমাদেরকে এই ব্যাপারে সচেতন এবং ওয়াকেফহাল করেছে যে, কোনো জাতি ইচ্ছা করলে কোরআনের এ শিক্ষা ও বর্ণনা থেকে শিক্ষা করে মনজিলে মকসুদে পৌঁছে যেতে পারে। আর এ পথে কোন প্রতিবন্ধকই তাকে আড় করে দাঁড়াতে পারেনা।

## ইসলাম ও দৃঢ়তা

একটি উন্নয়নশীল জাতির জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে তার লক্ষ্যের পথে দৃঢ়তা ও অবিচল নিষ্ঠা। পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারে তার অনুসারীদেরকে বার বার উদ্বুদ্ধ

www.pathagar.com

ও অনুপ্রাণিত করেছে। কোরআনের এ অনুপ্রেরণার ফলে অনেক মৃতাপ্রায় ও স্থবির জাতির মধ্যেও নতুন জীবনের সাড়া জেগে উঠেছে। মোট কথা, আল-কোরআন মানুষের মনে আশাবাদ সৃষ্টি ও নৈরাশ্যবাদের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছে। কোরআনের দৃষ্টিতে নৈরাজ্যবাদ হচ্ছে কুফরী ও পথভ্রষ্ঠতার লক্ষণ। কোরআনের এ নিম্নোক্ত বাণীটি শোনার পর একটি অতিশয় দুর্বল এবং মযলুম জাতির মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন না জেগে পারে নাঃ

"যাদেরকে পৃথিবীর বুকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, আমি তাদের উপর করুণা করতে চেয়েছি। তাদেরকে পৃথিবীর বুকে নেতৃত্বদান করতে চেয়েছি এবং চেয়েছি তাদেরকে এ পৃথিবীর উত্তরাধীকারী রূপে গণ্য করতে এবং তাদের আসন মজবুত করতে।"

এভাবে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

"তোমরা ভীত ও শংকিত হয়োনা। তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুমেন হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদেরই জয় হবে। তোমাদের ওপর যদি কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট এসে থাকে, তাহলে তোমাদের মনে রাখা দরকার যে, তোমাদের শত্রুদের উপর তো অনুরূপ দুঃখ-কষ্টই এসেছিল। আর আমি যামানাকে এভাবেই মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি।"

আরো বলা হয়েছেঃ

"তিনিই সে সত্তা, যিনি কাফের ও আহলে কিতাবদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা কল্পনাই করতে পারো না যে, তারা তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হতে বাধ্য হবে। আর তারাও ভেবেছিল, তাদের এই সব প্রসাদোপম অট্টালিকা সমূহ তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করে রাখবে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে এভাবে ঘেরাও করলেন যে, তারা তা কল্পনাও করতে পারেনি এবং আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। অতঃপর তারা তাদের ঘর-বাড়ী গুলোকে তাদের স্বহস্তে এবং মুমিনদের হস্তে ধ্বংস করে দিলো। অতএব, হে চক্ষুমান লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।" (আল-কোরআন)

আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

"তোমরা কি এ কথা মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিই বেহেশতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে সব বিপদ-মুসীবত এসেছিলো তার কিছুই তোমাদের ওপর আসেনি। তাদের উপর (পরীক্ষার নিমিত্ত) এতটা মুসীবত এসেছিলো যে, তাতে তারা ঘাবড়ে গিয়েছিলো এবং

www.pathagar.com

রাসূল ও তাঁর অনুসারী মুমিনগণ এই বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন যে, – আল্লাহর সাহায্য কখন নেমে আসবে। জেনে রাখো আল্লাহর সাহায্য অতিশয় নিকটবর্তী।"

এমনি অবস্থায় একটি অতিশয় দুর্বল জাতিও যদি এইরূপ সুসংবাদ শ্রবণ করে এবং এর বাস্তব দিক সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে তাহলে সেই জাতি ঈমান ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান না হয়ে পারে না। চিন্তা ও আদর্শিক রাজ্যে সে জাতি সকলের অগ্রগামী হতে বাধ্য। এই ধরনের ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান জাতিই যে কোন দুর্যোগের সাথে লড়াই করতে পারে, – পারে মোকাবিলা করতে যে কোন পরাশক্তির সাথে। আর পরিশেষে এই ধরণের জাতিই উন্নতির উচ্চ মার্গে আরোহণ করতে সক্ষম হয়।

## ইসলাম ও জাতীয় গৌরব

পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলোর তার নিজস্ব জাতীয়বোধ ও ঐতিহ্যের জন্য গৌরব করা উচিত। এছাড়া কোন উন্নত জাতির জন্য উচিত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক মূল্যবোধগুলোকে সকলের সামনে তুলে ধরা। তাহলে সে জাতির অধস্তন বংশধর তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে– আর পারে তার ঐতিহ্য চেতনাকে টিকিয়ে রাখতে। আর এইভাবে গঠিত ও গড়ে উঠা কোনো জাতিই পারে তার দেশের গৌরব ও সম্মান রক্ষার্থে তার জান–মাল সব কিছু লুটিয়ে দিতে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই ধরনের জাতীয়তাবোধ কোথায় পাওয়া যেতে পারে। ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর কোনো ধর্মমতে ও আদর্শে এই ধরণের জাতীয়তাবোধের অস্তিত্ব মিলবে না। ইসলামই জাতীয়তা সম্পর্কে এমনি একটি ধারণা পেশ করেছে যেখানে প্রেম ও দয়া, ইনসাফ ও ন্যায় নিষ্ঠা এবং আত্মচেতনা ও আত্ম– গৌরবের মতো মহান গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ সহজে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর ইসলামের এই মহান গুন সম্বলিত জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়ে উঠা জাতি প্রসঙ্গেই আল্লাহ এই উক্তি করেছেনঃ

"তোমরা একটি উত্তম জাতি। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ

"এই ভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যবর্তী উম্মাতরূপে সৃষ্টি করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হিসাবে গণ্য হবে এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী দেবেন।"

www.pathagar.com

অন্য জায়গায় বলা হয়েছেঃ

"প্রকৃতপক্ষে সম্মানতো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্যই রয়েছে।"

মোট কথা, যে উম্মাত বা জাতির জন্য এতটা সম্মান ও গৌরব রয়েছে, সে জাতির তো উচিত তার সবকিছুকে আল্লাহ ও রাসূলের পথে উৎসর্গ করে দেয়া। ইসলামী জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ জাতি সমূহ ও অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। তবে ইসলামী জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ আত্মগৌরবশীল জাতিগুলোর দেখা দেখি অনেক নতুন জাতি ও তাদের বংশধরদের মধ্যে অনুরূপ চেতনাবোধ জাগাবার চেষ্টা করেছে। তাই এক সময় আমাদের কানে এই শ্লোগান এসে পৌঁচেছেঃ

" গোটা পৃথিবীর বাদশাহী ইটালীর জন্যই।" আবার কখনো শুনেছি- "জার্মানই শ্রেষ্ঠ জাতি।" গোটা পৃথিবী শাসন করার মালিক জার্মানী। আবার কখনো আমরা শুনতে পেয়েছি- "গোটা পৃথিবীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে বৃটেন।" কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি যে জাতীয়তা ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ধারণা পেশ করেছে। একজন মুমিন ও মুসলিম নৃপতির আর পৃথিবীর অন্যান্য নৃপতি ও ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রোশক্তিকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা। ইসলামী জাতীয়তাবোধের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর খেলাফত। সেখানে বংশীয় আধিপত্য ভৌগলিক সংকীর্ণতাবোধ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব একান্তই অচল। ইসলামী জাতীয়তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পৃথিবীর পথ প্রদর্শন এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধন। কুরআনের ভাষায়ঃ

"তোমরা লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ, ও অকল্যাণকর কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান পোষণ করবে।"

মূলতঃ ইসলামী জাতীয়তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাই। অর্থাৎ ভাল ও কল্যাণমূলক কাজের বিস্তার, অন্যায় ও মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ। ভাল কাজ ও ভাল লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার যথার্থ অনুসরণ। আর এর বদৌলতেই অতীতে মুসলিম জাতিগুলো পৃথিবীর মধ্যে একটি অতিশয় সম্মানজনক স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো। যার কোনো নজীর পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি আজ পর্যন্ত দেখাতে সক্ষম হয়নি। এর বিপরীত দিকে পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর প্রতি আমরা তাকালে দেখতে পাবো যে, সেখানে বংশ পূজা, দেশ পূজা এবং স্বার্থের সংঘাতই বড় কথা। আর এ জন্যই পাশ্চাত্য জাতিগুলোর মধ্যে শোষণবৃত্তির একটি মনোভাব আগাগোড়াই লক্ষ্য

www.pathagar.com

করা যায়। তারা দুনিয়ার অপরাপর জাতিগুলোকে মোটেই পরোয়া করে না। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিগুলোর উপর হস্তক্ষেপই তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যাপার। জাতীয়তা ও জাতীয়তাবোধের ভাল ও কল্যাণকর দিকগুলো কেবলমাত্র ইসলামের মধ্যেই পাওয়া যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে যারা ইসলামের সত্যিকার অনুসারী তাদের মধ্যে এই গুণাবলী প্রবিষ্ট হতে বাধ্য। ইসলামী জাতীয়তার আর একটি লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। তাই ইসলাম তার স্বর্ণযুগে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সীমাকে সম্প্রসারণ ও বিস্তার করেছে এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ, স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক জান-মাল কোরবাণীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও স্বার্বভৌমত্বের জন্যে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ ও তাকিদ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলমানের জন্মভূমি বলতে তাই বোঝায় যেখানে সে সর্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ হলো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে সাথে অপরাপর মুসলিম তথা ইসলামী রাষ্ট্রগুলোও তার আওতায় এসে যায়। সেগুলোকেও তার নিজের দেশ বলে গণ্য করতে হবে। এইভাবে গোটা পৃথিবীকেই সে তার নিজের দেশ হিসাবে গণ্য করবে। গোটা পৃথিবীতেই সে ইসলামের অনুশাসন ও বিধি-বিধান জারী ও বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। কুরআনের ভাষায়ঃ

"তোমরা এমনি ভাবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যাতে ফেতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়ে যায় এবং জীবন ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"

এভাবে ইসলাম জাতীয়তার সে সংকীর্ণ ধারণাকে মূলোৎপাটিত করে একটি বিশ্বজনীন জাতীয়তার ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেয়। আর প্রকৃত প্রস্তাবে এর মধ্যেই বিশ্ব মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

"হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একটি মাত্র পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছি। তা এজন্য যে, যাতে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে জানতে পারো।"

## *ইসলাম ও সামরিক প্রস্তুতি*

এই ভাবে উন্নয়নশীল ও প্রগতির প্রত্যাশী জাতি সমূহের জন্য প্রয়োজন রয়েছে সামরিক শক্তির বিকাশ সাধন। তাদের প্রতিটি যুবকের মধ্যে, তাদের কিশোরদের অন্তরে সিপাহী-সূলভ উদ্যম ও তেজবীর্য থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে এই যুগে এর গুরুত্ব আরো বেশী। আজকাল সামরিক প্রস্তুতি ব্যতীত

www.pathagar.com

শান্তি ও সন্ধির প্রত্যাশা বৃথা। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম এই অধ্যায়টিকে পরিহার করেনি। বরং এটাকে ইসলাম আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য করেছে। নামায রোযার মত জিহাদও একটি অপরিহার্য্য দিক যা– কোন দ্বীনদার মুসলমান উপেক্ষা করতে পারে না। বিশেষতঃ ইসলাম আল্লাহর পথে জিহাদকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছে, সামরিক প্রস্তুতির জন্য যতোটা তাকিদ দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন মতাদর্শে তা দেয়া হয়নি। কোরআন হাদীস ও মহানবীর জীবন চরিত্র তথা সর্বত্রই এ বাস্তব দিকটি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ইসলাম যে সব বিধান পেশ করেছে তা পৃথিবীর কোনো ধর্মমত আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। নিম্নে বর্ণিত কোরআনের বাণী গুলোই তা প্রমাণ করেঃ

"যতোটা সম্ভব তোমরা এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করো তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে এবং তোমাদের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে তোমরা ঘোড়াগুলোকেও তৈরী রাখো। এই জন্যে যে এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারবে।"

"কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। আর তোমরা এটাকে অপছন্দ করছো অথচ সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণবহ। আর তোমরা এমন কিছু ভালবাসছো, যা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।"

পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ আছে কি যার মধ্যে সামরিক প্রস্তুতি ও শত্রুর মোকাবিলা সম্বন্ধে এরূপ জরুরী নির্দেশ রয়েছে। এখানে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ইবাদতের মতোই সামরিক প্রস্তুতির গরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

"যারা দুনিয়ার জিন্দেগীর বিনিময়ে আখেরাতের সওদা গ্রহণ করতে চায় তাদের উচিৎ আল্লাহর পথে লড়াই করা।"

এরপর আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীদের পুরস্কার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেছেনঃ

"যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করে অথবা বিজয়ী হয় তাদেরকে উভয় অবস্থাতে আমি পুরস্কৃত করবো।"

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সে সব পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুদের জন্য লড়াই করছো না, অথচ তারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে নাও যার

www.pathagar.com

অধিবাসীরা যালেম। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তোমরা পক্ষ থেকে একজন দরদীও সাহায্যকারী পাঠাও।"

কোরআনের এই বাণীর মর্মার্থের প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারি যে, অসহায়দের জন্য সংগ্রাম বা জিহাদ করা কতখানি পূণ্য ও কল্যাণের কাজ। আর যারা এ পথে সংগ্রাম করে তাদের উদ্দেশ্য কত মহান ও কত পবিত্র। এর বিপরীত দিকে যারা অসহায় নারী পুরুষদের প্রতি যুলুম করে তারা কতটা ঘৃণিত সমাজের বুকে, আর অভিশপ্ত আল্লাহর নিকট। আল্লাহর পথে যারা এভাবে সংগ্রাম করে তারা শুধু মানব সমাজের ও নির্যাতিতদের নিকটই প্রশংশিত হয় না, আল্লাহর নিকটও তারা এর বিনিময়ে লাভ করবে পরম পারিতোষক। কারণ তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। কোরআনের ভাষায়ঃ

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে থাকে। অতএব তোমরা সে খোদাদ্রোহী শক্তি চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করো। আর জেনে রাখো শয়তানের চাল একান্তই দুর্বল।"

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য। যারা এই কর্তব্য কর্মকে অবহেলা করে এ ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখায় আল্লাহ তাদেরকে ভৎর্সনা করেছেন অত্যন্ত তীব্রভাবে। ইসলামের দাবীর পরও যারা এ পথে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তারা মূলতঃ সত্যিকার পথ হতে দূরে সরে পড়ে এবং নিজেরাই পরিনামে হয় বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন। কারণ, একথা অবধারিত যে, মৃত্যু একদিন আসবেই একে রোধ করার কোন উপায় মানব সন্তানের নেই। আল্লাহ বলেনঃ

"তুমি কি তাদের দেখো নাই, যাদের বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হাত সংযত রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো। অতঃপর তাদের ওপর যখন যুদ্ধকে ফরয করে দেয়া হলো তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল লোকদেরকে এমনিভাবে ভয় দেখাতে লাগলো যেমনিভাবে আল্লাহকে করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু তারা তাদেরকে আল্লাহর চেয়েও বেশী ভয় করতে লাগলো। তারা বলতে শুরু করলোঃ হে আমাদের আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর যুদ্ধকে কেন ফরয করে দিলে! আমাদেরকে আরও কিছুদিন সময় দেয়া হলোনা কেন? তুমি বলে দাও, দুনিয়ার সামগ্রী ও লাভ খুবই অল্প। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের জিন্দেগীতে এর চেয়েও বিপুল পরিমাণের সম্পদ ও সুখ-শান্তি রয়েছে। আর

www.pathagar.com

সেখানে তোমাদের বিন্দুমাত্র হক নষ্ট করা হবে না। আর তোমাদের মৃত্যু অবধারিত– চাই তোমরা কোনো সুরক্ষিত দুর্গেই অবস্থান করো না কেন।"

আল্লাহর শপথ! পৃথিবীতে এমনি ধরনের জোরালো বক্তব্য ও ফরমান তোমরা আর কার থেকে আশা করতে পারো। একজন সেনাপতি ও তার নৌবাহিনীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য এর চেয়ে তেজোদ্দীপ্ত বাণী আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে? সেনাবাহিনীর জন্য সাধারণত দু'টি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ,– এর একটি হচ্ছে শৃংখলা ও অপরটি হচ্ছে আনুগত্য। আর আল্লহপাক এই বাণীতে এ দু'টি পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেনঃ

"আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসবেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। মনে হয় যেন সীসা ঢালা প্রাচীর।"

আজ আমাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার যে, আল্লাহপাক সমর প্রস্তুতি, সামরিক শিক্ষা শাহাদাতের গৌরব, আল্লাহর পথে জীবন দানের পূণ্য এবং মুজাহিদের পরিণাম ফল প্রভৃতি, সম্বন্ধে কতটা আশ্বস্ত করেছেন আমাদেরকে। এ ব্যাপারে তেমাদের সঠিক ধারণা না হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নিকট এর মূল্য ও কল্যাণ কোনটাই অবিদিত নেই। আর এ জন্যই আল্লাহ এগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কোরআনের আয়াত সমূহ রাসূলের হাদীস ও তাঁর জীবন চরিত এবং ফেকাহ শাস্ত্রের বিধানগুলোর সঠিক মূল্যায়নই আজ আমাদেরকে এ সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা দিতে পারে।

আধুনিক বিশ্বের জাতিগুলোও এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তারা এই বিষয়টিকে তাদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু মনে করে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ, হিটলারের নাৎসীবাদ এবং স্টালিনের কম্যুনিজমের ভিত্তিও এই সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। তবে এর মধ্যে এবং ইসলামী সমর ও সৈন্য পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ–পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলাম যুদ্ধ–বিগ্রহকে অনুমোদন করলেও সন্ধিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

"হ্যাঁ, তারা যদি সন্ধির দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তোমরা সে দিকে অগ্রসর হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখো।"

"যে আল্লাহর সাহায্যে এগিয়ে আসবে আল্লাহ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অসীম শক্তির অধিকারী। তারা এমনি চরিত্রের লোক যে, তাদেরকে যদি এই পৃথিবীর বুকে বিজয়ী করা হয়; তাহলে তারা

www.pathagar.com

নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। আর পরিণাম ফলতো আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ।"

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় তাও বলা হয়েছেঃ

"কোনো জাতির পক্ষ থেকে যদি চুক্তি ভঙ্গ ও শঠতার আশংকা থাকে তাহলে তাদের চুক্তিকে তাদের দিকে ছুড়ে ফেলো, কারণ যারা খোয়ানতকারী আল্লাহ তাদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।"

এরপর মহানবী (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন মুসলিম সেনাবাহিনীর কমান্ডারদেরকে যে সব নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এ ক্ষেত্রে সেগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"ধোকা দেয়া চলবে না, আমানতের খেয়ানত করা যাবে না, কারো হাত, কান, নাক, কেটে পঙ্গু করা যাবে না। নারী, শিশু এবং বৃদ্ধকে হত্যা করা যাবে না। কোন ফলবান বৃক্ষকে কাটা যাবে না। কোন আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। আর তোমরা এমন সব লোকদেরও সম্মুখীন হয়তো হবে যারা পুরোহিত হিসেবে গীর্জায়ই অবস্থান করছে, তোমরা তাদেরকে যে অসহায় আছে সে অবস্থায়ই ছেড়ে দেবে।"

ইসলামের সেনাবাহিনীর অবস্থা এটাই ছিল। তারা ইনসাফ ও ন্যায়ের খেলাফ এক কদমও অগ্রসর হতো না। এর মোকাবিলায় বর্তমান ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর অবস্থা সবারই জানা থাকার কথা। এখানে যুলুম নিষ্পেষণ ব্যতীত আর কিছুই নেই।

## স্বাস্থ্য বিষয়ে ইসলাম

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, উন্নয়নশীল অথবা উন্নত জাতিগুলোর জন্য সেনাবাহিনী অত্যাবশ্যক। আর অটুট স্বাস্থ্যের ও সবলতার উপরই সেনাবাহিনীর শক্তি নির্ভরশীল। এই জন্য কোরআন পাক এই বিষয়টিকে উপেক্ষা না করে এর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের জালুত বাদশার কথা স্মর্তব্য। তাকে জ্ঞান-বুদ্ধিতে সবলতা দান করার সাথে সাথে শারীরিক শক্তি সামর্থও দান করা হয়েছিল। বলা হয়েছেঃ

"আল্লাহ তোমাদের সর্দারী ও নেতৃত্বের জন্য যে লোকটিকে নির্বাচিত করেছেন। আর তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তিও দান করা হয়েছিল। মহানবীও (সঃ) এর প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি যেভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি জোর দিতেন, ঠিক তেমনিভাবেই শারীরিক শক্তি তথা স্বাস্থ্য

www.pathagar.com

রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি সাহাবা কেরামদেরকেও এই ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন।"

এই প্রসংগে একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

"একজন শক্তিশালী মু'মেন একজন দুর্বল মু'মেনের চেয়ে অনেক উত্তম।"

মহানবী আরো বলেছেনঃ–

"তোমার উপর তোমার শরীরেরও কিছু অধিকার রয়েছে।"

শুধু এখানেই শেষ নয়। মহানবী (সঃ) স্বাস্থ্য রক্ষার যাবতীয় রীতিনীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করে গিয়েছেন। সাবধানতা চিকিৎসার অর্ধেক। আর সে বিষয়েও তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

"যখন ক্ষুধা লাগে কেবল তখন আহার গ্রহণ করি। আর যখন আহার গ্রহণ করি তখন অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করি না।"

তিনি এইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি সব সময় সুমিষ্ট এবং স্বচ্ছ পানি পান করার পক্ষপাতী ছিলেন। এইভাবে বদ্ধ পানিতে পায়খানা প্রস্রাব করার ব্যাপারে মহানবী নিষেধ করেছেন। যেখানে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে সে এলাকা সম্বন্ধে মহানবীর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যারা সেখানে আছে, তারা অন্যত্র যেতে পারে না আর যারা দূরে আছে তারাও যেন সেখানে না আসে। দূরারোগ্য ব্যাধির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন, কুষ্ঠ রোগীর সাহচর্য থেকে দূরে অবস্থান– তীর ও বর্শা খেলা এবং অশ্বারোহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা সম্পর্কে তাকিদ করা হয়েছে। মহানবী বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করা শিক্ষা গ্রহণ করেছে অতঃপর তা ভুলে গিয়েছে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

এমনিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির নামে বাইরের সমাজ ত্যাগ করে অন্ধকার প্রকোষ্টে বসে থাকা, বৈরাগ্য গ্রহণ করা, নিজেকে বাঁচিয়ে চলা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী প্রতিটি কাজের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার তাকিদ করেছেন। উপরে আলোচিত এই সব কথাগুলো থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মুসলমানদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে কতটা সজাগ দৃষ্টি প্রদান করেছে কতটা তাকিদ করেছে।

### *চরিত্র বিষয়ে ইসলাম*

যেসব জাতি পৃথিবীতে উন্নতির শীর্ষে আরোহন করতে চায় তাদের জন্য নৈতিক চরিত্র অর্জন করা অত্যাবশ্যক। শুধু তাই নয়, উন্নত চরিত্রের সাথে

www.pathagar.com

সাথে দৃঢ় মনোবলও অত্যাবশ্যক। কারণ দৃঢ়তা, বলিষ্ঠ ঈমান এবং অবিচল নিষ্ঠা ও চরম আত্মত্যাগ ব্যতীত আধুনিক বিশ্বে কিছুই করা সম্ভব নয়। আর এসব গুণাবলী কেবল মাত্র ইসলামী চরিত্রের মাধ্যমে সম্ভব। কারণ ইসলাম যেভাবে আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান করেছে, তা অন্য কোন মতাদর্শ দিতে পারে নি। ইসলাম আত্মশুদ্ধির ও মানুষের চারিত্রিক সংশোধনকেই উন্নতির একমাত্র পথ বলে মনে করে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

" যে আত্মশুদ্ধি অবলম্বন করেছে সে সফল হয়েছে, আর যে নিজের আত্মাকে কলুষিত তরেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।"

এইভাবে যাবতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি নৈতিক চরিত্র ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর ওপর নির্ভর করে।

"যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতি তার নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না।"

উত্তম চরিত্র, উত্তম ব্যবহার প্রভৃতি গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে অনেক উত্তম বর্ণনা প্রদান করেছেন। মানুষের আত্ম-সংশোধন, আত্মশুদ্ধি নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং উত্তম ব্যবহার সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে যে সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পেশ করেছে তা অবিস্মরণীয়। যেমন ত্যাগ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"মুমেনদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলো তা সত্য রূপে পালন করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তো তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে তা প্রমাণ করেছে। আর কিছু সংখ্যক জীবন উৎসর্গ করার অপেক্ষায় রয়েছে। এই ব্যাপারে তারা বিন্দু মাত্র ব্যতিক্রম করেনি।"

এইভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় ও মহানুভবতা, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা এবং আত্ম ত্যাগ ও কোরবাণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

"এটা এই জন্য যে আল্লাহর পথে থাকার কারণে তাদের ওপর যা কিছু দুঃখ-কষ্ট আসবে-ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাফেরদের অত্যাচার প্রভৃতি সেগুলোর বিনিময়ে তাদের জন্য পুরস্কার বা বদলা রয়েছে। আর নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ সৎলোকদের পরিশ্রমকে নষ্ট করে দেন না। এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং দুর-দুরান্তের প্রান্তর ও উপত্যাকা অতিক্রম করে তার সব কিছুই আল্লাহ্

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ করেন। আর তাদের ভালো কাজ গুলোর পূণ্য অবশ্যই তাদেরকে প্রদান করবেন।"

মোটকথা বীরত্ব, আত্ম-চেতনা, সচেতনতা এবং আত্ম-সমালোচনার ব্যাপারে ইসলাম যে ভূমিকা পালন করেছে পৃথিবীর ধর্মমত তা দেখাতে পারেনি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের হৃদয়ে এইসব গুণাবলীর যথার্থ ছাপ না পড়বে ততদিন পর্যন্ত তা কখনও সমাজে প্রতিফলিত হতে পারবে না।

## *ইসলাম ও অর্থনীতি*

উন্নয়নশীল জাতিগুলোর জন্য আজ বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো আইন-কানুনগুলোর মূল্যায়ণ করা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহ সমাধান করার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করা। বর্তমান যুগে অর্থনীতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক আর কিছু নেই। ইসলাম এই দিক ও বিভাগটিকে কখনও উপেক্ষা করেনি। বরং অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইসলাম মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় হেদায়াত প্রদান করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোরআনে এই ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি- সম্পদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার প্রতি যত্ন প্রদানের মধ্য দিয়ে। কোরআনে বলা হয়েছেঃ

"তোমাদের জীবন ধারণ ও উপজীবিকার জন্য আল্লাহ যে সব ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা অবুঝ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না।"

এভাবে আরো ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা কল্পে কোরআনে বলা হয়েছেঃ

"তোমার হাতকে না ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখবে, আর না তা একদম ছেড়ে দেবে।"

অর্থাৎ একজন প্রকৃত মুমিন একদিকে যেমন কার্পণ্য করতে পারবে না, তেমনিভাবে পারবে না বেহিসাবী হতে বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই হচ্ছে উত্তম কাজ। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে সে রিক্ত হস্ত হবে না।"

এটা একটা অবিস্মরণীয় পথনির্দেশ। ব্যক্তি অথবা জাতিগত যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোকনা কেন এর মতো মূল্যবান পথনির্দেশ আর কি হতে পারে। এরপর আরও বলা হয়েছেঃ

"কোনো উত্তম ব্যক্তির জন্য উত্তম মালের মতো আর কি হতে পারে।"

www.pathagar.com

এতো গেলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় মূলনীতির কথা। এ ছাড়া যে কোন অর্থনৈতিক রীতিনীতি যা মানবের কল্যাণ সাধনে ব্রতী ও তৎপর ইসলাম সে সবকে উৎসাহই দিয়ে থাকে। আমাদের ফেকাহশাস্ত্র সমূহ তো অর্থনৈতিক আইন-কানুন ও বিধান দ্বারা পরিপূর্ণ। ইসলামী ফেকাহশাস্ত্রে আমাদের অর্থনীতি সম্বন্ধে এতোটা আলোকপাত করা হয়েছে- যা অনুসরণ ও অনুকরণ করলে আমাদেরকে আর অন্য কোন দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে না।

মোটকথা, আমাদের জাতি যেদিন উপরে বর্ণিত এসব অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, শক্তি-সাহস, আশা-আকাঙ্খা এবং বলবর্যের প্রতীক হিসেবে পৃথিবীর বুকে স্বীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে, সে দিনই আমাদের জাতি একটা সবল ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে এই পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। অহমিকা স্বার্থপরতা আগ্রাসন ও খোদাদ্রোহিতা থেকে যেদিন আমাদের জাতি পাক পবিত্র হয়ে উঠবে সে দিন আল্লাহই এ জাতির রক্ষণা-বেক্ষণকারী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। সূতরাং যে জাতি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে চায় তার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কোন অবকাশ নেই।

## ইসলামের সাধারণ পদ্ধতি

ইসলামের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম, রীতি ও আইন-কানুন রয়েছে। যে গুলোর বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর এই রীতিনীতি ও আইন-কানুনগুলোর অর্থ আমরা তাই বুঝে থাকি যা জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। আজ আমাদেরকে সেগুলো খুঁটে খুঁটে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইসলামের সেসব সাধারণ রীতি-নীতিগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলবো যে, ইসলামী আইন-কানুন চাই তা ব্যক্তি, জাতি, রাষ্ট্র ও সরকার এবং আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তার মধ্যে একটা সামগ্রিক চেতনাবোধ রয়েছে- আর রয়েছে সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী। এগুলো বাস্তবায়নের মধ্যেই রাষ্ট্রের মঙ্গল নিহিত।-সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব গোষ্ঠী যত প্রকার আইন-কানুনের সাথে পরিচিত হতে পেরেছে এগুলো নিঃসন্দেহে তার চেয়ে উত্তম ও মানবতার কল্যাণবহ। এগুলোর কল্যাণকামিতা পরীক্ষিত।

www.pathagar.com

ইসলামের এই সর্বজনীন ও সাধারণ আইন-কানুন ও রীতিনীতিগুলোর কথা বিশেষ এক শ্রেণীর লোক ব্যক্ত করে থাকেন এবং বিশেষ বিশেষ ভাষাতেই তা প্রকাশ পেতো। কিন্তু এখন ন্যায়নীতির সমর্থক যে কোনো লোকই এর বাস্তবতার সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন এবং যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে এমন কিছু উদ্‌ঘাটিত হবে যা আমাদের পূর্বসূরীরা হয়তো কল্পনাও করেন নাই। আল্লাহ বলেনঃ

"শীঘ্রই আমি বিশ্বালোক এবং তার মধ্যে আমার নির্দেশনাবলীকে দেখিয়ে থাকবো। আর এই ভাবেই তাদের নিকট সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে। জেনে রাখো, তোমাদের প্রভু সব বিষয়েই জ্ঞাত রয়েছেন।"

## *সংখ্যালঘুর অধিকার ও সহযোগিতা প্রদান*

কেউ কেউ মনে করে থাকেন, আমরা যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করি তাহলে আমাদের সমাজভুক্ত অমুসলিম সংখ্যালঘুদের কি অবস্থা দাঁড়াবে এবং তারা কিভাবে আমাদের সমাজে অবস্থান করবে এবং জাতির বিভিন্ন স্তরে ও বিভাগে ঐক্য ও সংহতি কিভাবে রক্ষা পাবে।

আমাদের মতে এই ব্যাপারে কারো কোনো প্রকার দুর্বলতা ও সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। কারণ, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের মনগড়া কোনো ব্যবস্থা নয়- এ আল্লাহ প্রদত্ত নিখুঁত জীবন ব্যবস্থা। আর আল্লাহ অতীত, বর্তমান, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, এই পৃথিবীর মানুষের অবস্থান এসব কিছুর যেমন স্রষ্টা তেমনি এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। তিনি সমগ্র মানব জাতির সঠিক কল্যাণের নিমিত্ত বিধান অবতীর্ণ করেছেন, ইহা এমন সুন্দর ব্যবস্থা যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেনঃ

"যারা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর বাড়ী থেকে বহিষ্কার করে না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না, তাদের অধিকার আদায় করো।"

আল্লাহ অধিকার বা হক আদায়কারীদেরকেই বেশী পছন্দ করেন। বরং এখানে শুধু তাদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়নি। বরং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

কুরআনে বলা হয়েছেঃ

www.pathagar.com

"হে পৃথিবীর মানুষ! আমি তোমাদেরকে একই পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা পরস্পরকে জানতে পারবে।"

এরপর আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ সকল প্রকার বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্বকে নির্মূল করে দিয়েছেন এবং প্রতিটি ঐশী ধর্ম ও ধর্ম গ্রন্থের ওপর ঈমান আনয়নকে আবশ্যকীয় করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"বলো আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এছাড়া হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও আমরা ঈমান এনেছি। তাছাড়া হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর এবং অপরাপর নবীদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও আমরা ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোনো প্রকার ভেদাভেদ করি না। আমরা শুধু তাঁরই (আল্লাহর) আনুগত্য স্বীকার করি। তোমরা যে ভাবে ঈমান এনেছো তারা যদি ঠিক সেভাবে ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে। আর যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সেটা হবে প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। আর এমনি অবস্থায় তাদের মোকাবিলায় আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সব কিছু শোনেন। তোমরা আল্লাহর রঙে রঙিন হও। আল্লাহর রঙে রঙিন হবার মত উত্তম কাজ আর কি হতে পারে।"

অপঃপর বলা হয়েছেঃ

"মুমিনরা পরস্পরে ভাই ভাই। তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক রেখে চলো। আর আল্লাহকে ভয় করো। তাহলে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হবে।"

এই ভাবে সাম্য, সম্প্রীতি ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত যে জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে তাকে কিভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে? ইসলাম এ দিকে যেমন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দাওয়াত দেয়, তেমনি ভাবে কার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং কার থেকে দূরে থাকতে হবে সে সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছে। সূতরাং পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"যারা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তোমাদের ঘর বাড়ী থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, এবং তোমাদের বহিষ্কারের ব্যাপারে অন্যান্যদের সাহায্য করেছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির

www.pathagar.com

ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেছেন। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা প্রকৃত প্রস্তাবে যালেম বৈ আর কিছুই নয়।"

সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ব্যাপারে এই হচ্ছে ইসলামের ভূমিকা। এখানে অস্পষ্টতার কোনো নাম গন্ধ নেই, আর না আছে কোন বাড়াবাড়ি। আর অমুসলিমদের ব্যাপারে এই নির্দেশ রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আন্তরিকতা ও ভব্যতার পরিচয় দেবে ততক্ষণ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও বন্ধুত্ব পূর্ণ আচরণ করতে হবে। আর যদি তাদের ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত, তাহলে তাদের ব্যাপারে এই নির্দেশ রয়েছেঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা! যারা তোমাদের জামায়াতভূক্ত নয় তাদেরকে বিশ্বাস করো না। কারণ, তারা তোমাদের ক্ষতি করার ব্যাপারে মোটেই দ্বিধাবোধ করবে না। তারা তোমাদের অমঙ্গলই কামনা করছে। তাদের শত্রুতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে গেছে। তাদের প্রকাশ্য শত্রুতা থেকে তাদের অন্তরে লুক্কায়িত শত্রুতা আরো তীব্র ও জঘণ্য। আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাকো। জেনে রাখো, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করলেও তারা তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে না।"

এইভাবে ইসলাম আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিয়েছে। আর এর চেয়ে সুষ্ঠু পথ নির্দেশ আমরা আর কোথায়ও আশা করতে পারি না।

## *ইসলাম সম্পর্কের অবনতি চায় না*

অনেকে ভেবে থাকেন যে,ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হবে! পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। কিন্তু এটা নিছক কল্পনা বৈ আর কিছুই নয়। আর এটা সত্য কথা যে, আমাদের ব্যাপারে তারা যদি একটা খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে, তাহলে তারা কখনো আমাদেরকে সহজভাবে গ্রহণ করবে না, চাই আমরা ইসলাম গ্রহণ করি বা না করি হ্যাঁ, তারা যদি আমাদের সাহায্য, সহানুভূতি এবং হৃদ্যতার হস্ত সম্প্রসারিত করে তাহলে সেটা হবে স্বতন্ত্র কথা। তবে প্রতিটি দেশই তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আযাদ ও স্বাধীন। তবে তার আভ্যন্তরীণ স্বার্থের নামে সে অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারবে না! আমাদের ব্যবহার ও কার্যকলাপের মাধ্যমে এ কথা বহির্বিশ্বকে জানাতে ও বুঝাতে হবে যে, ইসলামের যাবতীয় লেনদেন এবং ব্যবহার একান্তই সৌভাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলাম অনাবিল ও অকপট সম্পর্কের পক্ষপাতি। পৃথিবীর ইতিহাস এই ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছে। ইসলাম চুক্তি ও

www.pathagar.com

অঙ্গীকার রক্ষার ব্যাপারে যতটা তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করেছে পৃথিবীর কোনো ধর্মমতে তা পরিলক্ষিত হয় না। কোরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

"তোমরা চুক্তি ও অঙ্গীকারকে পুরা করো। কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।"

পবিত্র কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছেঃ–

"তোমরা যেসব মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছো অতঃপর তারা চুক্তির ব্যাপারে যদি কোনো প্রকার বিরোধিতা না করে থাকে এমন কি তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাহলে যে সময় সীমার জন্য তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো সেটা পূর্ণ করো। আর আল্লাহ মুত্তাকিদেরকেই পছন্দ করে থাকেন।"

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

"তারা যতদিন পর্যন্ত তাদের অঙ্গীকারে অটল থাকে তোমরাও ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে কথা ঠিক রাখো"

"মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ তোমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করবে যাতে সে আল্লাহর কালাম শোনার সুযোগ লাভ করে। অতপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।"

আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, মুশরিকদের সাথে যখন অনুরূপ আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন তাহলে কেতাবিদের সাথে কি ধরণের ব্যবহার করতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। ইসলামের নীতি যখন এইরূপ এবং তার অনুসারীদেরকে যখন ইসলাম এমনি নির্দেশ করে থাকে তাহলে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কি করা উচিৎ? আজ ইসলামই তাদেরকে এবং পৃথবীর অসংখ্য মানুষকে শান্তি ও কল্যাণের দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে পারে।

## *প্রগতির ধারণাঃ প্রাচ্যে প্রাশ্চাত্যে*

প্রাচ্য দেশগুলোর ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ এবং পাশ্চাত্যের প্রতি অস্বাভাবিক ঝুঁকে যাওয়ার একটা কারণ এই যে, তাদের নেতৃবৃন্দ যখন পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন তখন দেখতে পেয়েছেন পাশ্চাত্যের উন্নতি ঠিক তখনই হয়েছে যখন তারা ধর্মকে জীবনের সর্বস্তর থেকে বিতাড়িত করেছে, তাদের পুরানো গির্জাগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে, পোপের প্রভাব ও খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়েছে, পুঁজারী ও পূজদের নিরস্ত করতে পেরেছে, জাতির মধ্যে যত প্রকার ধর্মীয় ও চারিত্রিক অনুভূতি আছে তা

www.pathagar.com

বিলীন করে দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের চৌহদ্দি থেকে ধর্মকে নির্বাসন দিয়েছে। একথা পশ্চিমা জাতিগুলির তথা খৃষ্টজগত সম্পর্কে ঠিক হতে পারে। কিন্তু মুসলমানের ব্যাপারে আদৌ ঠিক নয়। কারণ, ইসলামী শিক্ষা ও চরিত্রের মেজাজ অন্যান্য ধর্মের স্বভাব-প্রকৃতি থেকে একান্তই স্বতন্ত্র। মুসলিম মনীষী ও নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তারা ইসলামের কোন মৌলিক অবয়বকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারে না। আর পারে না ইসলামের কোন মৌলিক নীতি পরিবর্তন করতে। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বলতে পারি যে, শত শতাব্দী কাল এমনিতেই অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ইসলাম তার মৌলিক অস্তিত্ব নিয়ে এখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই পাশ্চাত্যে যা ঘটেছে এবং পাশ্চাত্যের জীবন দর্শনে যা প্রত্যক্ষ করা গেছে তা এখানে সম্ভব নয়। এটা একটা দীর্ঘ কাহিনী। তা লিপিবদ্ধ করতে হলে অনেক সময় ও গ্রন্থের প্রয়োজন। আমি এখানে শুধু কিঞ্চিত আভাস দিলাম এবং মানুষের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত সন্দেহের আপনোদন কল্পে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করার চেষ্টা করলাম মাত্র। আমাদের বিশ্বাস সত্য ন্যায়ের অনুসারী প্রতিটি মানুষই আমাদের এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন-যদি তারা গভীর ভাবে বিষয়টিকে তলিয়ে দেখেন।

## *দ্বীন ব্যক্তির নাম নয়*

যারা পাশ্চাত্যের পথ অবলম্বন করেছেন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমন রয়েছে যারা অনেক সময় দ্বীনদার মুসলমানদের দুর্নাম রটিয়ে থাকেন। এই জন্য তারা এ নিন্দাবাদ ও সমালোচনার মাধ্যমে তাদের অবলম্বিত পন্থাটিকে আকর্ষণীয় ও সঠিক মনে করার সুযোগ পান। তারা বলে থাকেন যে, আলেমগণ ইসলামের কথা বলে বলে দেশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা দেশবাসীর অমঙ্গল করে আসছেন, তাঁরা শোষক ও লুটেরাদের সহযোগী। তাঁরা দুনিয়ার পূজারী এবং স্বার্থপর। দেশের কল্যাণ ও অগ্রগতির পথে তাঁরা হচ্ছেন অন্তরায় ইত্যাদি। আমরা বলবো, যদি একথা সত্যও হয়-তাহলে সেটা তাদেরই দুর্বলতা- দ্বীনের কোন দুর্বলতা নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা, মুসলিম জাতির এইসব সম্মানিত আলেমদের জিন্দেগী থেকে কি আমরা এটাই পেয়ে থাকি, না আরো কিছু আছে? ইতিহাস সাক্ষী, তাঁরা যখনই কোনো সুলতান ও বাদশার দরবারে যেতেন তখন তাদেরকে অনেক ভৎর্সনা করতেন, তাদেরকে সৎ কাজের তাকিদ দিতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁরা অনেক মূল্যবান পরিতোষক পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করতেন, তাদের সামানা সামনি সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করতেন।

www.pathagar.com

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত যে, প্রাচ্যের মুসলিম জাহানের ফেকাহবিদগণ ইবনে আশয়াস-এর প্রেরণায় সত্যের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়া পাশ্চাত্যের কাজী ইবনে ইয়াহহিয়া লাইসি মালেকী যে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাও ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি। এটাই দ্বীন আর এটাই হচ্ছে মুসলিম জাহানের ফেকাহর ইতিহাস। এর মধ্যে এমন কোন দিক আছে কি যাকে তারা নিন্দা করতে পারেন? যে সব লোক দ্বীনের ব্যাপারে নির্লিপ্ত অথবা দ্বীন থেকে বিচ্যুত তাদের কার্যকলাপের দরুণ দ্বীনকে দোষারোপ করা আদৌ ঠিক হবে কি। দ্বিতীয়ঃ এই ব্যাপারটি যদিও বা কিছু সংখ্যক লোকের ব্যাপারে সত্য হয় তবে সকলের ব্যাপারে তো আর সত্য নয়। তা ছাড়া কোনো বিশেষ অবস্থার পরিপেক্ষিতে কারো ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য হলেও এটা চিরদিনের জন্য হতে পারে না। মোট কথা প্রাচ্যের পুনঃ জাগরণের ইতিহাস মূলতঃ 'ওলামায়ে হক' ও ইসলামী চিন্তাবিদদের জীবনের ইতিহাসের সাথে ওৎপ্রাত ভাবে জড়িত। তাদের স্বর্ণোজ্জ্বল কর্ম-তৎপরতাই প্রাচ্যে ব্যপাক জাগরণের সূচনা করেছে।

মিসরে আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ম-তৎপরতার কথা, ফিলিস্তিন ও লেবাননে মজলিসে আম্মার কর্ম তৎপরতার কথা, ভারতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের কর্ম-তৎপরতার কথা এবং ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী চিন্তাবিদদের কথা ইতিহাস আজও ভুলে যায়নি।

সূতরাং জাতীয়তার শ্লোগান উত্থাপন করা ঠিক হবে না। মুসলিম জাতিকে তাদের দ্বীন ধর্ম থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধরনের শ্লোগান ও উপায়-উপকরণ যে কতখানি ক্ষতিকারক তা বলাই বাহুল্য। আজ মুসলিম জাতির জন্য এটাই মঙ্গলকর যে, মুসলিম জাতির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংশোধনের প্রেরণা সৃষ্টি করা এবং তাদের সাথে সমন্বয় ও পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করা।

আজ আমাদের এমন কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করা উচিত হবে না, যার ধ্বংসাত্মক পরিণাম থেকে আমরা হয়তো আদৌ মুক্তি পাব না। বর্তমানে 'দ্বীনের খায়ের খা' 'দ্বীনের নিশানবাহী' এবং এই ধরনের আরো অসংখ্য নাম যা অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ প্রিয়তার কারণে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তা মূলতঃ আমাদের চিন্তাধারা ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যহীন। এ ধরনের ধর্মীয় কতৃত্ব এবং ঠিকাদারী খৃষ্ট ধর্মের লোকদের জন্য হলে হতে পারে। কিন্তু মুসলিম মিল্লাতে এর কোন অবকাশ নেই। সকলেই এই ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এটা মুসলমান মাত্রেরই অধিকার ও কর্তব্য।

## দৃঢ়পদক্ষেপ

অতঃপর আমাদের আর কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। আমরা যদি ইউরোপের অনুকরণে বাহ্যিক চাকচিক্যময় ও রং-তামাশার জীবন ধারণ করে ইসলামের সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যেতে চাই, তবে যেতে পারি। হ্যাঁ, এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ইউরোপীয় জীবনে আরাম-আয়েশ, রঙ-চঙ, সুখ-শান্তি আযাদী ও অবাধ স্বাধীনতা- মোটকথা আমাদের প্রবৃত্তিকে মোহগ্রস্ত করার মত সব কিছুই রয়েছে। যেমন আল্লাহর কথাঃ

"মানুষের দৃষ্টিতে দুনিয়ার ভোগ ব্যবহার বা আকর্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে স্ত্রী, ছেলে, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু এবং শস্যক্ষেত। আর এগুলি হচ্ছে এ জীবনের সম্ভার সামগ্রী।"

আর সত্যিকার অর্থে ইসলামের পথ হচ্ছে মান-সম্মান, শক্তি, সাহস, সত্য ও ন্যায়, আনুগত্য ও দৃঢ়তা এবং পূণ্যের পথ। সূতরাং আজ পৃথিবীর মানুষকে সে পথেই পরিচালিত করতে হবে আপনাদেরকে তা হলেই আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করবেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"তাদের বলে দিন। আমি কি তোমাদেরকে সেসব জিনিসের চেয়ে আরো উত্তম ও উন্নতমানের জিনিসের সংবাদ দেবো? হ্যাঁ জেনে রাখো। যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট সুন্দর নয়নাভিরাম বাগান রয়েছে- যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ ছাড়া তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পবিত্রা স্ত্রীগণ। সর্বোপরি রয়েছে আল্লাহর সন্তোষ। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন।"

পৃথিবীর জাতিগুলোকে প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্যই ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ ইউরোপের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। আজ ঐশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসিতার প্রাচুর্য্যে তাদের জীবন ধ্বংস ও বিপর্যয়ের পথে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ বলেনঃ

"আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করে দিতে চাই তখন সেখানকার ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিই যে, তারা নাফরমানী করতে শুরু করে। আর এ ভাবেই তাদের উপর আল্লাহর আযাব নির্ধারিত হয়ে পড়ে। অতঃপর সে জনপদকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দিই।"

www.pathagar.com

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে গোটা পৃথিবীর জন্য শান্তি স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আর তার উপর অবতীর্ণ করেছেন একটি পবিত্র গ্রন্থ যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য হেদায়েতের উৎস। মহানবীর সুন্নাত পৃথিবীর মধ্য হতে বিলীন হয়ে যাবার নয়- আর না বিলীন হয়ে যাবে তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। কুরআনও চিরন্তন হেদায়েতের উৎস হিসাবেই পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে বৈকি। আর মুসলমানদেরকে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের সুন্নাত ও কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হয় তারা আত্মগৌরব ও আত্মসম্মানের সাথে সে পথে আসবে; নতুবা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও অবমাননার চরম পরাকাষ্ঠা ভোগ করে সেদিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর এভাবেই আল্লাহতায়ালার আকাঙ্খা তথা পৃথিবীর বুকে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার অভিপ্রায় পূর্ণ হবে। অতএব আপনারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নাম স্মরণ করে সামনে অগ্রসর হোন এবং কোরআনের বাণীকে নিজেদের জীবনের মূলমন্ত্র মনে করে দুনিয়ার মযলুম মানুষের মুক্তির জন্য এগিয়ে আসুন। সত্যের সংগ্রামে তথা মযলুমের মুক্তির উদ্দেশ্যে আপনাদের এই অভিযান হবে নিঃসন্দেহে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতি আপনাদের সংগেই থাকবে। আল্লাহ তাঁর ফয়সালা পুরণ করবেন। আর সে দিনই হবে মুমিনদের জন্য অফুরন্ত খুশী ও সন্তোষের দিন। আল্লাহর সাহায্যে তারা সন্তোষ প্রকাশ না করে পারবে না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও দয়ালু।

## *সংশোধনের কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ*

জনাব... ...

প্রগতি ও সমৃদ্ধির এই যুগে আমাদের জাতির মন-মগজে কি ধরনের জাতীয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকা দরকার তা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। এখানে আমি যে স্পর্কে কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই। অবশ্য বিস্তারিত বর্ণনা করার অবকাশ এখানে নেই। তবে বিশেষ বিশেষ দিকগুলো সম্পর্কে আমি এখানে আলোকপাত করবো। যদিও বিষয়টির ব্যাপকতা এটাই দাবী করছে যে, তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা এখানে পেশ করি। অনেক সুধী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের যোগ্যতা ও জীবন এই পথে ব্যয় করেছেন। সাথে সাথে আমাদের এই ব্যাপারেও একটি উপলব্ধি রয়েছে যে, জাতির সামগ্রিক প্রয়োজন ও চাহিদা এবং উন্নতির সমস্ত উপকরণ আজ আমাদের হাতে নেই। এমনি অবস্থায় আমাদের কোনো কার্যসূচীকে বাস্তবায়িত করা কোনো খেল-

www.pathagar.com

তামাশার বিষয় নয়। এটা এমন কোনো ব্যাপারে নয় যে, তাকে তড়ি-ঘড়ি করে শেষ করে দেয়া যায়। বরং তা কোন সহজসাধ্য ব্যাপারও নয়। আর এ পথে বিজয় লাভ করতে হলে অসীম ধৈর্য্য, তীক্ষ্ম মেধা এবং দুরদর্শিতা প্রয়োজন।

এই উপলব্ধি আমাদের অবশ্যই রয়েছে। তবে যদি আমাদের আশা-আকাঙ্খা সত্য হয় তাহলে আমাদের পথ অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে দেখা দেবে। কারণ, যখন কোন চেতনাসম্পন্ন এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী জাতি কল্যাণের পথে পা রাখে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তা পূরণ হয়ে থাকে। কাজেই আপনিও সে পথে চলুন। তাহলে আল্লাহর রহমত আপনার ওপর অবশ্যই অবতীর্ণ হবে। যে সব গুনুত্বপূর্ণ বিভাগে ও স্তরে সংশোধন প্রয়োজন এবং প্রয়োজন ইসলামী চরিত্র বিকাশের সেগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো। সর্ব প্রথম আমাদের রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য ব্যববস্থাপনা বিভাগে নিম্নলিখিত সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছেঃ

* আমাদেরকে গ্রুপিং প্রথা এবং দলীয় রাজনীতির অবসান ঘটাতে হবে। জাতির গোটা রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্যকে এক দিকে এবং একই পাল্টফরমে নিয়ে আসতে হবে।

* আমাদের প্রচলিত আইন-কানুনগুলোর সংশোধন প্রয়োজন যাতে করে সমস্ত ছোট খাট ব্যাপারেও আমরা ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন কামনা করতে পারি।

* আমাদের সামরিক শক্তি জোরদার করতে হবে। দেশের যুবশক্তিকে বিভিন্ন দলে প্রশিক্ষণ দান করে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। তাদেরকে ইসলামী জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

* পৃথিবীর ইসলামী রাষ্ট্র সমূহ তথা বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। আর এই সম্পর্কের মাধ্যমেই আমাদের হৃত খেলাফত পুনরুদ্ধার করার জন্য আমরা কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবো।

* সরকারের সকল বিভাগ ও দফতরে ইসলামী চেতনাবোধ ও ইসলামী স্পিরিটকে উদ্দীপ্ত করতে হবে। প্রতিটি বিভাগে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদেরকে ইসলামের সত্যিকার মডেল হিসেবে নিজেদের পেশ করতে হবে।

www.pathagar.com

* সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কাজ-কারবারকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও দায়-দায়িত্ব সরকারী দায়-দায়িত্বের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য স্বীকার করা হবে না।

* শীতকাল হোক অথবা গ্রীষ্মকাল সরকারী অফিস সমূহ আরো সকালে চালু করার ব্যবস্থা করলে- তবেই অফিসিয়াল কাজ সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া সহজতর হবে এবং অধিক রাত্রি জাগরণেরও প্রয়োজন হবে না।

* ঘুষ, স্বজন-প্রীতি প্রভৃতির অবসান ঘটাতে হবে। চাকুরীতে নিয়োগ ও অন্যবিধ নির্বাচনের জন্য যোগ্যতাই হবে একমাত্র মানদন্ড, সকল সরকারী কাজ ও তৎপরতাকে ইসলামী আহকাম ও দ্বীনি হেদায়েতের মানদন্ডে পরিচালিত করতে হবে। সরকারী সমাবেশ, অধিবেশন এবং জেলখানা ও চিকিৎসালয়গুলোর ব্যববস্থাপনা ইসলামী শিক্ষার অনুকূলে পরিচালিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কর্তব্য পালন ও নামাযের সময়ের মধ্যে যাতে কোনো প্রকার সংঘর্স তথা অসামঞ্জস্য না হয় কর্তৃপক্ষকে সে দিকে নজর দিতে হবে। নামায ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের সময় নির্ধারণ পূর্বাহ্নেই করে দিতে হবে।

* আল আজহারের পন্ডিত ও শিক্ষাপ্রাপ্তদেরকে সামরিক ও বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে বহাল করতে হবে। তাদেরকে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রশিক্ষণ দান করতে হবে।

(২) শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংশোধনের নিমিত্ত আমাদেরকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবেঃ

* দেশের নাগরিকদেরকে সুসভ্য ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে এমনি করে হেদায়েত ও শিক্ষাদান করতে হবে যাতে দেশের আইন-শৃংখলার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। নৈতিক চরিত্র বিরোধী কাজের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

* দেশের নারী সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকলে চলবে না। তাদের সমস্যাগুলোকে এমনিভাবে সমাধান করতে হবে যাতে তারাও দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতে পারে। নারী সমাজের সম্মানে যাতে কোন প্রকার কলঙ্ক আরোপিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হলেই রাজনীতিবাজ লেখক এবং আমাদের যারা সামাজিক শত্রু আছে তারা এটাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।

* সকল প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রাকাশ্য চরিত্র বিধ্বংশী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে। এসব অন্যায়ের সকল দরওয়াজা রুদ্ধ করে

www.pathagar.com

দিতে হবে। ব্যাভিচারকে চরম দন্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে এবং এজন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে দোর্‌রা মেরে শাস্তি প্রদান করতে হবে।

* সকল প্রকার জুয়া বন্ধ করে দিতে হবে। জুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* শরাব ও সকল মাদক-দ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে। জাতিকে এসব অপবিত্র কার্যকলাপ থেকে আশু মুক্তি প্রদান করতে হবে।

* সৌন্দর্যের প্রদর্শনী এবং নির্লজ্জ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশের ভদ্র মহিলাদিগকে এই সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করে দিতে হবে। তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রী সমাজ শিক্ষয়িত্রী এবং মহিলা ডাক্তারদের ব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতা দেখানো চলবে না। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

* কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে মনোযোগী হতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিশোরীদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদা করে প্রণয়ন করতে হবে।

* সহশিক্ষার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। কোনো পুরুষ যদি গায়ের মহাররাম কোনো মহিলার সাথে একত্রে চলাফেরা করে তাহলে সেটাকে কঠিন অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে উভয়কেই শাস্তি প্রদান করা হবে।

* বিয়ে-শাদী এবং বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এই ক্ষেত্রে সহায়ক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সহায়ক আইন-কানুন প্রণয়ন করতে হবে। বিয়ে-শাদীর সহজ পন্থা অবলম্বন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* গান-বাজনার আসর এবং উলঙ্গপনার যাবতীয় আড্ডাগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। বিশেষতঃ নাচ-গানের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।

* চলচিত্র সিনেমা গৃহগুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করতে হবে। চলচিত্র এবং নাটক যাতে সরকারী নির্বাচন ও অনুমতি ব্যতীত বের হতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* প্রচলিত গীত ও গান সমূহকে সংশোধন করে তা জাতীয় ও আদর্শিক ভাবধারা অনুযায়ী তৈরী করতে হবে। গান ও গীত সমূহের সঠিক নির্বাচনের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন করা চলবে না।

* যে সব বক্তৃতা, কথিকা এবং গান প্রচার করা হবে সে গুলোকে প্রথমেই যাচাই করে নিতে হবে এবং তারপর প্রচার করতে হবে। রেডিও স্টেশনকে একটি নৈতিক শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করতে হবে।

* যেসব উপন্যাস, নাটক এবং পুস্তুক-পুস্তিকা মানুষের মনে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে মন-মগজকে খারাপ করে, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার বিস্তার ঘটায় সেগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে এবং এগুলোর প্রকাশক ও লেখকদের ওপর জরিমানা ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* গ্রীষ্মকালীন অবস্থান কেন্দ্রগুলোকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। যথেচ্ছা চলাচল, বেপর্দা ও বেপরোয়া চলাচল ও উলঙ্গপনার সকল দ্বার বন্ধ করে দিতে হবে।

* সাধারণ কফি-খানাগুলোর সময় নির্দ্ধারণ করে দিতে হবে। সেখানে যাতে করে কোনো প্রকার বাহুল্য ও বাড়াবাড়ি না হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে। কফি খানায় আগত লোকদেরকে ভালো কাজের হেদায়েত দিতে হবে।

* কফি খানাগুলোকে আড্ডা-খানার পরিবের্ত একটি শিক্ষনীয় স্থান হিসেবে নির্বাচন করতে হবে এবং অজ্ঞ লোকদেরকে শিক্ষাদান করতে হবে।

* মানুষের বদ-অভ্যাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যেতে হবে-চাই তা অর্থনৈতিক, নৈতিক বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন। মোট কথা, কুসংস্কার ও বদ-অভ্যাসগুলোর অবলম্বন থেকে মানুষকে ভালো অভ্যাস ও ভালো কাজের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে, মানুষের মধ্যে এমনি ধরনের একটি মানসিক পরিববর্তন সৃষ্টি করতে হবে। যাতে তারা নিজেরাই ভালো ও কল্যাণকর অভ্যাসের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মন্দ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করে। আনন্দ-উৎসব, দুঃখ-মুসীবত, ঈদ-পার্বণ জন্মোৎসব এবং ভূত-প্রেত প্রভৃতির প্রতি আকিদা সংক্রান্ত যতো প্রকার কুসংস্কার আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এগুলো সংস্কার ও উৎখাতের ব্যাপারে আমাদেরকে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রকে একটি উজ্জ্বল আদর্শ হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

* একটি পর্যালোচনা দফতর খুলতে হবে। এই দফতরের কাজ হবে মানুষের কার্যকলাপের তদারক করা। যদি কারো বিরুদ্ধে শরীয়ত বিরুদ্ধ কার্যকলাপ অথবা সে ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার প্রমাণ মেলে তবে তাকে সে ব্যাপারে পাকড়াও করতে হবে। যেমন কেউ যদি রমযান মাসে রোযা না রাখে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয় অথবা আল্লাহর দ্বীনের অসম্মান করে তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

* স্কুলগুলোকে মসজিদের সাথে বাধ্যতামূলক সংযুক্ত করে দিতে হবে। এমনি স্কুলগৃহ ও মসজিদ সমূহের জন্য সুন্দর ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কায়েম করতে হবে।

* এই মসজিদ ও বিদ্যালয় সমূহের ব্যবস্থাপনার জন্যে দক্ষ লোকদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। এগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মোটকথা, এই সব প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বধান ও দেখাশোনার জন্য পুরোপুরি মনোনিবেশ নিতে হবে আর এর মাধ্যমেই ছোটদের নামায ও বড়দের শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ লাভ সম্ভব হবে।

* প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই তা যে পদ্ধতিতেই পরিচালিত ও যে প্রকারেরই হোক না কেন দ্বীনি শিক্ষাকে মৌলভিত্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং বিদ্যালয় সমূহেও সে ব্যবস্থা বহাল রাখতে হবে।

* সাধারণ মক্তবগুলোতে কোরআনে করীম হেফ্জের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরিভাষা, ব্যাকরণ ও দ্বীনি শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ডিগ্রী সমূহের ক্ষেত্রে হেফ্জ-কোরআনকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। এ ছাড়া সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কোরআন পাকের কিয়দাংশ মুখস্থ করাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

* শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে যা শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মানকে উন্নত করতে পারে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক করে দিতে সক্ষম হয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক করতে হবে। এই নব প্রণীত ও উদ্ভাবিত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে উত্তম চরিত্র এবং দেশাত্মবোধের উন্মেষ জন্মাতে হবে।

www.pathagar.com

* শিক্ষার সর্বস্তরে আরবী ভাষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ইসলামী বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরে কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেয়া যাবেনা।

* ইসলামের ইতিহাস ও দেশের ইতিহাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ইসলামী তাহযিব ও ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়কে শিক্ষার্থীর মনোজগতে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এবং দেশের প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর শিক্ষা ও চরিত্রগত মানবৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

* দেশের মধ্যে একই শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ধীরে ধীরে সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের পারিবারিক জীবনে পাশ্চাত্যের ভাবধারা, চাল-চলন, ভাষা-ব্যবহার প্রভৃতিকে পরিহার করে মিসরীয় চাল-চলন, আদব-কায়দা এবং ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে হবে। বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর বলে কথিত পরিবারগুলোর মধ্যেই সর্ব প্রথম এই ধরনের দেশীয় তথা ইসলামী আদব-কায়দাকে প্রচলন করতে হবে।

* দেশের সাংবাদিকতার ব্যাপারে আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে। সাংবাদিকতাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আমাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

* দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে প্রচুর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ভ্রাম্যমান ঔষধালয় এবং হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সহজতর করতে হবে- যাতে দেশের গোটা জনসাধারণ এই সুযোগ অনায়াসে লাভ করতে পারে।

* দেশের পল্লী এলাকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, গ্রামগুলোকে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও ব্যবস্থাপনার বিধান করতে হবে। গ্রামগুলোকে পরিষ্কার-পরিছন্ন বিশেষ করে খাবার পানির সুবন্দোবস্ত করতে হবে। গ্রামীণ পরিবেশে আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও পল্লীবাসীর আরাম-আয়েশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবেঃ

* ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আমাদেরকে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করতে হবে। ইয়াতিমখানা কায়েম করতে হবে। অচল অক্ষম এবং পঙ্গু লোকদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। দেশের সামরিক শক্তিকে বৃদ্ধি করতে হবে।

* সুদ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করতে হবে। ব্যাংকের লেন-দেন ব্যবস্থাকে সহজতর করতে হবে। সরকারকে দেশের বিশেষ বিশেষ কাজে মুনাফা লুটার প্রবণতাকে পরিহার করে, সূদবিহীন অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম নজীর স্থাপন করতে হবে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় সুদবিহীন ব্যাংক চালু করতে হবে। বিনা সূদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

* অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে জোরদার করতে হবে। দেশের বেকার লোকদের জন্য পর্যাপ্ত কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের যে সব স্কিম বিদেশী লোকদের তত্ত্বাবধানে ও কর্তৃত্বে রয়েছে সেগুলো থেকে তাদেরকে বেদখল করতে হবে।

* মজুদদার কোম্পানীগুলোর বাড়াবাড়ি থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে হবে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট আইন-কানুন তৈরী করতে হবে। জন-সাধারণের মঙ্গলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের বোনাসের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য দিকে বড় বড় পদের অধিকারী কর্মচারীদের বেতন অপেক্ষাকৃতভাবে কমাতে হবে।

* কর্মচারীদের চাহিদার তথা প্রয়োজনের পরিপেক্ষিতে মাহিনা ধার্য করতে হবে। কর্মচারী ও শ্রমিকদের ওপর ইনসাফ-ভিত্তিক শ্রম বন্টন করতে হবে।

* কৃষি-শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতির নিমিত্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কারিগর ও দেশের কৃষককুলের মঙ্গলের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

* শ্রমিকদের শিল্পগত ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করতে হবে। তাদের জীবন ধারনের মান উন্নত করতে হবে।

* প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। উর্বর ভূমি এবং খনিজ সম্পদ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবার জন্য যত্নবান হতে হবে।

* বিলাসিতার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের দিকেই অধিকতর দৃষ্টি দিতে হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন এবং সেগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এগুলোই

www.pathagar.com

হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের পয়গাম,–যেগুলোর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। আমরা আমাদের জানমাল এবং যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এমনি কোনো সংগঠন বা সরকারের উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, যে সংগঠন বা সরকার মুসলিম জাতির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট। আমরা তার ডাকে অকুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দিতে প্রস্তুত রয়েছি নিজেদের আত্মবিসর্জন দিতে।

আমাদের মনে হয় আমরা এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের ওপর নৈতিক ও সামাজিক যে জিম্মাদারী ছিল তা আদায় করতে সক্ষম হয়েছি। আর দ্বীনের অর্থই হচ্ছে আল্লাহ, রসূল, কিতাব ও সুন্নাতের অনুশাসন মেনে নেয়া এবং তারই আলোকে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধন করা।

www.pathagar.com

# পঞ্চম সম্মেলন

## ইখওয়ানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আবেদনের বৈশিষ্ট্য

সুহৃদ ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি কোনো রকম উচ্চ বাচ্য না করে নীরব কর্মতৎপর থাকতে চাই, এর ফলে ইখওয়ানের কাজের পরিচিত ঘটবে। আমার বাসনা হলো শান্তিপূর্ণ পন্থায় কাজ করলে কাজের অগ্রগতি ঘটবে। গত দশ বছরের সমীক্ষা করে পরবর্তী পদক্ষেপের (সম্মেলনের) জন্য প্রস্তুতি হবার আজ কিসের প্রয়োজন? কিন্তু তোমাদের কর্মোদ্দীপনা এ কাজে আমাদের বাধ্য করেছে। তোমরা বিশাল সমাবেশ ঘটিয়ে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছো আমিও তাতে সন্তুষ্ট। আজকের শুভক্ষণে আমরা নিজেদের কর্মসূচীর মূল্যায়ণ, পদক্ষেপের পরবর্তী মুহূর্তগুলো সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয় করে নিতে পারলে অসুবিধা কিছু নেই। এর ফলে পরিকল্পনার কোনো অংশও অস্পষ্ট থাকলে, স্পষ্ট হয়ে যাবে, ত্রুটি থাকলে সংশোধন হবে। সার্বিক দিক দিয়ে ইখওয়ান কর্মীদের কর্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের আবেদন যেসকল লোকের কাছে পৌঁছায় তারা এ বক্তব্যের লক্ষ্য হওয়ায় আমাদের কর্ম পদ্ধতি ও তৎপরতা সম্পর্কে তাদের সুপরামর্শ আমাদের চলার পথের সহায়ক হবে। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, রাসূল, কেতাব ও সুন্নাহ এবং মুসলমান সমাজের পারস্পরিক কল্যাণের নাম দ্বীন।

ভ্রাতৃবৃন্দ!

আমি তোমাদের কত ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জনাবো, তোমাদের আন্তরিকতা আমার হৃদয় আকৃষ্ট করেছে, আমার মমত্ববোধ জেগেছে, আল্লাহর অনুগ্রহে তেমরা আমার সহযাত্রী হয়েছো, আশা-ভরসার কত কাফেলা আজ আমার সাথী। আজকের অনাবিল উন্মুক্ত হৃদয় সম্পন্ন যেসব যুব সমাজ তেজদৃপ্তভাবে সববেত হয়েছে, তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব, স্নতা, সুদৃঢ় ঐক্য, সম্প্রীতির বন্ধন সম্মেলনের প্রাণ সঞ্চার করেছে। আল্লাহর

www.pathagar.com

অপার করুণা তোমাদের সঙ্গে আছে। যারা তাঁর সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা পূরণ করার বাসনা পোষণ করে তিনি তাদের দিয়ে উত্তম কাজ করিয়ে নেন।

## ইখওয়ানের আন্দোলনঃ চারটি স্বপ্ন

প্রিয় ভাতৃসমাজ! আমি গভীর অধ্যয়ন করেছি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে, বিভিন্ন সমাজে মিশেছি, কত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি। এই স্বল্প জীবনে কত পথ না অতিক্রম করেছি। এরপর এমন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীতি হয়েছি যার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অভিজ্ঞতা আমায় বলছেঃ "আমরা যে ভাগ্যান্বেষণের প্রয়াসী তার উৎস আমাদেরই মধ্যে বিরাজ করছে। তা আমাদের অন্তর ভিন্ন কোথাও নেই। আর যে দুর্ভাগ্য আমাদের ঘিরে রয়েছে তাও আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। এখন এ সম্পর্কে কোরআনও সাক্ষ্য দিচ্ছে।

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে নেয়।"

সমাজ দর্শন বিষয়ে জনৈক কবি কত না উত্তম কথা বলেছেনঃ

"তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সাক্ষী, পৃথিবী তার অধিবাসীদের জন্য আদৌ সংকীর্ণ হয় না তবে মানুষের চরিত্র সংকীর্ণ হয়ে যায়।"

আমার অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল হয়েছে, মানবতার সফলতা ও তার জন্য সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতি সম্পন্ন ব্যবস্থা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর নেই। এ ব্যাপারে কেবল ইসলামই সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ যথার্থ পন্থা নির্দেশ করে। তা কোনো প্রকারে ও যুক্তিতে সমগ্র মানবতার সফলতার চাবিকাঠি তার আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। আজকের সবাই সে মতাদর্শের সত্যতা স্বীকার করছে। এমন কি অনেক অমুসলিমরাও এ কথা স্বীকার করছেন।

এ কথা আমি যথার্থভাবে উপলব্ধি করার পরই এ পথে অবিচল থেকেছি। মানব সমাজকে প্রকৃত সত্য পথ দেখাবার জন্য আমি লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছি। তাই ইখওয়ান চিন্তা ও মতাদর্শের দিক দিয়ে 'খাটি ইসলামী'। অনৈসলামীর কোন ছোঁয়াচ পর্যন্ত নেই।

এ অনুভূতি দীর্ঘকাল মানুষের বাসনা ও হৃদয়ের কামনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ কথা কখনো আমার নিত্য সঙ্গীদের অনেককে পর্যন্ত বলতাম। সুযোগ পেলে তা ব্যক্তিগত আবেদন ও সভায় বলতাম কিংবা সববেত অধ্যয়ন ও

www.pathagar.com

উপদেশ ক্ষেত্রেও প্রকাশ করতাম। বুদ্ধিজীবি বন্ধু মহলে এ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকতাম। জড়তা, অজ্ঞতার ধ্বংসকর পরিস্থিতির হাত থেকে তাদের উদ্ধার করে ইসলামের সুফল ও কল্যাণের দিকে বেশী বেশী করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতাম। তাদের আবেগকে যথার্থভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতাম।

এরপর মিসর ও কয়েকটি ইসলামী দেশে এমন কতক ঘটনা ঘটেছে যা আমার সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে অনল প্রবাহ সৃষ্টি করেছে এবং এমনই কর্মতৎপর হবার আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছে। লোকদের সচেতন করে পুনগর্ঠণ ও সংস্কারের কাজ করা, অধ্যয়ন অনুশীলনের পর সমাজ গড়ার কাজে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া দরকার। অতীত বিলুপ্তি ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে যাব না, অতীতের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সচেতন হয়েছে, আত্ম-বিস্মৃতি ও ত্রুটি উপলব্ধি করতে পেরেছে।

এখন সাধনা, সংস্কার, নির্মাণ ও পুনর্গঠন বিষয়ে সমাজের অগ্রগণ্যদের সংগে আলোচনা করার প্রয়াস নিয়েছি। একাজে কখনো উৎসাহ পাব, কখনো নিরুৎসাহ। কখনো দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবো এবং কখনো মন্থর গতিতে। কিন্তু আমি তো কর্মতৎপরতাকে সংগঠিত করতে চাই। এই মুহূর্তে 'আহমদ বাশা তাইমুর'' এর উল্লেখ না করলে আমি বড়ই অকৃতজ্ঞ হবো। (আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন) আমি যখনই তাঁর নিকট প্রেরণা গ্রহণের জন্য গিয়েছি প্রেরণা পেয়েছি। সমাজ ও জাতির যে কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি তাকে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাশীল, জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত, দূরদর্শী ও উদ্দীপনাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসাবে দেখেছি। আল্লাহ তাঁর উপর অপার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুণ, নিজ তত্ত্বাবধানে স্থান দিন।

আমি এখন সেই সুহৃদ ভ্রাতৃবৃন্দের দিকে আসছি যারা অতীতের সৌহার্দ্য, খাঁটি ভালবাসা ও দায়িত্বানুভূতির কারণে সমবেত হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে সৎ ও যোগ্যতার পরিচয় পেয়েছি। জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় অগ্রমনা হওয়ায় আমার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পেরেছে। আর সাহসি ও তৎপরতার সাথে সর্বক্ষণ যাদের পেয়েছি তাঁরা হলেন বন্ধুবর আহমদ আকেন্দী সুকরা, সুধী শায়খ আহমদ আবদুল হামিদ, সম্মানীয় ভাই শায়খ আহমদ আসকরী (আল্লাহ এদের জান্নাত বাসী করুণ)। এখন আমাদের দৃঢ় সংকল্প জন্মেছে যে, যতদিন

www.pathagar.com

না সর্বসাধারণ জনগণের দৃষ্টি ইসলামের পূর্ণ বাস্তবায়নের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে ততদিন আমরা লক্ষ্য পথে তৎপর থাকবো।

কেবলমাত্র আল্লাহই অবগত আছেন সমাজের এই সব চিন্তায় আমাদের কত রাত কেটেছে, কখনো সারা রাত বসে থাকতে হয়েছে, জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্য্যায় নিয়ে সমীক্ষা করতে হয়েছে, সমস্যা ও রোগের সমূলে বিনাশ করার চিন্তায় কত ক্লান্ত শ্রান্ত হতে হয়েছে। আমি অবাক হয়ে যাই যখন ফাঁকা আবেগ উত্তেজনার শিকার হয়ে অলস স্বপ্ন দেখতে থাকি। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ যখন সারা রাত্রি জাগরণ করে হৈ-হুল্লোর করে, অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত থাকে। তাদের এই নিষ্ফল কাজের জন্য কখনো জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দেয়- "আমরা সময় কাটাচ্ছি।" এ সব নির্বোধরা জানে না যে যারা এভাবে নিছক সময় অতিবাহিত করে তারা প্রকারন্তরে নিজেদের ধ্বংস করে। আসলে সময়ের ভিন্ন নামই তো জীবন।

আমরা অবাক হয়ে যাই যে, এ ধরনের লোকদের একটা বড় অংশ শিক্ষিত মানুষ। তারাও আমাদের মত গুরুদায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সক্ষম। আমরা সমস্বরে বলতে পারি, একি জাতীয় জীবনের রোগ নয়। বরং সমাজের যে এটা বড় রোগ তার অনুভূতি পর্যন্ত অনেকের নেই, আর সংশোধনের কোনো চিন্তা নেই।

এসব চিন্তা-ভাবনার জন্য আমরা তৎপর, এর সংশোধনে আমাদের জীবন সোপর্দ করে দিয়েছি। এতেই আমাদের তৃপ্তি। আল্লাহ এ কাজে আমাদের নির্বাচিত করে নেয়ায় তাঁর অনুগ্রহের জন্য আমরা কৃতার্থ। তিনি দ্বীনের কাজের জন্য আমাদের বীরত্ব ও সাহস দান করেছেন। সময়ের কাজ সময় করেছে। আমরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছি। আহমদ আকেন্দী সুকরা, শায়খ হামেদ আসকরী ও আহমদ আব্দুল হামিদ যে পথে সংগ্রাম করেছে। আমরাও সেপথে চলেছি।

## *ইসলাম সম্পর্কে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের দৃঢ়তা*

সুহৃদ বন্ধুগণ! আমাকে এ কথা বলার অবকাশ দাও-হযরত মোহাম্মদ (সঃ) যে ইসলাম নিয়ে আগমন করেছেন ইখওয়ানের তার চেয়ে ভিন্ন ইসলাম, এ কথা আদৌ বলি না। আমার দাবী হলো, পরবর্তীকালে মুসলমানরা নানা বিশেষণ, বৈশিষ্ট্য, পরিচিতি ও কল্পনার আবরণে ইসলামকে আচ্ছাদিত করেছে। তার সহজ সরলতাকে তারা অপব্যবহার

www.pathagar.com

করেছে। অথচ তার মধ্যে ছিলো অপূর্ব বিজ্ঞতা। এর ফলে ইসলামের মৌল ধারণার একটা মিশ্রভাব সংযোজিত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আবছা ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে। রাসূল (সঃ) এবং সাহাবা কেরাম (রাঃ) যে ধারনা পেশ করেছিলেন তার বিপরীত হয়েছে। এখন কিছু লোক কয়েকটি কাজের সমষ্টির নাম বুঝেছে ইসলাম। তারা নিজেরা এই মতে চললে বা কাউকে চলতে দেখলে সন্তুষ্ঠ হয়ে যায়। তারা মনে করে যে, আমরাই ইসলামের যথার্থ অনুসারী, সাধারণ মানুষও তাই ধারণা পোষণ করে। কতক লোক তো ইসলাম বলতে বোঝে সচ্চরিত্র সম্পন্ন হওয়া, বিবেক ও আত্মার উত্তম খোরাক আধ্যাত্মিকতা, অত্যাচার-অবিচারমূলক প্রবৃত্তি মুক্ত হওয়া। তারা ইসলামের কিছু কাজকে সুদৃষ্টিতে দেখে। এই সংকীর্ণ গন্ডি ভিন্ন তারা ইসলামের আর কিছুকে আমল দিতে চায় না। কোন বিষয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন বোধ করে না। কতক লোক তো গতানুগতিক কতক কার্যাবলীকে মাত্র ইসলাম বলে জানে। তা এমন কাজ যার সুফল ততটা নেই, তার বিদ্যমানবতায় কোন উন্নতি হয় না। এর ফলে ইসলাম ও ইসলামের সকল কথায় বীতশ্রদ্ধ। বিশেষ করে যারা ইসলাম সম্পর্কে অনবগত এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষায় লালিত, তারা ইসলাম ও মুসলমানের সংসর্গ না পাওয়ার কারণে বিদ্বিষ্ট থাকে। ব্যক্তি জীবনে নির্লিপ্ত মুসলমানের আচরণ দেখে আরও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ইসলামী ধারণা আছে যা সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করে ছাড়ে। তবে কিছু মানুষ আছে যারা ইসলামের যথার্থ ধারণা পোষণ করে থাকে। আজ ইসলামের এই নানা ধারণা বিরাজ করায় ইখওয়ানদের মধ্যেও মতান্তর দেখা দিচ্ছে। কতক লোক তো ইখওয়ানকে তবলিগী জামায়াতের মত যা একটি জামায়াত মনে করে। যারা কিছু উপদেশ দেয়, পরকালের চিন্তা জাগ্রত করে, পার্থিব বিষয়ে নিস্পৃহতা সৃষ্টি করে। কতক লোক তো একে একটা আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন মনে করে, যারা বিভিন্ন বিষয়ে ফেকাহ গত (ব্যবহার শাস্ত্র) বিষয়ে বিতর্ক করে। যারা তাদের কথা বিশ্বাস করে তারা ভাল জানে, অন্যদের উপেক্ষা করে চলে বা সন্ধি করে। কিছু লোক তো নিছক শুনে ক্ষান্ত থাকে না বরং নিকট থেকে জানার জন্য অগ্রসর হয় এবং প্রয়োজনে তার বাস্তবায়ন করতে তৎপর থাকে। যারা জ্ঞান ও কর্মের জগতে ইসলামকে বুঝতে চায় আমার ইচ্ছা তাদের জন্য ইসলামের সঠিক শিক্ষা পেশ করি। এর ফলে তারা ইসলামের মৌল ধারণা লাভ করবে। সঠিক পথে নিজেদের পরিচালিত করবে। আমরা

www.pathagar.com

বিশ্বাস করি যে, ইসলামের সকল বিধান পার্থিব ও পরকালের সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে ফলপ্রদ ও কল্যাণকর। যারা মনে করে নিছক উপাসনা পদ্ধতি ও আধ্যাত্মিকতার নাম ইসলাম তারা মারাত্মক ভুল করে। কেননা ইসলাম বিশ্বাস, উপাসনা, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, জীবন ব্যবস্থা, প্রসাশন পরিচালনা, কর্মক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা, কোরআান ও সামরিক তৎপরতার সমষ্টির নাম। কোরআন এসব কথারই নির্দেশনা দান করে। এগুলোকে দ্বীনের মৌল ভিত্তি ও ইসলামের প্রাণ হিসাবে মনে করে, এ সবের তাকিদও জানায়। সূতরাং বলা হয়েছেঃ

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্যে থাকা কালে পরকালের সন্ধানী হও, পার্থিব অংশও তোমরা ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ যেভাবে তোমাদের ভালো করেছেন তোমরাও সেভাবে ভালো কাজ করো।"

তোমরা নামাযে বিশ্বাস ও উপাসনা সংক্রান্ত এ নির্দেশও দেখতে পাবেঃ

"কখনো না, তোমার প্রভুর শপথ; তারা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ তারা নিজেদের সামগ্রিক বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ না করে এবং এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা না করে।"

ব্যবসা ও দ্বীন সম্পর্কে কোরআন বলেঃ

"হে মুসলমানগণ! তোমরা যখন কোন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য লেনদেন করবে তখন তা লিখবে, তোমাদের মধ্যকার কোন সুবিচারকই লিখবে। যে লিখতে পারবে সে যেন তা অস্বীকার না করে। বরং আল্লাহ যেভাবে তাকে শিখিয়েছে সে যেন সেইভাবে অন্যের লেখার উপকারে আসে, এগুলো লিখবে যার উপর দায়িত্ব বর্তায়, সে দুর্বল কিংবা সবল হোক। অথবা তার অভিভাবক লিখবে ন্যায় ও সততার সাথে। এ সময় দুজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। দুজন পুরুষ না থাকলে এক পুরুষ এবং দুজন নারীর সাক্ষী রাখবে। দুজন নারী এই জন্য যে, একজন ভুলে গেলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। অতঃপর সাক্ষীর জন্য ডাকা হলে তারা যেন উপস্থিত হতে অস্বীকার না করে। ধন কম হোক বা বেশী তা লেখার ব্যাপারে গাফলতী না হয়। এ বিষয়টি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, সাক্ষ্যের জন্য অতীব উত্তম। এ বিষয়ে তোমরা সংশয় সম্পন্ন হয়োনা। কিন্তু যদি লেন-দেন ব্যবসা প্রত্যক্ষ হস্তান্তর হয় তবে তার জন্য লেখার প্রয়োজন নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মুখীন হলে তা লেখাপড়া করে

www.pathagar.com

নেবে। সাক্ষী রাখবে এ ক্ষেত্রে লেখক ও সাক্ষী কাউকে কোনো রকম ক্ষতি করবে না।"

এভাবে যুদ্ধ ও সামরিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হলোঃ

"যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে এবং নামাযের ইমামতি করবে তখন উচিৎ হবে তাদের একদল নামায পড়বে কিন্তু অপর দল- সশস্ত্র প্রহরী হয়ে থাকবে। তারপর প্রথম দল সিজদা শেষ করলে তারা তোমার পিছনে অপেক্ষা করবে এবং দ্বিতীয় দল যারা এখনও নামায পড়েনি তারা অগ্রসর হবে। এবং তোমার সংগে নামায পড়বে এরাও তাদের সুরক্ষার জন্য নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে সামান্য গাফলতি দেখালে তারা তোমাদের আক্রমণ করবে। বৃষ্টির কারণে কিংবা অসুস্থতার জন্য যদি অস্ত্র নামিয়ে রাখ তাহলেও কোনো অন্যায় হবে না। তবে নিজেদের সুরক্ষার জন্য প্রস্তুত থেকো।"

এ ছাড়া অসংখ্য সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নির্দেশনামূলক বিবরণ রয়েছে। ইখওয়ানরা যেহেতু সর্বদা কোরআনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে রাখে তাই সরাসরি এবং দৃঢ়তার সাথে কোরআনের ফায়দা লাভ করে এবং এর নামই ইসলাম। জীবনের সকল বিভাগে সর্বদিক দিয়ে ইসলামের বিধান ও শিক্ষা কার্যকর হবে। জীবনের সকল প্রয়োজন হবে ইসলামের অনুসারী। মুসলমানরা সঠিক অর্থে মুসলমান থাকতে চাইলে তাদের এ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু তারা যদি উপাসনার ক্ষেত্রে ইসলাম চায় আর অবশিষ্ট জীবনে অনৈসলামী জীবন চায় তাহলে তাদের এ ইসলাম সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তারা আল্লাহর এ বিধানের লক্ষ্য নিম্নের আয়াতকে মানদন্ড বলে মনে করে।

" তোমরা কি (আল্লাহর) গ্রন্থের একাংশ অনুসরণ করবে এবং অপর অংশ অস্বীকার করবে। যারা এ রকম করবে তাদের শাস্তি পার্থিব জীবনে অপমান ভিন্ন কিছু নয়, এবং পরকালে তাদের ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। তোমরা যা করো তা থেকে আল্লাহ অনাবগত নয়।"

আমাদের বিশ্বাস, ইসলামের ভিত্তি ও দ্বীনের মৌল উৎস হলো আল্লাহর কেতাব ও রাসূলের সুন্নাত। এগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে মুসলমানরা আদৌ পথভ্রষ্ট হবে না। অসংখ্য মতবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এই রঙে রঞ্জিত হয়েছে, সময়ের কত জাতি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এখন স্পষ্ট যে, সকল মুসলমান সমাজের জন্য ইসলামী ব্যবস্থাপনা একান্ত আবশ্যক। আমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিগণ যেভাবে ইসলামের অনুসরণ করেছে।

www.pathagar.com

আমরাও সেভাবে ইসলামের অনুসারী হতে চাই, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বাণীর কিছু মাত্র রদবদল করতে চাই না। সময়ের শত পরিবর্তন সত্ত্বেও আমরা ইসলামের মৌলিকতায় কোনো পরিবর্তন করার সাহস করবো না। কেননা ইসলাম সমগ্র মানবতার কল্যাণকামী দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।

আমাদের বিশ্বাস ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ ও সর্বকালীন জীবন ব্যবস্থা, জীবনের সকল বিভাগ ও প্রয়োজনের জন্য উপযোগী তাই কোন এক অংশ নিয়ে কেবল আলোচনা করে না। তা দ্বীন বা দুনিয়ার যে কোন বিষয়ই হোক। মৌলিক নির্দেশ ও সার্বজনীন পথনির্দেশ দান করে। কর্মজগতের দিক নির্দেশ করে মৌল বিধানের খসড়া বলে দেয়।

ইসলাম আত্মার উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে, কেননা এটাই হোলো সকল মতাদর্শ ও ব্যবস্থপনার একক উৎস। সূতরাং সে এমন এক ঔষধ প্রয়োগ করে যা অসদবৃত্তি দূর করে, সমুন্নতি ও পূর্ণতার পথনির্দেশ করে। অন্তর পরিষ্কার হলে, আত্মিক বিশুদ্ধতা ঘটলে তখন তার মাধ্যমে যা কিছু সম্পন্ন হবে তা সুশোভন ও মনোজ্ঞ হবে।

বলা হয়, ন্যায় আইনের পরিভাষায় নেই বরং তা বিচারকের ইচ্ছা নির্ভর বিষয়। কোন আইন যখন ন্যায় ও সুবিচারপূর্ণ হয়, তা স্বার্থপর বিচারকের হাতে পড়লে ন্যায় ইনসাফের বদলে জুলুম অত্যাচারে পরিগণিত হয়। এর বিপরীত আইন যদিও অবিচারমূলক হয়ও কিন্তু বিচারক যদি হৃদয়বান ও ন্যায়পরায়ন হয় তবে তার দ্বারা আইনের ফাঁকেও দয়া ও করুণার প্রকাশ ঘটে, এই কারণে আল্লাহর কেতাবে আত্মশুদ্ধির অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সূতরাং যারা ইসলাম অনুসারী তাদের আত্মা পবিত্র, নির্মল, মানবীয় গুণের পূর্ণতায় উদ্দীপ্ত। এই কারণে ইসলামের উপযোগিতা সকল যুগে সকল ক্ষেত্রে সব মানুষের জন্য প্রয়োজন। প্রত্যেকের প্রয়োজনের সম্পূরক। এ ছাড়া ইসলাম এমন সকল ব্যবস্থারও সমর্থন করে যা সুবিচারপূর্ণ ন্যায়ের বিরোধী নয়।

প্রিয় সাথীবৃন্দ! বিশাল কলেবরের বিষয়, তবুও বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাই না। ইখওয়ানের মন-মানসিকতায় ইসলামের যে বিশাল ও ব্যাপক ধারণা আছে তার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

## ইখওয়ানুল মুসলেমুনের চিন্তা সর্ববিষয়ে সংস্কারমূলক চিন্তা

ইখওয়ানের সর্ব ব্যাপক ও পরিপূর্ণ ইসলামী চিন্তার কারণে মুসলমান সমাজের সকল সংস্কারমূলক কাজে প্রভাব বিস্তার করে। সকল সংস্কারবাদী ব্যক্তিকে তারা নিজেদের নিকটতর করে নিয়েছে। সকল সংস্কারবাদীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি রয়েছে ইখওয়ানের মধ্যে। এই দৃষ্টিতে বলা যায় ইখওয়ানের আন্দোলন পূর্ববর্তীদের আন্দোলন। সকল মানুষকে কোরআন সুন্নাহর বুনিয়াদের দিকে ডাক দেয়। এটা একটা সুন্নী মত। কেননা তা সকল বিষয়ে বিশেষ করে বিশ্বাস ও উপাসনার রসূলের সুন্নাতের একনিষ্ঠ প্রবক্তা।

এরা তাসাউফের একদল। কেননা কল্যাণের উৎস, অন্তরের পবিত্রতা, হৃদয়ে নির্মলতা, কর্মের স্থায়িত্ব, সৃষ্টির প্রতি নিরপেক্ষতা ও আল্লাহর ঐকান্তিকতা ও পূণ্যের আহ্বায়ক।

এরা এমন একটি দল, যারা প্রশাসন ও সরকারের সংস্কার চায়, দেশে বিদেশী নীতির সংশোধন চায়, জনগণের মান-সম্মানের হিতাকাঙ্খী, সর্বোপরি জাতির জাতীয় সত্ত্বার অতন্দ্র প্রহরী।

এরা একটি ব্যায়াম সমিতি। তারা স্বাস্থ্য ও শরীয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখে। তারা বিশ্বাস করে যে শক্তিশালী মুমেন দুর্বল মুমেন থেকে প্রিয়। নবী (সঃ) বলেছেনঃ

"নিশ্চয় তোমার শরীরের প্রতি তোমার কিছু দায়িত্ব আছে।"

শরীর সুস্থ সবল না থাকলে ইসলামের বিধানের ফরজ ওয়াজিবগুলো ঠিক ঠিক আদায় হবে না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের জন্য এমন শরীরের প্রয়োজন যা শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে সক্ষম। এই কারণে তারা তাদের এ ব্যায়াম সমিতিকে এমন গুরুত্ব দেয় যা এই কাজের জন্য সমিতিও দেয় না। তারা যেন একটি বুদ্ধিজীবি ও সাংস্কৃতিক দল। প্রকৃতপক্ষে এই ইখওয়ানী সংস্থা জ্ঞান ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। দেহ ও আত্মার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেননা ইসলাম প্রতিটি নারী পুরুষকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দান করে।

তারা একটি অর্থনৈতিক সংস্থাও। কেননা ইসলাম ন্যায্য ও সৎভাবে অর্থ উপার্জনের কথা বলে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ

"সৎ লোকের নিকট পবিত্র ধন কত উত্তম"

www.pathagar.com

"যে পরিশ্রম করতে করতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যায় তার পাপ মোচন হয়।"

"পরিশ্রমী মুমেনকে আল্লাহ অধিকতর ভালবাসেন।"

তারা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তারা মুসলিম সমাজের সামাজিক রোগের নিরসন চায়, তাদের সেবা সুশ্রষার চেষ্টা করে, মুসলমান সমাজকে সমাজকে সুস্থ রাখতে তৎপর থাকে।

এই কারণে লোকে ইখওয়ানের সঙ্গে মতান্তর পোষণ করে অথচ মতান্তরের কোনো কারণ নেই। লোকে দেখে আমাদের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ মসজিদের মেহবারের কাছে বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করছে এবং পরক্ষণে তারা উপদেশ ও ওয়াজ মহফিলে আসর জমিয়েছে। আবার তারা দক্ষ খেলোয়াড়ের মত মাঠ চষছে, দৌড়াচ্ছে, তীরন্দাজী করছে। পরক্ষণেই তারাই ব্যবসা বাণিজ্য কর্মে নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করছে, এ সকল কাজ দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তারা যদি চিন্তা করে যে, ইসলাম জীবনের এই সকল বিভাগের নির্দশনা দান করে তবে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

তবে এই তৎপরতার যে সকল অংশে লোকেদের আপত্তি আছে বা তারা সমালোচনা করে ইখওয়ান সে সকল বিষয় উপেক্ষা করে চলে।

ইখওয়ান নাম ও পরিচিতির সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকতে চায়। কেননা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সকল উপাধি তুচ্ছ করে এক মৈত্রী সংঘ কায়েম করেছে, যে ভ্রাতৃ সংঘে ইখওয়ানুল মুসলেমুন সমবেত হয়েছে।

## ইখওয়ানী আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এক সময় ইখওয়ানদের মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা দিয়েছিল, পারস্পরিক রেষা-রেষী ও প্রতিযোগিতার মনোভাব তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে নামিয়েছিল। সামান্য সামান্য মতান্তর থাকার কারণে বিরোধী পক্ষরা তাদের বিরুদ্ধে কি না ষড়যন্ত্র করতে তৎপর ছিল। উস্কানী ও প্ররোচনার শিকার হবার ফলে তারা এক সময় বিচ্ছন্নভাবে জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু আত্ম-বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের শিকার কোনো কালেও হয়নি। যারা সৎ ও জ্ঞানীজন তাদের হস্তক্ষেপে অল্পদিনের মধ্যে নিজেদের সম্বিৎ ফিরিয়ে পেয়েছে। হারানো

www.pathagar.com

সুদিন আবার তারা অর্জন করেছে। এভাবে অল্প দিনের মধ্যে ইখওয়ানরা তাদের আত্ম-মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠা করতে যে ভাবে সফল হয়েছে তা আর কেউ হতে পারে নি।

ইখওয়ান মতভেদী বিষয়ে সব সময় সতর্ক থেকেছে, তারা মনে করে মতান্তর হতে পারে কেননা ইসলামের মৌল বিষয় কোরআন, হাদীস ও রাসূলের জীবনের যে সব পর্য্যায় রয়েছে তা উপলব্ধি করার জন্য মতান্তর হওয়া স্বাভাবিক, এই কারণে স্বয়ং সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের মধ্যেও মতান্তর হয়েছে, এখনও মুসলিম শাস্ত্র বিশারদদের মধ্যে যখন সকল মানুষকে মুয়াত্তা ইমাম মালেকের অনুসারী হবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তখন ইমাম মালেক (রঃ) কত সুন্দর কথা না বলেছেনঃ

"হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এর সাহাবারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছেয়ে গেছে, তাদের প্রত্যেকের নিকট জ্ঞান ভান্ডার রয়েছে। তাই যদি তাদের সকলকে একমতে আনয়ন করার চেষ্টা করো তবে মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হবে।"

মতান্তরে কোনো দোষ নেই তবে নিজের মতে কেবল আস্থাবান ও অপরের মতের কোন গুরুত্ব না দিলে তা অনুচিৎ হবে। মতান্তর বিষয়ে আমাদের মূল্যায়ণ এটাই। এর ফলে মুসলমানদের ঐক্য সৃষ্টি হয়। যে কাজ মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে তা কত না উত্তম। এটাই সমাজের বৈশিষ্ট্য হওয়ার দাবী রাখে। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ রকমই বলতেন। যে সমাজের কর্মস্থল বৃহৎ ও ব্যাপক। তারা যদি মতান্তর করে সময় ব্যয় করে তবে তাদের সফলতা বিঘ্নিত হতে পারে।

বাদশা ও নেতৃবৃন্দের গোলামী থেকে ইখওয়ান মুক্ত। তাদের স্বার্থ ও ইচ্ছানুসারে এরা পথ পরিক্রমা করে না। ইখওয়ানের আহ্বানের ক্ষেত্র সুবৃহৎ। সর্বদা আহ্বানকে নির্মল ও পবিত্র রাখতে হলে বাদশা ও স্বার্থান্বেষী লোকদের প্রভাব মুক্ত রাখতে হয়। কোন স্বার্থপর তাদেরকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে না, এবং লক্ষ্যপথ থেকে হঠাতে পারবে না। প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্পদশালীরা চিরকাল ইসলামের বিজয় ও গৌরবকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় প্রত্যেক মুসলমান তা তারা ইসলামের কোন আন্দোলনের অংশীদার হোক বা না হোক এ ধরণের লোকদের থেকে সতর্ক থাকবে। অবশ্য কিছু কিছু সম্মানীয় ও প্রভাবশালী লোক ইখওয়ানের কাজ ও

www.pathagar.com

আন্দোলনী তৎপরতা নিকট থেকে দেখে এবং সহানুভূতির সংগে পর্যালোচনা করে, অংশ নেয়, প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য করে থাকে।

রাজনৈতিক দল সংস্থার সংগে ইখওয়ানের সংযোগ নেই কেননা ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ও সংঘর্ষশীল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ইখওয়ানদের মতান্তর আছে। ইসলামের তৎপরতা কাউকে বিচ্ছিন্ন করেনা বরং সকল প্রকার লোককে ঐক্য ও সংঘবদ্ধ করে। যারা নিজেদের সকল প্রভাব ও বলয় মুক্ত করে কেবল আল্লাহর আইনের দাস ও আত্ম-সমর্পণকারী বানাতে পারে তারাই জীবন প্রাণ দিয়ে এ আন্দোলনের সার্থক কর্মী ও সমর্থক হতে পারে। যারা রাজনৈতিক সংস্থা ও দলীয় তৎপরতার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ কামাবার চেষ্টা করে তাদের এটা ঈর্ষার কারণ হবে। আমরা তাদের থেকে দূরে আছি, অনেক যোগ্য ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়েও আমরা উপকৃত হতে পারি নি, কেবল সময়ের অপেক্ষা করেছি। আজকের সমাজ এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করুক, তারা বিবেক দিয়ে এ সত্যের মূল্যায়ণ করুক।

এখন এমন অবস্থায় এসে গেছে যে আবেদন মজবুত শিকড় গেড়েছে, শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই সঙ্গে এক উন্নত পর্য্যায়ে এসেছে যে তারা অন্যের গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম, কেউ তাদের গতি ফেরাতে সাহস পাবে না। তারা অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, কারো প্রভাব তারা স্বীকার করেনা। এখন আমরা নেতৃবৃন্দ, বাদশা, ধনী সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং রাজনৈতিক দল ও সংস্থাকে আমাদের আন্দোলনের আহ্বান জানাচ্ছি। তারা আমাদের সঙ্গে মিশে যাক, আমাদের আন্দোলনের অংশী হোক। তাদের অসার আন্দোলন ত্যাগ করুক। কোরআনের পতাকাতলে ও নবী (সঃ) এর মিশনে সবাই সমবেত হোক। আমাদের এ আবেদনে কেউ কর্ণপাত করলে সে পার্থিব ও পরকালে সফল হবে। আবদনের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে নিকটবর্তী হবে। তারা অস্বীকার করলে আমরা আর কি করতে পারি। কিছুকাল অপেক্ষা করবো! পরিনামে তাদের এই অসৎ সারশুণ্য নেতৃত্ব তাদের নিজেদের ভাগ্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে। একদিন তারা এ পথে পা জমাবে। আল্লাহ তাঁর সত্য দ্বীনকে সৎ লোকদের দ্বারা পূর্ণ করবেনই। তারা নির্মাণ ও পুনগর্ঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে- তবে তা ক্রমান্বয়ে। তারা যে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয় তাহলো চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উজ্জ্বল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। যে কোন আন্দোলনের জন্য তিনটি পর্য্যায় বলে মনে করেঃ

www.pathagar.com

১) আন্দোলনের পরিচয়, তার চর্চা ও আলোচনা অধিক বার হবে। জনগণের সর্ব শ্রেণীর মধ্যে তা হবে। এটাই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়।

২) আন্দোলনের সাংগঠনিক আকৃতি থাকবে। নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিক ব্যক্তিবর্গ থাকবে। সামরিক প্রস্তুতি ও সৈন্য বিন্যাস হবে। এটি ২য় পর্যায়।

৩) এ পর্যায়ে নিজেদের মৌলনীতির বাস্তবায়ন হতে থাকবে এবং ব্যক্তিগত তৎপরতা অব্যাহত থাকার পরিনামের মূল্যায়ণ হতে থাকবে। কেননা আন্দোলনের প্রতি পর্যায়ের ঐক্য পারস্পরিক সংযোগ থাকবে।

এই তিনটি পর্য্যায় সমভাবে অগ্রসর হবে। আহ্বায়ক আবেদন করতে থাকবে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি নির্বাচন ও কাজের সংযোগ রক্ষা করবে। লক্ষ্য সকলের জন্য পূর্ণ চেষ্টা ও তৎপরতা রাখবে।

যখন একদল কর্মী আন্দোলনের কাজে সর্বক্ষণ কর্মতৎপর হবে, লক্ষ্য পূরণে সুজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে কাজ করবে আমরা তখন কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারি।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, আমাদের তৎপরতা আরম্ভ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আন্দোলনের আহ্বান সকল মুসলমানকে দিতে আরম্ভ করেছি, তাদের অনুশীলন করাচ্ছি, নিয়মিত নানা অঞ্চল সফর করা হচ্ছে, অসংখ্য বই পত্র প্রকাশ করা হচ্ছে, সভাসমিতি অব্যাহত রয়েছে, ইখওয়ানের পূর্ববর্তী কর্মীদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হচ্ছে। সাপ্তাহিক মুখপত্র 'আবর নামীর' থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি এভাবে আমরা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছি এবং রাখার আশা রাখি। আমরা চাই কোনো একজনও যেন ইখওয়ানের আবেদন সম্পর্কে অনবগত না থাকে। আল্লাহ আমাদের এ কাজের পূর্ণতা দান করবেনই সে ভরসায় আমরা যথারীতি আবেদনের গতি অব্যাহত রেখেছি।

## *সবার মনোযোগ চাই*

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ বিশেষ করে আন্দোলনের জন্য উৎসর্গীকৃত যুববৃন্দ! এই মহান সম্মেলনে মনোযোগ দিন। তোমাদের লক্ষ্য পথের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে, তোমরা সীমা অতিক্রম করতে পারবে আমার বিশ্বাস আছে, গন্তব্যস্থানে পৌঁছাবার এই সুদৃঢ় পথ, তবে বিপদসংকুল। এদিনে কত বাধা ও সাহসিকতার সম্মুখীন হতে হবে, সফর লম্বা হবে। তখন অসীম সাহসের প্রদর্শণী করতে হতে পারে। সে পথ থেকে পিছপা হবার ইচ্ছা থাকলে আমি অগ্রিম বলব তাহলে এখুনি তারা আমার থেকে পৃথক হয়ে যাক। অবশ্য ধৈর্য্যধারণ করলে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা গাছ জেগে উঠবে, ফল পাকবে তা পাড়ার উপযুক্ত সময় আসবে- তখন তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেনই। আমরা

www.pathagar.com

সৎ ও নিষ্ঠাবান হবো, অমরা আল্লাহর পথে শহীদ হই কিংবা তাঁর সাহায্য লাভ করি।

### মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ!

আবেগ উত্তেজনা প্রসমিত করো। জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগাও, বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখো। কোনো এক দিকে আবেগ প্রবণ হয়ো না। ভারসাম্য বজায় রেখে নিজের গতিপথ ঠিক করো। প্রকৃতির স্বাভাবিক চাহিদাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করো না, তাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করো। সকলকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য প্রচেষ্টা রাখবে। আল্লাহর সাহায্য পাবে। অপেক্ষা করো- সফলতা বেশী দূর নয়।

### ভ্রাতবৃন্দ!

তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের কল্যাণ ও সাফল্যের প্রত্যাশী। তোমরা নিষ্ঠাবান হলে তা তোমরা পাবেই। পরিণাম ও সফলতার জন্য তো আল্লাহ তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করো দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন হও, তার জন্য যথাযথ প্রস্তুত থাকো। তোমরা কাজ করলে প্রতিদান- দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। অতীত ও বর্তমান এ সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে, তোমাদের পথই উত্তম পথ, কল্যাণের ও সাফল্যের পথ। যে পথে তোমরা তৎপর রয়েছ। সূতরাং চেষ্টার ত্রুটি রেখো না। সাফল্যের জন্য চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তোমাদের তৎপরতা ব্যর্থ করবেন না।

"তোমাদের ঈমানকে আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেননা। আল্লাহ তো মানুষের জন্য পরম দয়ালু অনুগ্রহশীল।"

### কর্মমূখী হও

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ!

তোমাদের এই সম্মেলনকে আমি বিশ্বসম্মেলন হিসাবে চিহ্নিত করে বলতে চাই যে, তোমরা কখন কর্মমূখী হবে? প্রতীক্ষায় সময় কত দীর্ঘ হতে থাকবে? আমি আজ তা স্পষ্ট করে দিই। মনে রাখবে চিন্তা ও কথায়, কথায় ও কাজে, কাজে ও জিহাদে, সঠিক জিহাদ ও ভ্রান্ত জিহাদের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। কেউ বুঝে নিলে তাকে প্রকাশ করতেই হবে বা প্রকাশ করলে তাকে ময়দানে নামতেই হবে, বা ময়দানে নামলেই জিহাদের প্রচন্ড তৎপরতায় তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে এমন কথা নয়। কতক লোক তো থাকবে যারা জিহাদের সংকট মুহূর্ত সহ্য করতে পারবে না। আল্লাহ যখন

www.pathagar.com

তাদের ক্ষমতা দেবেন তারা সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে তার জন্য প্রস্তুত হবে। আমার বক্তব্যের মধ্যে তালুত সংক্রান্ত ঘটনা নির্দেশ করছে। তাই আত্ম প্রস্তুতি নাও, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো, সংকটজনক মূহর্তের জন্য নিজেকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোল। সংকট ও চরম মুহূর্তের জন্য সহনশীল হও। আরাম প্রিয়তা ও ভোগ-বিলাসিতা ছাড়। যখন তোমাদের ৩০০ (তিনশ') ব্যক্তি ঈমান, দৃঢ়তা ও মনোবলে, জ্ঞান, বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতায়, অনুশীলন ও কর্ম নৈপূণ্যে পরিপক্ক হয়ে যাবে তখন আমি তোমাদের কথা শুনবো। তোমাদের নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেবো, গগনচুম্বি পাহাড়সম সমস্যার মোকাবিলা করবো। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে জুজবো। কেননা আল্লাহর রসূলের এ নির্দেশ অত্যন্ত সঠিক ও তাতে আমার ঐকান্তিক আস্থা রয়েছে।

"বার হাজার সৈন্য কখনো সংখ্যাল্পতার কারণে পরাজিত হতে পারে না।"

আল্লাহর কৃপা অনুকূলে থাকলে, তাঁর সাহায্য অব্যাহত থাকলে, তাঁর বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পারলে ইনশাআল্লাহ সে সময় বেশী দূরে নয়। তোমরা যদি ইখওয়ানের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে থাকো। সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে কাজ করো তাহলে এ প্রতীক্ষার সময় আরো স্বল্প হবে। কিন্তু তোমাদের অবহেলা পরিলক্ষিত হলে সে ধারণা ভুল বলে গণ্য হবে। পরিনামও বিপরীত হবে। তোমরা এ কথা স্মরণ করে সাথী সঙ্গীদের যথাযোগ্য তৈরী করো। পথ নির্দেশনা সামনে রেখে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করো। বিশ্বের সকল প্রান্তে তোমাদের আন্দোলনের বিজয় পতাকা ওড়াও। এক মিনিটও অপচয় করবে না।

আমার আশংকা, আমার কথার মাধ্যমে কেউ যেন ইখওয়ানের সংখ্যা ও শক্তির স্বল্পতা না বোঝে। আল্লাহর অশেষ কৃপা যে, ইখওয়ানের ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। পূর্বে এ ধারনা করা হয়নি যে, জামায়াতের সদস্য সংখ্যা মাত্র হাজার খানেক এবং তাদের প্রত্যেকেই এক একটা কাফেলার প্রতিনিধি। তাদের সংখ্যা কি অল্প? আমার বলার উদ্দেশ্য বাকপটু ও বিক্রমশীল, বিক্রমশীলতা ও ব্যঘ্র আক্রমনের মধ্যে তারতম্য আছে। অনুরূপভাবে একজন সাধারণ মুজাহিদ থেকে এ মুজাহিদের পার্থক্য আছে। কেননা এদের সামান্য ত্যাগ ও কুরবাণীতে সাফল্য ও প্রাপ্য অনেক বেশী।

ইখওয়ান প্রচার প্রপাগান্ডা ও পুনর্গঠন কাজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন কর্ম তৎপরতা। প্রথম তারা ইসলাম নির্দেশিত হেদায়াত অনুযায়ী চলে। হয়ত প্রদর্শনী ও লোক দেখিয়ে কাজের সফলতা ব্যর্থ করার জন্য নিজেদের আত্মরক্ষা করে। আজ যে জিনিসটি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে

www.pathagar.com

তাহলো, কল্যাণ ও পূণ্যের কাজে বেশী বেশী তৎপর হওয়া। অন্যায় অপকর্মের রাস্তা থেকে দূরে থাকা। এসব কাজ যথাযথ করতে পারলে আমাদের সার্বিক কল্যাণ। ইখওয়ান মনে করে এ ধরনের তৎপরতার ফলে হয় এই দু'টির ভারসাম্যহীনতা ইখওয়ানের ছন্দ পতন ঘটাবে। তাই সজাগ হওয়া প্রয়োজন।

খুব কম সংখ্যক লোক জানে যে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইখওয়ান কর্মীদের ৬টি হলে- এশার সময় মিনায়, জুমআর সময় মনফলুতে, আসরের সময় আসউতে বক্তৃতা করে, পরবর্তী এশার সময় সোহাজের ষ্টেজে বক্তৃতা করতে দেখা যায়। সেখান থেকে ফিরে সকাল হলে কায়রোর কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করে। অন্যান্য কর্মীরা তো দায়িত্ব সম্পর্কে কত সচেতন থাকে তা সবার জানা। একজন ইখওয়ান কর্মী মাত্র ৩০ ঘন্টার মধ্যে দেশের বড় বড় চারটে সভায় উপস্থিত হতে পারে। অন্তরের তৃপ্তি ও হৃদয়ের কোমলতা নিয়ে তারা এসব কাজ সম্পন্ন করে। আল্লাহর শোকর করে। এটা এমন তৎপরতা যদি অন্য সমাজের হাতে আবর্তিত হোতো তাহলে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতো। কত আস্ফালন না করতো, কিন্তু ইখওয়ানের কর্মীরা হৈ-হুল্লোড় পছন্দ করে না। কোনো জনসমষ্টি তাদের কথা শুনলে মাত্র তাদের শোকারিয়া আদায় করে, আর অস্বীকার করলেও তারা নিজেদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। কখনো আমাদের কর্মী ভায়েরা এক মাস, দু দু মাস ঘর, বাড়ী স্ত্রী, পুত্র-পরিজন ছেড়ে বিভিন্ন শহরে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকে। তারা রাত্রে বক্তৃতা করে, দিনে সফর করে। কখনো সকালে, কখনো বিকালে দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত কোনো কোনো দিন অসংখ্য বক্তৃতা করে। যেখানে বক্তৃতা করে সেখানে বিভিন্ন রুচী ও পেশার লোকের সমাগম থাকে। এসব সত্ত্বেও তারা প্রোপাগান্ডা নির্ভর বলে আত্ম প্রচারে বিরত থাকে।

ইখওয়ান প্রায় এক মাস ব্যাপী আলেকজান্দ্রিক যায়, সেখানে তারা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করেছে। এ ক্যাম্প আত্মিক, মানসিক, শারীরিক সকল প্রকার প্রশিক্ষণের জন্য তৎপরতা চালায়; সেখানে পূর্ণ ব্যায়াম ও সামরিক প্রশিক্ষণ চলে। এ অব্যাহত ক্যাম্পে সুনির্বাচিত শতাধিক যুবক তেজদৃপ্ত মনোবল সম্পন্ন নওজোয়ান সামিল থাকে। কিন্তু অপূর্ব কথা হলো ক্যাম্প ভিন্ন অন্য কোথাও এ ধরণের কাজ পলিক্ষিত দেখা যায় না।

তোমাদের এই সম্মেলনের মত সেখানেও সম্মেলন হয়। তা যেন মিসরের পার্লামেন্ট, কেননা সেখানে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান থাকে। আমি তোমাদের ডাকি তোমরা দলবদ্ধভাবে সমবেত হয়ে যাও মাত্র।

www.pathagar.com

ইখওয়ানও এই ধরনের ক্যাম্পে অসংখ্য সংস্কারমূলক কাজ করলেও কোনো প্রচার প্রোপাগান্ডা করে না। আত্মগর্ব বা অহংকার তো করেই না। ইখওয়ান ভিন্ন অন্য কেউ এত বড় কাজ করলে যে কত বিরাট প্রচারনা হোত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের দুনিয়ায় কেবল নিজস্ব মহিমার প্রচার চলেছে। তারা পূর্ব পশ্চিমের নিজেদের কাজের গুণগান বলে বেড়াচ্ছে।

তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, লক্ষ্য সৎ। তোমাদের পদক্ষেপ আল্লাহও পছন্দ করেন, মানুষও পছন্দ করেন, তোমরা দৃঢ় থাকো। তবে আজ তোমরা সীমার গন্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর ময়দানে সমবেত হয়েছো, তাই খোলাখুলিভাবে আবেদন সকলের কর্ণগোচর হয়েছে, এখন লোকে স্বেচ্ছায় তোমাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে, ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের উপর দোষারোপও চাপাতে পারে, তারা তোমাদের সম্বন্ধে কিছু না জেনেও এমনটি করবে, তাই তোমরা প্রচার প্রচাররণার উপকরণ কাজে লাগাও। চিন্তার পরীসীমা বৃদ্ধি করো। আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে বিনয়ের সাথে তোমাদের তৎপরতা চালাও। মানুষের সুবৃত্তি ও সদগুণাবলী নিয়ে তাদের সংশ্রব গ্রহণ করো। 'সাপ্তাহিক নামীর' পত্রিকায় লেখো, অন্যান্য পত্রিকায়ও লেখালেখি করে একথা প্রচার করো। সত্য পথের অনুসারী হলে সকল বাধা দূর হবে। সীমালংঘন না করলে উদ্দেশ্যের সফলতার প্রতি ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হবে। আল্লাহ এ কাজে তোমাদেরকে সহায়তা দান করবেন।

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তোমাদের ঈমান দান করেছেন।"

ইখওয়ানের শুভ লক্ষণ হলো যুব সম্প্রদায় তোমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এদের প্রতিবন্ধক ছিল এমন অনেক মহলেও ইখওয়ানের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে, দেশের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষিত যুব সমাজ ইখওয়ানের দিকে ঝুঁকেছে। তারা এর প্রতি আস্থা পোষণ করে এর সমর্থন ও সহযোগিতা দান করছে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখে যে, তারা যেন একাজের দায়িত্বপালন করতে-পারে। এ পথে তৎপর থাকতে পারে।

কয়েক বছর হলো, জামে আজহার (মিসর)-এর ছয়জন যুবক এরই জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলো। আল্লাহ তাদের সততা ও আন্তরিকতা জানতেন তাই তারা সে কাজে সফলতা ও সমৃদ্ধি পেলো। তাদের ছয়জনের চেষ্টায় আল্লাহ এমন বরকত দিলেন যে, কয়েক বছরের মধ্যে সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাজ ইখওয়ান প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য অগ্রসর

www.pathagar.com

হলো। আজকের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইখওয়ান একমাত্র আদর্শনিষ্ঠ ও যুব সমাজ যারা মাত্র সত্যের জন্য কুরবাণ হতে পারে।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ এ অবস্থা। আশ্চার্যের কি আছে যে, এখানকার সকল ছাত্র ইখওয়ানের লক্ষ্য ও তাদের তৎপরতাকে নিজেদের জন্য বেছে নেবে।

আজ ইখওয়ানের দলে মেধা সম্পন্ন ও বিচক্ষণ ছাত্র, সুযোগ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী সমবেত হয়েছে। প্রচার পোগ্রাগান্ডায় তাদেরই অগ্রণী ভূমিকা। তারা মনে করে আল্লাহর বিশ্ববিদ্যালয় চিরকাল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করবে। এ লক্ষ্য কেবল ছাত্র ও শিক্ষক মন্ডলীর নয়, জনসাধারণও আজ সচেতন মন নিয়ে অগ্রসর হয়েছে, কর্মতৎপর হয়ে তার যথার্থ প্রমাণ দিচ্ছে। যেসব মানুষের সামনে জীবনে মহৎ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, আজ তারা এ মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত হতে পারে। আমাদের আশা, আমরা আল্লাহর পথে অবিচল থাকলে তিনিই আমাদের সহায় ও সকল কাজের সফলতার সুযোগ এনে দেবেন।

ইখওয়ানের আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সারা দেশের গ্রাম-গঞ্জে শহরে-নগরে ছড়িয়ে পড়েছে, পরিকল্পনা ও আদর্শ কর্মসূচী নিয়ে তাদের সামনে সমবেত হচ্ছে। তাদের সংঘবদ্ধ করে জাতীয় সত্ত্বা সম্পর্কে সচেতন করাচ্ছে। দেশের সামনে নানা সংকট। সকাল সন্ধ্যায় দেশের সামনে বিপদের ঘন্টা শোনা যাচ্ছে, সুয়েজ খাল সমস্যা সামনে এসেছে, পাশ্চাত্যের ইংরেজ শক্তি অন্যায়ভাবে আমাদের উপর আক্রমণ চাপিয়েছে, সুয়েজ অবরোধ করার ষড়যন্ত্র করছে, এ দিকে মিসর নিজ দেশে পরবাসীর ন্যায় অবস্থান করছে। আত্ম সচেতন ছিলনা। নিজেরাই তাদের সুযোগ দিয়েছে। নিজেরা দুর্বল থাকায় অন্যরা তাদের উপর বজ্রপ্রভাব বিস্তার করেছে। তারা নির্বিবাদে তাদের শাসন করেছে, অর্থ সম্পদ সবই লুট করেছে। এর মর্মবেদনা ইখওয়ানরা সর্বাধিক গুরুত্বসহ উপলব্ধি করেছে। সুতরাং আমরা তাদের পায়ের তলার মাটি কাটতে শুরু করলাম। তাদের প্রভুত্ব খতম করার ব্যবস্থা করলাম। আমরা সর্বত্র বিরাজ করতে থাকলাম, এমন কি জনমনে চারা থেকে চারা গাছের মত বদ্ধমূল হলাম। তাদের চিন্তা ও কর্মের বিষয় হয়ে গেলাম। জীবনের সকল বিভাগে তাদের সমস্যায় শরীক হয়ে সমাধানের চেষ্টা করতাম। ফলে তারা আমাদের ভিন্ন বিকল্প কোনো চিন্তা করতে পারতো না। আমরা তাদের জাতীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলতাম। জাতীয় প্রেরণা যোগাতাম। তাদেরকে সৎ ও কল্যাণের পথে আহ্বান জানাতাম। এমন একদিন আসলো

www.pathagar.com

যে 'জমিয়তুল হাযারাতুল ইসলামিয়া' সংস্থা পুরোপুরি ইখওয়ানের সঙ্গে মিশে গেলো। তাদের সকল কর্মী ইখওয়ানের কাজে আত্মনিয়োগ করলো। নিজেদের সকল যোগ্যতা ও তৎপরতা ইখওয়ানের সাথে মিশিয়ে দিয়ে তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করলো। মান সম্মান উপাধির কোনো মোহ তাদের ছিল না। তারা সর্বনাশা ব্যক্তি সর্বস্ব চিন্তা মুক্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে কায়রোর সংগঠনে শরীক থাকলো। আমাদের সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এদের দেশের নানা স্তরে বিকেন্দ্রীকরণ করলো। সংগঠনের মুখ্য সচেতক আমাদের এই সকল ভাইদের নিয়ে হেদায়াত দান ও প্রশিক্ষণ দিতেন। সেই সব কর্মীরা শ্রমের এক এক অংশ সংগ্রহ করে সংগঠনের কাজে নিয়োগ করতো। এর ফলে অত্যন্ত ব্যপকতার সাথে ইখওয়ানের শাখা-প্রশাখা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে লাগলো। আসকাল, ইসকান্দ্রিয়া, রসিদ, রুরেসায়ীদ, সুয়েজ, তানতা, ফাউম, রণী সয়েফ, মীণা, আসউত, জরজা, কানা প্রভৃতি সকল অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করলো। কেবল মিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশের দক্ষিন অংশের প্রিয় দেশ জর্ডানেও আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়লো। এরপর মুসলিম দেশের নানা প্রান্তে অন্দোলনের আওয়াজ পৌঁছে গেলো। দেশ-দেশান্তরে এভাবে আমাদের আহ্বানের সাড়া পাওয়া গেলো। প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে লোক এগিয়ে এলো।

আমরা প্রথমতঃ তাদের নিকট আহ্বান জানাতাম। দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কথা বলতাম। এখন তারা অগ্রস্র হয়ে আমাদের তৎপর থাকতে বাধ্য করছে। তাদের সঙ্গ ও তাদের চাহিদা পূরণ করতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তারা এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, তাদের ও আমাদের মধ্যকার সাংগঠনিক সংহতি ও সংযোগ সুদৃঢ় রয়েছে। উভয়ের মধ্যে ঐকান্তিক হৃদ্যতা ও সমমর্মিতার পরিবেশ বিরাজ করছে। তারা সুদৃঢ় নৈকট্য ও আত্মীয়তার কবলে আবদ্ধ থাকার ন্যায় আমাদের সর্বক্ষণের সাথী। কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রেখে তারা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে তৎপর থাকে। তারা আতোৎসর্গীকৃত প্রাণ। তারা একে অন্যের দুঃখ কষ্টের সঙ্গী। আশা ভরসার সাথী। সবার লক্ষ্য এক, পথ এক, কর্মপন্থাও এক। কোনো কল্যাণের বার্তাবাহক এর থেকে উত্তম আর কি কামনা করতে পারে? দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের ইখওয়ান কর্মীরা কেবল কায়রোর নির্দেশ তামিল করতো না বরং তারা জনসেবার সম্ভাব্য দিকগুলো পালন করার জন্য সদা তৎপর থাকতো। তারা নিজেরা সভা সমিতি করতো, কার্যালয় নির্দিষ্ট করে আঞ্চলিক কাজের আঞ্জাম দিতো। তারা কত যে জনকল্যাণমূলক কাজ করতো তার সীমা আছে? তাদের সকল

www.pathagar.com

সমিতি, শাখা প্রশাখা মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকতো। তাদের আপোষের সম্পর্কের নির্দেশ দাতা ও তা মেনে নেবার মত কেউ ছিলনা বরং পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃ পরিবেশে তারা এসব কাজ করতো। তাদের মধ্যে একটা আত্মিক মিল ছিল। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় পারস্পরিক ঐক্যবন্ধন সহ জীবন যাপন করতো।

ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ তাদের এ সব কর্মী ভাইদের সাথে হৃদ্যতার পরিবেশে মিলতো। তাদের সাধারণ অবস্থার খোঁজ খবর রাখতো। এ তো কেবল ইখওয়ানী ইসলামী আন্দোলনের জন্য এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য সংস্থার এ রকম পরিবেশ কল্পনা করা যায় না। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর অপার অনুগ্রহ।

***প্রিয় ভাই সব!***

আমি স্পষ্ট বলতে চাই প্রকৃত ভাতৃ ঐক্যের জন্য আমার সান্ত্বনা জাগে। এই আত্মিক সুদৃঢ় সম্পর্কের জন্য আমার গৌরব বোধ জাগে। তোমরা যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ রকম পরিবেশ ধরে রাখো তাহলে আমি ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী যে, তোমরা আত্মিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সর্বশক্তির উৎস খুঁজে পাবে। অনেক লোক ঈর্ষাকাতর হয়ে ভাবে যে ইখওয়ান এমন ঐক্যভাব কোথেকে পাচ্ছে? তারা এত খরচ-পত্তর পাচ্ছে বা কোথেকে? মনে রাখা দরকার যে, ইখওয়ানরা এ আন্দোলনের কাজে কার্পণ্য করে না। তারা প্রয়োজন বশতঃ শিশুর মুখের খাদ্যও পর্যন্ত আন্দোলনের কাজে ব্যয় করতে প্রস্তুত। অপব্যয়, বাজে খরচ তাদের জীবনে নেই, একান্ত প্রয়োজন মত অর্থ ব্যয় করে; কিন্তু আন্দোলনের কাজের জন্য অর্থ, সময় এবং নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে আগ্রহী। তারা যখন এ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছে জেনে বুঝে অগ্রসর হয়েছে যে, প্রয়োজনে বহু কিছু ত্যাগ করতে হবে। তারা জানে, আল্লাহর নির্দেশ হলোঃ

"আল্লাহ মুমেনদের জীবন ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।"

তারা এ ব্যবসা গ্রহণ করে পূর্ণ তৃপ্তির সাথে নিজেদের পুঁজি উৎসর্গ করেছে, তারা বিশ্বাস করে যে, সকল দান আল্লাহর। যতদিন ইচ্ছা তিনি এগুলো আমাদের করায় ও দান করেন, এই মানসিকতার জন্য আল্লাহ তাদের স্বল্প মালে সমৃদ্ধি দিয়েছেন। প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ পর্যন্ত আমাদের নেতৃবৃন্দ সরকারের নিকট থেকে একটি পয়সাও সাহায্য পায় না, আর তার পরোয়াও তারা করে না। আজকের চ্যালেঞ্জ রইল, কেউ এ সম্পর্কে রাজকোষের একটি পয়সারও প্রমাণ পেশ করতে পারবেনা। বিশ্বাস করো, আমাদের দরবারে

www.pathagar.com

আমাদের একান্ত প্রিয় কর্মীদের পকেটের দু এক পয়সা করে সঞ্চিত অর্থ জমা হয়। তাই দিয়ে আমাদের সকল কাজ ও তৎপরতা চলে। ভ্রাতৃবৃন্দ! এটাই তোমাদের আন্দোলনের গুরুত্ব পূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তা আজ ব্যক্ত করলাম। এখন আন্দোলনের জয় পর্যায়ের দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সচরাচর এ সম্পর্কে অনেকেই ভুল বুঝে, এমন কি কিছু ইখওয়ান কর্মীরও এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই আমি সে সম্পর্কে কিছু সংশয় দূর করার জন্য প্রবৃত্ত হচ্ছি।

## উদ্দেশ্য ও উপকরণ

ভাতৃ সমাজ!

আমাদের মনে হয় এই দীর্ঘ আলোচনার পর ইখওয়ানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সমগ্র মুসলিম সমাজে ইসলামী ভাতৃত্বের পরিবেশ গড়ে উঠুক, সবাই সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলুক। আল্লাহর নির্দেশিত পথে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই মাত্র ইখওয়ানের কামনা। তাদের কর্মীবৃন্দ সত্যের জন্য, ইসলামের জন্য জীবন-প্রাণ সবই উৎসর্গ করুক, পরোপকারে তারা সচেষ্ট হোক, আল্লাহর বিধান কায়েম করতে সচেষ্ট হোক, তারা এটাই চায়। তারা অন্যের জন্য আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠুক। ইখওয়ান এই লক্ষ্য নিয়ে সকল তৎপরতা চালাতে থাকে।

## ইখওয়ান, শক্তি ও বিদ্রোহ

অনেকের ধারণা ইখওয়ানরা তাদের উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে, তারা মিসরের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সামগ্রিক তৎপরতা কেন্দ্রীয়ভূত করছে, তাহলে তারা কি বিদ্রোহ করবে? আমি এই সংশয়ের মধ্যে অবস্থান করতে চাই না, তাই স্পষ্ট কথায় তা ব্যক্ত করতে চাই, যার প্রয়োজন সে শুনে নিক। কোরআনের ঘোষণাঃ

"যতটুকু সম্ভব সামরিক তৎপরতার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখো, এর ফলে তোমরা আল্লাহদ্রোহী শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে। তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতে পারবে।"

নবী (সঃ) বলেছেনঃ

"শক্তিশালী মুমেন দুর্বল মুমেন অপেক্ষা শ্রেয়।"

এমন কি দোয়া বিনয় ও নম্রতার স্মারক। এখানেও ইসলামের প্রতিটি শক্তি সঞ্চয় হয়। সূতরাং নবী (সঃ) সর্বদা এ আবেদন জানাতেন, সাহাবাদেরও (রাঃ) এ শিক্ষা দিতেন।

" হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি- চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা থেকে, অক্ষমতা ও দুর্বলতা থেকে, কাপুরুষতা ও কার্পণ্য ভাব থেকে, ঋণের বোঝা ও লোকের প্রভাব থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

www.pathagar.com

দেখ, এখানেও নবী (সঃ) সকল দুর্বলতা, কাপুরুষতাগুলো মানব জীবনে ক্ষতিকর, তাই তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন।

ইখওয়ান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সবচেয়ে মৌলশক্তি হলো বিশ্বাস ও ঈমানী শক্তি, তারপর সামাজিক ঐক্য শক্তি, অতঃপর সামরিক শক্তি কোনো দল এসব শক্তি সঞ্চয় না করলে সে বলবান হবে না। তাঁদের মনোবল সুদৃঢ় নয়, ঈমানী চেতনা নড়বড়ে। এমতাবস্থায় সে কেবল সামরিক শক্তি নিয়ে আস্ফালন করলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

ইসলাম সর্বদা কি শক্তির মহড়া দেখাতে বলেছে? বরং তার জন্য কিছু সীমা ও ক্ষেত্র নির্দেশ করেছে। তাছাড়া শক্তি তো আর প্রাথমিক সমাধান নয়? মানুষের উচিৎ নয় কি সে শক্তি ও পরিণামের মধ্যে একটা ভরসাম্য চিন্তার মূল্যায়ণ করবে। সময় ও ক্ষেত্র বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। শক্তির ব্যবহারের পূর্বে ইখওয়ান তার অগ্রিম সকল সম্ভাব্য উপায়গুলো অন্বেষণ করবে। যে মিসরে বারংবার শক্তির মহড়া চলে, মিসরের জনগণের বিদ্রোহের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। এতকথা বলার পরও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, হ্যাঁ! ইখওয়ানুল মুসলেমুন শক্তির প্রদর্শনী করতে পারে, তবে তা একান্ত অনন্যোপায় হয়ে করবে। তাদের রয়েছে ঈমান ও সামাজিক সংঘবদ্ধতার সুদৃঢ় শক্তি, তার সুষ্ঠু প্রয়োজন হলে বৃহৎ শক্তির কাজ করবে। সকল গণমুখী উপায় কাজে লাগানোর পরও যদি তারা অনুকূল পরিবেশ না পায় তাহলে শক্তির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যদিও এর পক্ষপাতী নয়।

### *ইখওয়ান ও প্রশাসন*

কিছু লোকের সংশয় জাগে তাহলো ইখওয়ানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য রয়েছে? তাহলে তার জন্য তারা কি উপায় বা অবলম্বন করছে? আমি তাদেরও এ সংশয় দূর করতে চাই। তাদের জানা উচিৎ ইখওয়ানের সমগ্র চিন্তা, তৎপরতা, কর্মপদ্ধতি এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অধীন। আলোচনার প্রারম্ভে আমি এই দ্বীনের সর্ব ব্যাপক ধারণার উল্লেখ করেছি। ইখওয়ান যে ইসলামের উপর আস্থা রাখে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তার বিশেষ অঙ্গ। সে যে ভাবে তার নির্দেশনা দেয় আমরা সে ভাবে আমাদের যোগ্যতা ও শক্তির প্রয়োগ করতে তৎপর থাকবো। সূতরাং তৃতীয় খলিফা (রাঃ) বলেনঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে যে বিষয়কে প্রতিরোধ করান কোরআনের দ্বারা তা প্রতিরোধ হয় না।"

নবী (সঃ) প্রশাসনকে ইসলামী অট্টালিকার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ আখ্যা দিয়েছেন। ফেকাহ শাস্ত্রকারগণ প্রশাসনকে ইসলামের বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবে

www.pathagar.com

গণ্য করেছেন। ইসলামে যেমন প্রচার প্রসার ও আইন-কানুন রয়েছে তেমনি প্রশাসনের বাস্তবায়নের নির্দেশ রয়েছে। এর একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

এখন কোনো ইসলাম প্রচারক ও সংস্কারক যদি নিছক আত্মতৃপ্তি সহকারে ইসলামের মহিমা গেয়ে যান, ফতোয়া খানায় বসে ফতোয়া দিতে থাকেন। মিষ্ট সুরে কোরআন পাঠ করেন আর পার্থিব সকল বিষয় সম্পর্কে থাকেন উদাসীন। তাহলে অন্যরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। তারা এমন আইন পদ্ধতি নির্বাচন করবে যা আল্লাহর সম্পূর্ণ বিরোধী। এর ফলস্বরূপ কি দেখা যাবে? ইসলাম প্রচারকের প্রচেষ্টা তো অরণ্যে রোদন হয়ে দাঁড়াবে!

প্রশাসকরা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করে, কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র আলোচনা কেন্দ্রীভূত করে তখন তারা অনায়াসে কেবল ওয়াজ নসীহত করে সময় অতিবাহিত করার ইচ্ছা করুক। কিন্তু যদি পরিস্থিতি প্রতিকুল হয়ে দাঁড়ায়, ইসলামী শরীয়ত মানুষের জীবন থেকে নির্বাসিত হতে থাকে। খোদাদ্রোহী শক্তিগুলো তাদের বিদ্রোহের তান্ডব নৃত্য করে তাহলে এই সময়ের ইসলাম প্রচারকদের নির্লিপ্ততা নিঃসন্দেহে অপরাধ বলে গণ্য হবে। এখন তাদের মার্জনা নেই যদি না তারা এদের হাত থেকে প্রশাসন ছিনিয়ে নেবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায়। এটা আমাদের কল্পনা প্রসূত কথা নয়, বরং দ্বীনের মৌলকথা। ইখওয়ান কখনো প্রশাসনের প্রত্যাশী নয়। মুসলমানরা যদি এ দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আত্ম সচেতন হয় এবং কোরআনের বিধান বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর হয় তবে তাদের সৈন্য বাহিনী হিসাবে তারা নিজেদের পেশ করবে। অন্যথা প্রশাসন তো তাদের প্রোগ্রামের অঙ্গ। ক্ষেত্র বিশেষে তার জন্য তারা সচেষ্ট থাকবে।

তারা প্রশাসনের জন্য কখনো অগ্রবর্তী হবে না। তারা জনমনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব পেশ করতে চায়। তাদেরকে কায়মনে ইসলাম প্রিয় ব্যক্তি ও সমাজে পুনর্গঠিত করতে চায়। এটা স্পষ্ট কথা যে, ইখওয়ান বর্তমান প্রশাসন বা পূর্বতন প্রশাসন কি; বেসামরিক বা সামরিক প্রশাসন কারো সঙ্গে মিশে ছিল না। তারা মুসলমানকে তাদের ন্যায্য অধিকারগুলো সরকারের কাছ থেকে আদায় করার জন্য সজাগ করার চেষ্টা করেছে।

ইখওয়ানের তৎপরতার কোনো মূহূর্তেও তারা প্রশাসনের তল্পিবাহক হয়ে থাকেনি। কিংবা অন্য স্বার্থের জন্য সরকারে সহযোগিতায় ছিল না। যারা এ ধরনের ভ্রান্ত অনুমান নির্ভর জীবন যাপন করে তাদের সংশোধন হয়ে যাওয়া উচিৎ।

**-ঃ সমাপ্ত ঃ-**

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আমাদের প্রভু
রাসুল (সঃ) আমাদের নেতা
কুরআন আমাদের সংবিধান
ইসলাম আমাদের জীবন বিধান
জিহাদ আমাদের চালিকা শক্তি
শাহাদাত আমাদের কাম্য।

হাসান আল বান্না

সিন্দাবাদ প্রকাশনী